চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 27 Wednesday, 27 December, 2023 ✱ ২৯ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা ✱ ১০ পৌষ, ১৪৩০, বুধবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

নতুন বছরে ১৬ ব্যাঙ্কের ছুটির তালিকা আপডেট করেছে। বছরের প্রথম মাসে, জানুয়ারিতে মোট ১৬ দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী রেখা গিরির বাড়িতে আগুন। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের মারিশদা থানার পশ্চিম কামারদা গ্রামে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

এখনও হামাসের হাতে পণবন্দি শতাধিক ইজরায়েলী। এই পণবন্দিদের পরিজনদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। ...বিস্তারিত পাতা ৬

‘‘ডেভিস কাপে খেলব না বলে আমাকে অস্ট্রেলিয়া ওপেনে পাঠানো হবে না। ফোন করে আমাকে এই খবর জানানো হয়েছে। আমি খবর শুনে খুবই মর্মাহত।’’ ...বিস্তারিত পাতা ৮

ভোটের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করতে ১৫ জনের কমিটি গড়লেন শাহ-নাড্ডা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ লোকসভা ভোটের জন্য ভিতরে ভিতরে আগেই প্রস্তুত হতে শুরু করেছিল পদ্ম শিবির। এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করে দিলেন সেই প্রস্তুতি। রাজ্যে এসে ভোটের ‘ম্যানেজমেন্ট টিম’ তৈরি করে দিলেন শাহ। ১৫ জনকে নিয়ে সেই তালিকা তৈরি করা হল মঙ্গলবার। রাজ্য বিজেপির যে কোর কমিটি রয়েছে, তার সব সদস্য জায়গা পেলেন না নির্বাচনী কোর টিমে। চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও জায়গা পাননি। মঙ্গলবার এই সদস্যদের সঙ্গেই বিধাননগরের হোটেলে বৈঠক করেন শাহ ও নাড্ডা। সেখানেই এই তালিকা দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। মোট ১৫ জনের নির্বাচনী কমিটি তৈরি করা হয়েছে। যাতে থাকছেন চার জন কেন্দ্রীয় অবজারভার- সুনীল বনশল, অমিত মালব্য, আশা লাড়কা ও মঙ্গল পান্ডে। বাকি ১১ জন রাজ্যের নেতা-নেত্রী। সেই তালিকায় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে থাকবেন জগন্নাথ সরকার, অগ্নিমিত্রা পল, লকেট চট্টোপাধ্যায়, দীপক বর্মন ও জ্যোতির্ময় মাহাতো। এছাড়া থাকছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহা, অমিতাভ চক্রবর্তী ও সতীশ ধন্দ। এই টিমের কাজ হবে

নির্বাচন সংক্রান্ত সব কাজ দেখা। কোথায়, কীভাবে প্রচার হবে, কোন কোন কেন্দ্রীয় নেতা রাজ্যে আসবেন- এই সব ঠিক করার দায়িত্ব থাকবে এই নেতাদের কাঁধেই। রাজ্য বিজেপিতে যখন বারবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠছে, তার মধ্যে এই টিম গঠন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই ১৫ জনকেই এদিন বৈঠকে ডেকেছিলেন শাহ-নাড্ডা। নির্বাচনী কোর কমিটিতে জায়গা পাননি চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী- নিশীথ প্রামাণিক, শান্তনু ঠাকুর, সুভাষ সরকার ও জন বার্লা। মঙ্গলবার মূলত বৈঠক হয় নির্বাচনের রূপরেখ নিয়েই। এদিকে, মঙ্গলবার শাহ ও নাড্ডার বৈঠকের পর বুধবারই বিজেপির রাজ্য কমিটি বৈঠকে বসতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। আইসিসিআর-এ হবে জরুরি ভিত্তিতে ওই বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য সোমবার গভীর রাতে শহরে এসেছেন মোদির সেনাপতি অমিত শাহ। এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাও। এদিন বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেল থেকে বেরিয়ে তাঁরা রওনা দেন জোড়াসাঁকোয় একটি গুরুদ্বারে। সাড়ে ১১টা নাগাদ এম জি রোডের ধারে সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের ওই গুরুদ্বারে পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সকাল থেকেই গুরুদ্বারের চত্বর মুড়ে রাখা হয়েছিল নিরাপত্তার চাদরে। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পাল ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার। গুরুদ্বারের থেকে বেরিয়ে কালীঘাটের মন্দিরে যান অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেখার জন্য মন্দির চত্বরে উপচে পড়ে ভিড়। ব্যারিকেড করে ভিড় সামাল দেন পুলিশকর্মীরা। কালীঘাট মন্দিরের প্রবেশের সময় হাত নেড়ে সকলের শুভেচ্ছা ও অভিবাদন গ্রহণ করেন শাহ। প্রতি শুভেচ্ছাও জানান হাত নেড়ে।

সমাবর্তনের ডিগ্রি বৈধ কি না জানতে রাজভবনে পড়ুয়াদের ইমেল

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ২৬ ডিসেম্বরঃ এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন আচার্য। ইতিমধ্যেই সমাবর্তনে দেওয়া ডিগ্রির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে রাজভবন। সমাবর্তনে ডিগ্রির সার্টিফিকেটে থাকা বুদ্ধদেব সাউয়ের সই আইনসিদ্ধ নয় বলে প্রশ্ন তুলেছে রাজভবন। রাজভবনের ব্যাখ্যা, আচার্য বুদ্ধদেব সাউকে অপসারণ করায় তিনি আর উপাচার্য নন। ফলে ডিগ্রি শংসাপত্রে বুদ্ধদেব সাউয়ের সই আইনসিদ্ধ নয়। আইনত সহ-উপাচার্য ডিগ্রি প্রদান করতে পারেন না বলেই রাজভবন সূত্রে খবর। ফলে প্রদান করা ডিগ্রিও বৈধ হতে পারে না বলেই মনে করছে রাজভবন। রাজভবন সূত্রের খবর, এই ডিগ্রি পাওয়ার পর অনেক পড়ুয়া ও অভিভাবক আচার্যকে ইমেল করেন। ডিগ্রির বৈধতা নিয়ে জানতে চান তাঁরা। অপসারিত উপাচার্যের সই করা ডিগ্রি নিয়ে ভবিষ্যতে তাঁদের কোনওরকম অসুবিধা হতে পারে কি না তা নিয়েই তাঁরা জানতে চেয়ে এই ইমেল করেন বলে রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজভবনের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাজ্য সরকার বা শিক্ষা দফতরের কোনও ভূমিকা নেই। উপাচার্য না থাকলে তাঁর দায়িত্ব কে নেবেন ঠিক করেন আচার্য। এদিকে সমাবর্তনের আগের দিন যেহেতু উপাচার্যকে আচার্য অপসারিত করেছেন, তাঁর সই শংসাপত্রে বৈধ কি না রাজভবন সে প্রশ্নের জবাব খুঁজছে। সূত্রের খবর, রাজ্যপাল এ নিয়ে আইনি পরামর্শও নিয়েছেন। আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন বলেও রাজভবন সূত্রের জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই টাস্ক ফোর্স গঠন করে ইউজিসি এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রককে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে রাজভবন।

তৃণমূলের গান মেলার পাল্টা এবার বিজেপির ‘সঙ্গীত উৎসব’

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ২৬ ডিসেম্বরঃ চলচ্চিত্র উৎসবের পর এবার রাজ্যের সঙ্গীত মেলায় স্বজনপোষণের অভিযোগ বিজেপির। রাজ্য সঙ্গীত মেলার পাল্টা এবার বিজেপির বঙ্গ সঙ্গীত উৎসব। ‘কালচারাল অ্যান্ড লিটেরারি ফোরাম অব বেঙ্গল’-এর ব্যানারে এই উৎসব হচ্ছে। উৎসবের ‘সহযেগিতায়’ শুভেন্দু অধিকারী। প্রিন্সেপ ঘাটে ২০ জানুয়ারি এই বঙ্গ সঙ্গীত উসব। বিজেপির বক্তব্য, এই অনুষ্ঠানে সুযোগ পাবেন সকলে। বাংলার লোকগান থেকে ছৌনাচ, সকল শিল্পীই এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন বলে দাবি করেছে বিজেপি। অংশ নেবেন পূর্ণদাস বাউল, দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক সঙ্গীতশিল্পী। কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র তথা কালচারাল অ্যান্ড লিটেরারি ফোরাম অব বেঙ্গলের সভাপতি জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তিনি বলেন, ‘‘আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ২০ জানুয়ারি ২০২৪ একদিনের বঙ্গ সঙ্গীত উৎসব হবে। পাহাড় থেকে সাগর, যে শিল্পীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বজনপোষণের কারণে সুযোগ পান না, তাঁদের সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করব।’’ এ নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘যে কোনও মেলা হতেই পারে। যে কেউ তার আয়োজনও করতেই পারে। অসুবিধার তো কিছু নেই।’’ অন্যদিকে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘‘বিজেপির গীতাপাঠ মেলা আর তৃণমূলের তো চণ্ডীপাঠ মেলা হবে। এদের আবার হঠাৎ কীসের গানের মেলা? জানি না শুভেন্দু অধিকারীরা গান গাইবেন কি না। হতে পারে। এদিকে কুণাল ঘোষরা গান গাইবেন। ওদিকে সুকান্তবাবুরা গান গাইবেন। আর মানুষের যা সর্বনাশ হওয়ার হবে। যদিও এ নিয়ে তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

অর্জুন-সোমনাথ ঠোকাঠুকির মধ্যেই জেলায় সভা মমতার

অক্সিজেনের আশায় তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ২৬ ডিসেম্বরঃ অর্জুন সিং ও সোমনাথ শ্যামকে ঘিরে জোর চর্চা চলছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাজনীতির অন্দরমহলে। তৃণমূলের দুই বাঘা বাঘা নেতাকে ঘিরে এমন চর্চা স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে ফেলছে শাসক শিবিরকে। অর্জুন সিং ও সোমনাথ শ্যাম বার বার একে অন্যের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন গত কয়েকদিনে। যা নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়ছে তৃণমূলের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কোর কমিটির অন্দরেও। এদিকে সামনেই দেগঙ্গার চাকলায় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা রয়েছে। আগামী ২৮ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) চাকলায় আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটের মুখে যখন জেলার দুই হেভিওয়েটের ঠোকাঠুকিতে অস্বস্তি বাড়ছে দলের অন্দরে, তখন দলনেত্রীর এই সভা নীচু তলার কর্মীদের মধ্যে অক্সিজেন জোগাবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। মঙ্গলবার মন্ত্রী সুজিত বসু, রথীন ঘোষ, পার্থ ভৌমিক-সহ জেলা তৃণমূলের অন্যান্য নেতা-বিধায়করা এসেছিলেন চাকলার সভাস্থল পরিদর্শন করতে। প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখেন তাঁরা। সুজিত বসু জানান, লোকসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর কর্মীদের কাছে বড় প্রাপ্তি। সকলেই খুব উৎসাহিত। তবে ব্যারাকপুরে অর্জুন-সোমনাথের ঠোকাঠুকি নিয়ে বিশেষ মন্তব্য করতে চাইলেন না মন্ত্রী সুজিত বসু। বললেন, ‘‘এসব কোনও ব্যাপার নয়। তৃণমূলের পরিবার একই আছে। পরিবারের মধ্যেও কিছু অশান্তি থাকে। ওখানেও কিছু সমস্যা হয়েছে, ওটা দেখে নেওয়া যাবে।’’ তাঁর বক্তব্য, এই বিষয়টি কোর কমিটির দেখার বিষয় নয়। দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি রয়েছে। যদি কোথাও কিছু হয়ে থাকে, সেটি শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি দেখবে। এদিকে অর্জুন সিং দাবি করেছেন, দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি তাঁকে চুপ থাকার জন্য বলেছেন। তবে এই নিয়ে বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। আজ পার্থ ভৌমিককে ব্যারাকপুর ইস্যুতে প্রশ্ন করা হলে, তিনিও এই বিষয়ে বিশেষ আমল দিতে নারাজ। তাঁরও বক্তব্য, ‘‘সুব্রত বক্সি যা বলেছেন, সেটা সবাই মানতে বাধ্য।’’ মন্ত্রী রথীন ঘোষও জানাচ্ছেন, বিষয়টি দলের ‘সর্বোচ্চ নেতৃত্ব’ দেখছে।

বিরোধী জোটে মতানৈক্য! মমতার প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন শরদ পাওয়ার

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বরঃ লোকসভা নির্বাচনের আর খুব বেশি দেরী নেই। চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে সব রাজনৈতিক দলেই। দফায় দফায় বৈঠকে বসছে ‘ইন্ডিয়া’ জোটও। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মুখ হিসেবে মল্লিকার্জুন খাড়্গের নাম প্রস্তাব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মধ্যে ভাঙনের সুর! এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই পরোক্ষভাবে মমতার সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতেই শোনা গেল এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ারকে। গত সপ্তাহেই দিল্লিতে বিরোধী জোটের বৈঠকে খাড়্গের নাম প্রস্তাব করেন মমতা। আর শরদ পাওয়ার দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী মুখ ছাড়াই জয় সম্ভব। মুম্বইতে এক সাংবাদিক বৈঠকে জোট সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে শরদ পাওয়ার মনে করিয়ে দিয়েছেন ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনেও ছিল না কোনও প্রধানমন্ত্রী মুখ। ভোটের পর মোরারজি দেশাইকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। তাই পদপ্রার্থী হিসেবে কাউকে সামনে না রাখলেও অসুবিধা হবে না বলেই মনে করেন তিনি। অর্থাৎ মমতা যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তা কার্যত খারিজ করে দিচ্ছেন পাওয়ার। পাওয়ারের কথায়, ‘‘মানুষ যদি পরিবর্তন আনতে চায়, তাহলে পরিবর্তন আসবেই।’’ পাওয়ারের এই বক্তব্যে বিরোধী জোটকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপিও। তারাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছে, বিরোধী জোটের মধ্যে কতটা ফাটল তৈরি হয়েছে। বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা এক্স মাধ্যমে লিখেছেন, ‘মমতা দিদি যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তাতে খুশি ছিল না কংগ্রেসও।’ তবে শরদ পাওয়ার স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিরোধী জোটের সঙ্গে কোনও বিরোধিতা করবেন না তিনি। সূত্রের খবর, বৈঠকে মমতা নাম প্রস্তাব করার পর তা মানতে চাননি খোদ মল্লিকার্জুন খাড়্গেই। তিনি বলেছিলেন, সবার আগে জয় কীভাবে আসবে, তার ওপর নজর দেওয়া প্রয়োজন। তারপর প্রধানমন্ত্রী পদ নিয়ে আলোচনা হবে। এমনকী মমতার এই প্রস্তাবের পর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন বলে সূত্রের খবর। এবার শরদ পাওয়ারও নামলেন বিরোধিতায়?

পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতিতে নয়া মোড়

১০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেনের তথ্য পেল ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি। এবার এটা নিয়ে আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। যদিও তদন্তে নেমে ধরপাক। করলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি ইডি। সেটা লোকসভা নির্বাচন যত আসবে গতিপ্রকৃতি সেই পথ বাতলে দেবে। তবে স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, কয়লা-গরু পাচারের অভিযোগে একের পর এক গ্রেফতার করা হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীদের। তাতে রাজনৈতিকভাবে বিজেপি খুব একটা লাভবান হয়নি। এবার একাধিক পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির অঙ্কও ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন ইডি অফিসাররা। ইডি সূত্রে খবর, বেশ কিছু নথি হাতে এসেছে যা দুর্নীতির সাক্ষ্য বহন করছে। এমনকী প্রায় দু’হাজার বেআইনি নিযাগের তথ্যসূত্র হাতে এসেছে। মজদুর থেকে শুরু করে ক্লার্ক, কম্পিউটার অপারেটর পদে বেআইনি পথেই নিয়োগ হয়েছে। আর এই চাকরি দিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছে। সেটাই তদন্ত করতে নেমে দুর্নীতির অঙ্ক প্রায় ১০০ কোটি ছাড়াতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ পুরসভায় এই সমস্ত চাকরি স্থায়ী সরকারি চাকরি। সুতরাং সেটা পেতে টাকা দিতে পিছিয়ে আসেননি কেউ। এখান থেকেই যে তথ্য এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, যার সঙ্গে যেমন কথা হয়েছে তেমন অর্থ নেওয়া হয়েছে। তাই সংখ্যা এমন জায়গায় পৌঁছতে চলেছে। এদিকে এই টাকার অঙ্ক যে শুধু অনুমানের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা নয়। তার

সপক্ষে তথ্যপ্রমাণ পর্যন্ত হাতে এসেছে। একাধিক পুরসভায় তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা নথি সেই তথ্যপ্রমাণ দিচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। সেখান থেকেও বেশ কিছু তথ্য মিলেছে। তারপর নথির সঙ্গে বক্তব্য মিলিয়ে দেখে একটা জায়গায় আসা গিয়েছে। আর তার ভিত্তিতেই ১০০ কোটির হিসাব মিলেছে। কামারহাটি, বরাহনগর, উত্তর দমদম, দক্ষিণ দমদম, কাঁচরাপাড়া-সহ ১৪টি পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তথ্য হাতে এসেছে। এছাড়া গোটা রাজ্য ধরলে প্রায় ৭০টি পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতি করা হয়েছে বলে ইডির দাবি। অন্যদিকে এই কাজে প্রভাব খাটানোর তথ্যও এসেছে। রাজনৈতিক নেতা থেকে আমলা অনেকেই প্রভাব খাটিয়েছেন চাকরি পাইয়ে দিতে। তবে তাঁদের কাছে কেমন করে টাকা পৌঁছেছে সেটা এখন তদন্তের বিষয়। তবে বেআইনি পথে চাকরি পাইয়ে টাকা নিয়ে তা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় খাটানো হয়েছে। যাতে কালো টাকা সাদা হয়ে ফিরে আসে। আর এই কাজ করতে কাজে লাগানো হয়েছে একশ্রেণির প্রোমোটারদের। তাতে দু’পক্ষেরই লাভ হয়েছে। প্রোমোটার একটা কমিশন পেয়েছে। আর কালো টাকাও সাদা হয়েছে। তাই এখন নানা পুরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং অফিসারদের তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অয়ন শীল তুরুপের তাস হতে পারেন। কারণ তাঁর বাড়ি থেকেই নথি মিলেছিল পুরসভা দুর্নীতির। তবে এবার পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িত প্রভাবশালীদের তলব করা হবে বলে সূত্রের খবর।

জানুয়ারি মাসেই রেশন ধর্মঘটের ডাক দিলেন ডিলাররা, সমস্যায় পড়বেন গরিব মানুষ

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বরঃ এবার গরিব মানুষের জন্য দুঃখের খবর সামনে এল। নতুন বছরের শুরুতেই রেশন ডিলাররা ধর্মঘটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নানা দাবিতে ২০২৪ সালের প্রথম দিন থেকেই লাগাতার রেশন ধর্মঘটে যেতে চলেছে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস ডিলার অ্যাসোসিয়েশন। আর এই ঘটনা ঘটলে ভোগান্তির মুখে পড়বেন দেশের ৮০ কোটি ৩৫ লক্ষ রেশন উপভোক্তা। গরিব মানুষের ভরসা এই রেশন। বিনামূল্যে এবং কয়েকটি জিনিস কম দামে তাঁরা পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই ধর্মঘট যদি হয় তাহলে তা কপালে ভাঁজ ফেলবে প্রান্তিক গরিব মানুষজনকে। এদিকে করোনাভাইরাসের সময় থেকেই দেশের রেশন ডিলাররা কমিশন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছেন। তাতে কোনও সমাধান হয়নি। রেশনে ১ কুইন্টাল চাল বা গম এখন গ্রাহকদের হাতে তুলে দিয়ে ডিলাররা এখন ৯৫ টাকা কমিশন পান। অথচ বিভিন্ন কমিটির সুপারিশে বলা হয়েছে ৪৫৭ টাকা কমিশন করার কথা। সেটা না হওয়ায় ক্ষুব্ধ রেশন ডিলাররা। তার উপর রেশন গ্রাহকদের উপর নানা চাপ থাকেই। কিন্তু তাঁদের কথা সরকার শুনছে না বলে অভিযোগ। এইসব নানা কারণ নিয়ে এবার রেশন ডিলাররা ধর্মঘটের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে রেশন ডিলারদের কোনও সুপারিশ কার্যকর করেনি কেন্দ্রীয় সরকার বলে অভিযোগ। ই-পস মেশিনের স্টক নিয়ে নানা সমস্যা রয়েছে বলেও অভিযোগ। প্রত্যেক মাসের শুরুতে বরাদ্দ তালিকা ই-পস পদ্ধতিতে তালিকা আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। অথচ তা ডিলারের কাছে পৌঁছতেই পারছে না। এই নিয়ে একটা বিস্তর টানাপোড়েন চলছে। কারণ যে তালিকা প্রকাশ হচ্ছে আর যা হাতে পাচ্ছেন ডিলাররা তাতে বিস্তর গড়মিল আছে। এমনকী এই কারণে ডিলার-গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়। এটা নিয়ে বারবার বললেও কোনও সমাধান হয়নি বলেই অভিযোগ। এছাড়া নিজেদের পকেট থেকে টাকা দিয়ে এভাবে মাসের পর মাস রেশন ডিলারদের পক্ষে গণবন্টন ব্যবস্থা টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই সার্বিক পরিস্থিতির প্রতিবাদে আগামী ২৯ ডিসেম্বর কলকাতায় খাদ্যভবন অভিযান করবেন রেশন ডিলাররা। আর জানুয়ারি মাসের শুরুতে সংসদ ভবন অভিযান। ১ জানুয়ারি থেকে দেশ জুড়ে লাগাতার রেশন ধর্মঘট শুরু হবে। এই ধর্মঘটে সামিল হবেন দেশের ৫ লাখ ৩৮ হাজার রেশন ডিলার। যার মধ্যে বাংলার ২০ হাজার ২৭১ জন ডিলার আছেন। এই ঘটনা ঘটলে অসুবিধায় পড়তে পারেন দেশের ৮০ কোটি ৩৫ লাখ রেশন উপভোক্তা। আর বাংলায় ৮ কোটি ৮০ লাখ গ্রাহক।

শাহ-রা কি স্বামীজির অপমান সমর্থন করেন? সুকান্তর মন্তব্যের প্রতিবাদে পথে নামল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্যের প্রতিবাদে মঙ্গলবার ফুটবল নিয়ে রাস্তায় মিছিল করল তৃণমূল। দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে সোমবার রাতেই শহরে এসেছেন বিজেপির শীর্ষ নেতা অমিত শাহ এবং জেপি নাড্ডা। তাঁদের এই সফরসূচির মাঝেই এদিন দুপুর ৩টে থেকে কলকাতা সহ জেলায় জেলায় প্রতিবাদ মিছিল করে শাসকদল। ফুটবল মিছিল থেকে ‘খেলা হবে’ স্লোগানও ওঠে। শ্যামবাজার মোড়ে প্রতীকী ফুটবল খেলায় অংশ নেন শশী পাঁজা এবং দলের যুব নেত্রী সায়নী ঘোষ। পরে এ ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠক থেকে সুকান্তর কড়া শাস্তির দাবি জানানোর পাশাপাশি তৃণমূলের রাজ্য নেত্রী, মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ‘‘স্বামী বিবেকানন্দকে অপমানের পর ৪৮ ঘণ্টা হয়ে গেল। সুকান্ত মজুমদার এখনও ক্ষমা চাননি। আমাদের প্রশ্ন, শাহ-নাড্ডারা কি স্বামীজির এই অপমানকে সমর্থন করেন?’’ এ ব্যাপারে শাহ-নাড্ডার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে মঙ্গলবারও নিজের বক্তব্যে অনড় থেকে সুকান্ত জানিয়েছেন, ‘‘এক কথার অন্য মানে করা হচ্ছে। অর্ধশিক্ষিত তৃণমূলের কাছ থেকে স্বামীজি সম্পর্কে কোনও জ্ঞান শুনতে চাই না।’’ পাল্টা জবাবে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘বিজেপি এই ধরনের আচরণ যত করবে ততবেশি করে মানুষ ওদের প্রত্যাখ্যান করবে।’’ ঘটনার সূত্রপাত, ‘গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে...’, স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তি নিয়ে রবিবার সরগরম ছিল বঙ্গ রাজনীতি। রবিবার ব্রিগেডে ‘লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ’ অনুষ্ঠানকে কটাক্ষ করতে গিয়ে তৃণমূল টেনে এনেছিলেন বিবেকানন্দকে। আর তৃণমূলকে জবাব দিতে গিয়ে ‘বেফাঁস’ মন্তব্য করে ফেলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত বলেছিলেন, ‘‘বাংলা দীর্ঘদিন ধরে সনাতন ধর্ম ও ভক্তি আন্দোলনের পীঠস্থান। তবে মাঝে বামপন্থীদের আন্দোলনের কারণে বাংলা কিছুটা বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। যারা বলছেন ফুটবল খেলা গীতা পাঠ অপেক্ষা ভাল, তারা বামপন্থী প্রোডাক্ট।’’ যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

কোভিডের নয়া ভ্যারিয়েন্টের গ্রাসে নেই বাংলা, আশার আলো স্বাস্থ্য ভবনের রিপোর্টে

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ সারা দেশেই নতুন করে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের ওয়েবসাইট অনুসারে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত ৪১২ জন। অপর দিকে সুস্থ হয়েছে ২৯৩ জন। ২৪ ঘণ্টায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনটি মৃত্যুই হয়েছে কর্নাটকে। বর্তমানে সারা দেশে ৪১৭০ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন। এর অধিকাংশই কেরলের। মঙ্গলবার কেরলে নতুন করে কোনও আক্রান্ত নথিভুক্ত হয়নি। সেখানে ৩২ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। সেখানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাটা ৩০৯৬-এ নেমে গিয়েছে। মহারাষ্ট্রে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৬৮, তামিলনাড়ুতে এই সংখ্যাটা ১৩৯, কর্নাটকে ৪৩৬। এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডের জেএন১ ভ্যারিয়েন্টের ১১৬টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। আক্রান্ত রোগীদের বেশিরভাগই হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। হাসপাতালে ভর্তির হারে কোনও বৃদ্ধি নেই। প্রসঙ্গত নীতি আয়োগের সদস্য ডক্টর ভিকে পল গত সপ্তাহে বলেছিলেন, নতুন ভ্যারিয়েন্টের ওপরে নজর রাখা হচ্ছে। রাজ্যগুলিকে পরীক্ষা বাড়াতে ও নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করতে বলা হয়েছে। সংক্রামিতদের ৯২ শতাংশ বাড়িতেই চিকিৎসা করানোয় এটা হাল্কা অসুস্থতার ইঙ্গিত করে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

রাখতে দিল্লির সরকার কোভিডের নমুনা জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ে পাঠিয়েছে। এদিন সকাল আটটায় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় কর্নাটকে তিনটি নতুন মৃত্যুর ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এর সঙ্গে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫,৩৩,৩৩৭। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক বলেছেন, নাগরিক ও পর্যটন শিল্পের কোভিডের সর্বশেষ ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। কারণ অতীতে ভারত এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বর্তমানে করোনা ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায়, দেশে কি আরেকটি লকডাউন হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, ‘‘আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই। অতীতে আমরা এর সঙ্গে লড়াই করেছিল। আবার হলে তার সঙ্গেও লড়াই করতে পারি।’’ তিনি বলেছেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণে মহামারীর পরে ভারতীয় অর্থনীতি ফের জায়গায় চলে এসেছে।’’ এদিকে বাংলায় নজরদারি বাড়তেই মিলতে শুরু করেছিল আক্রান্তের খোঁজ। তবে এরইমধ্যে মিলল স্বস্তির খবর। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত জেএন.১ মুক্ত বাংলা। নতুন করে কোভিড আক্রান্ত কারও দেহেই নেই নতুন ভ্যারিয়েন্টের হদিস। সূত্রের খবর, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োমেডিক্যাল জিনোমিকসে ৩০টি নমুনা পাঠিয়েছিল স্বাস্থ্য ভবন। এর মধ্যে সাতটি নমুনা ছিল বর্তমান সময়ের। অর্থাৎ, নভেম্বর-ডিসেম্বরের। ৩০ নমুনার মধ্যে ২৩টি নমুনা সেপ্টেম্বরের। রিপোর্ট আসতে দেখা যাচ্ছে কোনও নমুনাতেই নেই জেএন.১। তাতেই মিলেছে স্বস্তি। এদিকে নতুন সাব ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১ এর হাত ধরে কোভিডের নয়া ঢেউয়ের আগমন নিয়েও তৈরি হয়েছিল আশঙ্কা। তবে নয়া রিপোর্ট আসতেই খানিকটা হলেও স্বস্তিতে বাংলার স্বাস্থ্য মহল। তারপরও সতর্কতার যে মার নেই তা মানছেন সকলেই। গিয়েছে ক্রিসমাস, সামনেই নববর্ষের উদযাপনে মাতবে বাংলা। তাই করোনা রুখতে নজরদারিতে আরও জোর দিতে হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল লাদাখের লেহ, কম্পাঙ্ক ৪.৫

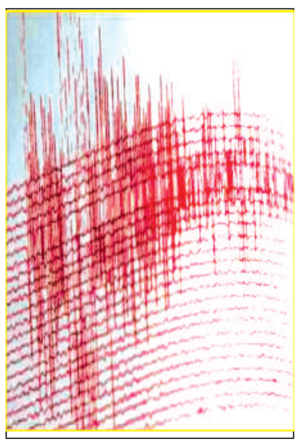

লেহ, ২৬ ডিসেম্বর ঃমাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল লাদাখের লেহ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৫। মঙ্গলবার ভোর ৪.৩৩ মিনিট নাগাদ এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর ৪.৩৩ মিনিট নাগাদ ৪.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভুত হয় লেহ-তে।ভূমিকম্পের উসস্থল ছিল ৩৪.৭৩ অক্ষাংশ ও ৭৭.০৭ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে। জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর থেকে ২২০ কিলোমিটার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে এবং পহেলগাম থেকে ১৭৯ কিলোমিটার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার তিন সন্দেহভাজন

শ্রীনগর, ২৬ ডিসেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় সন্দেহভাজন তিনজনের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ৩ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। তল্লাশি অভিযান চালিয়ে সোমবার এই অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী তিনজনকে গ্রেফতার করেছে এবং তাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি চালিয়ে এই অস্ত্র উদ্ধার করেছে। পুলওয়ামার পাঞ্জু এবং গামিরাজে একটি যৌথ কর্ডন অ্যান্ড সার্চ অপারেশনের ফলেই এই অস্ত্র উদ্ধার হয়।চিনার কর্পস সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে জানিয়েছে, তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ২টি পিস্তল এবং অন্যান্য সামগ্রী সহ গ্রেফতার করা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

রুরকিতে ইটভাটার দেওয়াল ভেঙে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু ৫ শ্রমিকের, ৩ জন গুরুতর আহত

রুরকি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তরাখণ্ডের রুরকিতে মঙ্গলবার সকালে ঘটে গেল মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা। ম্যাঙ্গালোর কোতোয়ালির লাহাবলি গ্রামে আচমকাই ভেঙে পড়ে একটি ইটের ভাটার দেওয়াল। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৫ জন শ্রমিকের, গুরুতর আহত হয়েছেন ৩ জন। ৩ জনেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিন সকাললে চিমনিতে ইট ভর্তি করতে গিয়ে. দুর্ঘটনা ঘটে।শ্রমিকরা কাজ করার সময়.হঠাৎ দেওয়ালটি ভেঙে পড়ে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রমিকরা ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যায়। জেসিবি দিয়ে ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে সবাইকে উদ্ধার করা হয়। ৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়, ৩ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের নাম-মুকুল (২৮), সাবির (২০), অঙ্কিত (৪০), বাবুরাম (৫০), জগ্গি (২৪)। আহতদের নাম- রাজকুমার (২৫), লতিফ (২৫) ও মেহবুব।

ভয়াবহ আগুন

লখনউ, ২৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড! লখনউয়ের কেশব নগর এলাকার কাছে ভয়াবহ আগুন লাগল বাতিল সামগ্রীর মার্কেটে। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ২৫-৩০টি দোকান। সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। মঙ্গলবার ভোররাতে ওই মার্কেটে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন, একের পর এক দোকান আগুনের গ্রাসে চলে যায়।ফায়ার সেফটি অফিসার শত্রুঘ্ন কুমার বলেছেন, স্ক্র্যাপ (বাতিল সামগ্রী) মার্কেটের আগুনে প্রায় ২৫-

জমি দিতে প্রস্তুত মালিক-পক্ষ, জয়নগরে তবুও আটকে স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরির কাজ

জয়নগর, ২৬ ডিসেম্বর ঃজয়নগরের শাহাজাদাপুর গ্রামে একটি সংগঠনের অধীন জমিতে দীর্ঘদিন ধরে অস্থায়ীভাবে চলছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র। গ্রামে স্থায়ী ভাবে স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরির স্বার্থে সরকারকে নিঃশর্তে ওই জমি দান করে দিতে চাইছে সংগঠনটি। কিন্তু অভিযোগ, নানা কারণে আটকে রয়েছে সেই প্রক্রিয়া। সম্প্রতি স্থানীয় সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের দ্বারস্থ হন সংগঠনের কর্মীরা। সাংসদ দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।জয়নগর ২ ব্লকের শাহাজাদপুর গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছে বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র নামে একটি সংগঠন। বছর কুড়ি আগে ওই গ্রামে সরকারের তরফে নতুন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। সেই সময় সংগঠনের একচালা ঘরেই সেই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়েছিল। পরবর্তী কালে গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কাজও শুরু হয় সেখানে। বর্তমানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রীয় বদলে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র হয়েছে। গ্রামের মানুষ নিয়মিত চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। কিন্তু অ্যাসবেসটাসের ছাউনি দেওয়া সেই ঘরেই কোনওরকমে কাজ চালাতে হচ্ছে।সরকারি তরফে জানানো হয়, জমি পেলে স্থায়ী ভবন তৈরি হবে। এরপরেই প্রায় দু'কাটা ওই জমি সরকারকে দান করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ওই সংগঠন। পঞ্চায়েত-সহ ব্লক প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়। তবে এখনও জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। সংগঠনের সম্পাদক সিদ্ধিশ্বর গায়েন বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই আমরা চাইছি ওখানে স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হোক। জমি দিতে আমরা প্রস্তুত। স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছি। তবে নানা কারণে আটকে রয়েছে। স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। ব্লক স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থায়ী ভবন তৈরির জন্য সাধারণত যে পরিমাণ জমি প্রয়োজন, ওই এলাকায় তার থেকে কিছুটা কম জমি রয়েছে।সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করেন বিবেকানন্দর সেবা কেন্দ্রের কর্মীরা। জমি দান করতে চাওয়ার কথা জানান। শুনে বিষয়টি সমাধানে উদ্যোগী হন সাংসদ। সুপারিশ চিঠি লিখে জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন তিনি। সাংসদ বলেন, ওখানে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চলছে। ওরা চাইছেন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থায়ী ভবন তৈরি হোক। জমি দান করতে ওরা প্রস্তুত। আমি চিঠি লিখে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছি। সরকারি তরফে না হলে, আমার সাংসদ তহবিলের টাকায় ওই এলাকায় স্থায়ী ভবন তৈরি হবে। সিদ্ধিশ্বর বলেন, সাংসদ পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। চিঠিও লিখে দিয়েছিন। চিঠি নিয়ে দ্রুত জেলা শাসকের কাছে যাওয়া হবে।

পাকিস্তানে প্রথমবার ভোটে লড়ছেন এই হিন্দু মহিলা! জনেন ?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নতুন বছরের ৮ই ফেব্রুয়ারি। এবার সেই নির্বাচনে মনোনয়ন পেশ করলেন হিন্দু মহিলা সাভেরা প্রকাশ। খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বুনের জেলার পিকে-২৫ কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিা করছেন তিনি। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও হিঃদু মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। স্বাভাবিকভাবেই এখন পাক-রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে সাভেরা। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর দল, পাকিস্তান পিপলস পার্টি (গুগুগু)-র প্রার্থী হয়েছেন তিনি।পেশায় চিকিৎসক সাভেরা প্রকাশ খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বুনের জেলার বাসিন্দা। তাঁর বাবা ওম প্রকাশও অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক এবং পিপিপি-র সক্রিয় সদস্য। সাভেরা ইতিমধ্যে বুনের জেলার পিকে-২৫ কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন পেশ করেছেন। জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী ৩৫ বছর বয়সি এই চিকিৎসক।সাভিরার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নয়। কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ২০২২ সালে আবতাবাদ ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্নাতক

বিদ্যুৎতের খুঁটি বেঁকে গিয়ে বিপত্তি! আসানসোল-হাওড়া মেন লাইনে বিঘ্নিত ট্রেন চলাচল

আসানসোল, ২৬ ডিসেম্বর ঃ ওভারহেড তার-সহ বিদ্যুতের খুঁটি বেঁকে যাওয়ায় আসানসোল-হাওড়া মেন লাইনে ট্রেন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ৭.২০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে। রেল আধিকারিকদের অনুমান, ডাউন লাইন দিয়ে মালগাড়ি যাওয়ার সময় সেটির দরজা খোলা ছিল। আর সেই দরজার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলেই বেঁকে গিয়েছে বিদ্যুতের খুঁটিটি। ৯টার পর খুঁটিটি মেরামত করার কাজ শুরু হলেও ডাউন মেন লাইনে ট্রেন চলাচল এখনও বন্ধ রয়েছে। পাশের লাইন দিয়ে ধীর গতিতে কয়েকটি ট্রেনকে হাওড়ার উদ্দেশে পাঠানো হচ্ছে।মঙ্গলবার সকালে ডাউন লাইন ধরে এগোচ্ছিল বিকানের-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। ওভারহেড তারের লন্ডভন্ড দশা দেখে তড়িঘড়ি ব্রেক কষে ট্রেনটি থামিয়ে দেন ট্রেনের চালক। খবর পৌঁছয় রেল আধিকারিকদের কাছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) কৌশিক মিত্র জানান, আসানসোল পূর্ব কেবিনের কাছে ডাউন মেন লাইনে ওভারহেড তারের খুঁটি কোনও ভাবে বেঁকে গিয়েছিল। সকাল ৭টা ২০ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে।

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শিল্পোদ্যোগে উৎসাহদান

নিজস্বপ্রতিবেদনঃসামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উদ্যোগপতিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একজন উদ্যোগপতি তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্পের মাধ্যমে অর্থনীতিতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, পাশাপাশি চিরাচরিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে তাঁদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়ার মতো বিভিন্ন কর্মসূচীর বিষয়ে প্রচার চালিয়ে মানুষকে এগুলির সুবিধা নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে, সমাজের প্রান্তিক মানুষেরা উপকৃত হবেন। সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হ'ল - সকলকেই এর সুফল দেওয়া। তাই, কৌশলগত ও উদ্ভাবনমূলক বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক ২০১৫ সালে তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষদের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গড়ে তোলে। এই তহবিল থেকে তপশিলি গোষ্ঠীভুক্ত উদ্যোগপতিদের সুবিধাজনক হারে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট জাতিভুক্ত শিল্পপতিরা এই তহবিল থেকে ১০-১৫ কোটি টাকার ঋণ পেতে পারেন। এর জন্য বছরে তাঁদের মাত্র ৪ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলা শিল্পপতি এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের জন্য সুদের হার ৩.৭৫ শতাংশ। এর ফলে, তপশিলি জাতিভুক্ত শিল্পপতিদের বিনিয়োগে সুবিধা হবে। সরকার এই তহবিলের জন্য ৭২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আম্বেদকর সোশ্যাল ইনোভেশন ইনক্যুবিশন মিশন (এএসআইআইএম) সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি হাতিয়ার। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের মতোই ২০২০ সালে এই মিশনের সূচনা হয়েছে। এর মাধ্যমে তপশিলি জাতিভুক্ত যুবক-যুবতীরা তাঁদের উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারেন। মূলত, ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের কথা ভেবেই সরকারের এই উদ্যোগ। একজন উদ্ভাবক এর থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এই কর্মসূচির আওতায় ২০টি রাজ্যে ২০০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত শিল্পোদ্যোগীকে সহায়তার জন্য ৪৮৩ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে, বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের বিকাশ নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি, প্রথম প্রজন্মের তপশিলি জাতিভুক্ত উদ্যোগপতিরা সরকারি প্রকল্প থেকে সহায়তা লাভের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর নাগরিকদের উদ্যোগপতি হওয়ার সম্ভাবনার দিকটি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে তাঁদের জন্য আরেকটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড গঠন করেছে। ১৪৩ কোটি টাকার এই তহবিল থেকে অনগ্রসর শ্রেণীর শিল্পপতিরা ২০ লক্ষ থেকে ১৫ কোটি টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এর মাধ্যমে তাঁরা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগে বিনিয়োগ করতে পারেন। এছাড়াও, বিভিন্ন শিল্প সংস্থার নতুন নতুন প্রকল্পে যুক্ত হতে পারেন। এইভাবে আমরা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এক উদ্যোগের দিকে এগিয়ে চলেছি। ইতোমধ্যেই উপাদন, পরিষেবা এবং কৃষি-ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প সংস্থা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর শিল্পপতিদের ২৯টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তার প্রস্তাবকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অটল বয়ঃঅভ্যুদয় যোজনার আওতায় ২০২১ সালে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সিনিয়র এজিং গ্রোথ ইঞ্জিন বা সেইজ প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে সেইজ ভেঞ্চার ফান্ড গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পে ২১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার একটি তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করা হবে। এই তহবিলের সাহায্যে প্রবীণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য স্টার্টআপ সংস্থাগুলিকে সহায়তা করা হয়।সমাজের প্রান্তিক মানুষদের ক্ষমতায়নে এই প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে, আমাদের অর্থনীতিতে ৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৩ হাজারেরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ৪০০রও বেশি প্রান্তিক মানুষ আজ সফল উদ্যোগপতি, যাঁরা মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। এভাবে ভারতের অর্থনীতি ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক পিছিয়ে পা।। মানুষদের ক্ষমতায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই, মন্ত্রক শিল্প স্থাপনের জন্য এদের উসাহ দিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন তহবিলের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি, এদের জন্য নানাধরনের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এইভাবে সমন্বিত উন্নয়নের ধারণাকে বাস্তবায়িত করে তোলার মধ্য দিয়ে

নতুন ধান চালের উৎসব মেতে ওঠেছে গ্রাম বাংলায়

নিজস্বসংবাদদাতা,বর্ধমান,২৬ডিসেম্বরঃ নতুন ধানের-চালের উৎসব। এই লোক ডৎসব উপলক্ষ্যে সারা অগ্রহায়ণ মাস জুড় মেতে ওঠে বাংলার প্রতিটা প্রান্ত। পশ্চিম বঙ্গে। পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম জেলার গ্রামে গ্রামে একটু বেশি।অগ্রহায়ণ মাসে শুরু থেকেই প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত এই উৎসব হয়। গ্রামের মানুষ পাড়ার মানুষ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে দিন ঠিক হয়। কোনো কোনো গ্রামে নবান্ন উৎসব প্রধান উসব। অন্নপূর্ণা পুজোর সাথে গ্রাম্য দেব দেবী পরিবারের দেবদেবীর পুজো দেওয়া হয় ফল মিষ্টির সাথে নতুন ধানের চাল দিয়ে। পরলোকে পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। পুজোর পরে পরিবারের প্রবীন মানুষ অনান্য সদস্যদের হাতে বা পাতে ঐ প্রসাদ দেওয়া হয়৷ এক সাথে স্নান করে নতুন পোশাক পড়ে পরিবারের সকল সদস্য ফল মিষ্টির সাথে নতুন ধানের চাল ভিজিয়ে বা বেঁটে খাওয়া নবান্ন। ফলে মধ্যে কলা দিয়ে চাঁচি মিষ্টি সহযোগে নতুন চাল খাওয়া নবান্ন বা নবান। নতুন ধানের ভাত পায়েস। ভালো খাবার খাওয়া দাওয়া। গ্রামের সব দেব-দেবী দের নতুন ধানের চাল উৎসর্গ করে নবান্নের প্রসাদ গ্রহন করেন সকল গ্রামবাসী। মেতে ওঠেন দেব-দেবীর পূজা অর্চনায় মহা সমারোহে। বর্ধমানের দেবী সর্বমঙ্গলা নবান্ন পুজো হয়। ভাতেরর এরুয়ারেন্ড সোনারকালী পঞ্চানন মহারুদ্র নাবান্ন পুজো করা হয়। তারাপীঠে তারামা কল্যনেশ্বরী দেবী নবান্ন উৎসব হয় । প্রায় সকল দেবদেবীর নবান্ন পুজো হয় । অনেক গ্রামে দুর্গা কালী পূজার মতো নবান্ন লক্ষী বা অন্নপূর্ণার পুজোয় প্রতিমা-মন্ডপ-আলোকসজ্জা মাইক ডিজে ও বাজনায় এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ আকাশে বাতাসে অনেক গ্রামে গ্রামে।অন্নপূর্ণা, দুর্গা, শিব,রাধাকৃষ্ণ, গণেশ সহ বিভিন্ন রকমের প্রতিমা তৈরি করে পুজো করেছেন পুজো উদ্যোক্তরা। যাত্রা নাটক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয় বিভিন্ন গ্রামে।যদিও আগের থেকে অনেক কমে গেছে এখন। কাটোযার ভাতাড় মঙ্গলকোট আউশগ্রাম গলসি মেমোরী রাযনা খন্ডঘোষ কালনা প্রায় প্রতিটি গ্রামে গ্রামে বীরভূমের প্রতি গ্রামে এবং পশ্চিম বর্ধমানে ও একই চিত্র।সারা বাংলা এই উৎসবে মেতে ওঠে প্রতি বছর। গ্রামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জগদানন্দপুর এরুয়ার মাহাতা ভাটাকুল নুরপুর সুখপুকুরিয়া মানকর বুদবুদ রামনগর রামচন্দ্রপুর রামপুর সাঁকো শ্যামসুন্দর মন্তেশ্বর নাদনঘাট সমুদ্রগড় পূর্বসস্থলী বঙ্গছত্র নানুর চারকল গ্রাম লাভপুর গ্রামবাংলার কাঁকসা বুদবুদ লাউদহ অন্ভাল সহ পূর্ব বর্ধমান পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম জেলার ভ্তপ্রতিটি গ্রামে প্রতিটি পরিবারের এই উসব হয৷ নবান্নের পল্লিগ্রাম একই দৃশ্য দেখা যায় ।বাংলার সবচেয়ে বড় উসব।যেখান প্রায় সকল সংখ্যাগরিষ্ট মানুষ অংশগ্রহণ করে। আনন্দে মেতে ওঠে।নবান্নের সন্ধ্যায় এক প্রকার শপথ নেওযার মতো শিক্ষা দেয় বাড়ীর বড়োরা। একটি পাত্রে নতুন ও পুরনো চালে সাথে কয়েন নিয়ে গিন্নি বা মা ছেলেদের হাতে দিয়ে বলে নয় পুরনো সই , লক্ষ্মী লাভ হই, নুতন বান্ধি পুরনো খাই এই জেনো জন্ম জন্ম করি। পুরনো চাল দাঁতে কাটা হয় ।পরদিন 'বাস নবানন' বা বাসি নবান। এদিন পুজোর থেকে খাওয়া দাওয়া জোর বেশি। নবান্নের দিন বেশীর ভাগ মানুষ নিরামিষ খেলেও পরের দিন কোনো বিধিনিষেধ থাকে না । দুতিন দিন আনন্দে মেতে ওঠে প্রবীন থেকে ছেলে বউ বাচ্ছা। নবান্ন উপলক্ষে আত্মীয় বাড়ী যাওয়া. আসা হয়। বন্ধু কুটুম্বদেরে নিমন্ত্রণ করা ও নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হয়। লোক লৌকিককতা করে ।যতো দিন যাচ্ছে আনন্দে ভাঁটা পড়ছে। আধুনিকতা গ্রাম্য জটিলতা রাজনৈতিক অনৈক্য এবং শারীরিক ও অর্থনৈতিক কারণে আগের থেকে আনন্দ কমে আসছে। এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠান ব্যাস্ততা ভাঁটা কারন মনে করেন অনেকে।মহাধুমধামে সাথে নবান্ন উসব পালন পাড়া ক্লাব এমনকি গ্রাম একে অপরকে টেক্কা দিতে চায় এমন দেখা যায় ।অন্যান্য পূজোয় যেমন হয়।প্যান্ডেল প্রতিমা ভাসান নিয়ে অলিখিত প্রতিযোগীতা চলে নবান্ন উৎসবে। এই অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নের সাথে ইতু পুজো চলে মাস জুড়ে। কার্ত্তিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি পর্যন্ত । সংক্ষেপে প্রতি রবিবার ।ও নবান্নের দিন।শেষ দিন অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি ইতু পুজো হয় । ইতু সূর্য পুজো। ইতু বা মিত্র পুজো সূর্যে একনাম । মিত্র থেকে মিতু ,মিতু থেকে ইতু হয়েছে।চালের আসকে সরউচউকলই বড়া তৈরি ও খাওয়া হয়।ভ্ত নবান্ন নিয়ে রসিকতা মস্করা চালু আছে। ' নগাঁযের নকর্তা বলে গেলো নওই নবান। কিম্বা ল গাঁয়ে.লই লবান।লই লবান লা করলেই লয়।' ইত্যাদি।এই সময.বাজার চাঙ্গা হয়।ফল মিষ্টি সবজি প্রকাশিত বৈষ্ণব স্টাডি সিরিজের অন্যতম পুস্তকর্ন্ড মোহন. অ্যান এনচ্যাঃটিং সাগা'বৈষ্ণব সংক্রান্ত গবেষণা ও সাহিত্য আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবার মণ্ডল ফাউন্ডেশন ও ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে প্রকাশিত হল বৈষ্ণব স্টাডি সিরিজের অন্যতম পুস্তকর্ন্ড মোহন.অ্যান এনচ্যান্টিং সাগা'। যার মূল উদ্দেশ্য হল বৈষ্ণব সংক্রান্ত অতি সাম্প্রতিক ও সুদূরপ্রসারী গবেষণাগুলি তুলে ধরা। ভ্তসম্প্রতি পুরি, বৃন্দাবন ও কলকাতায়ভ্ত১৭২ পৃষ্ঠার এই ইংরেজি বই প্রকাশিত হয়েছে।পুস্তকের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন ভ্তমায়াপুরের গোবর্ধন ইকো ভিলেজের নির্দেশক গৌরাঙ্গ দাস প্রভু। গৌরাঙ্গ দাস প্রভুর সানিধ্যে আসার পরেই এই পুস্তকের লেখক ভ্ত সুশান্ত ভারতী এই বই লেখার অনুপ্রেরনা পান। সুশান্ত ভারতি নিজে একজন ধর্মপ্রাণ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। তিনি

''বীর বাল দিবস'' ভারতীযতা রক্ষার জন্য যে কোনও স্তরে যাওয়ার প্রতীকঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ''বীর বাল দিবস'' ভারতীয়তা রক্ষার জন্য যে কোনও স্তরে যাওয়ার প্রতীক। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, বীর বাল দিবস ভারতীযতার সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্য যে কোনও কিছু করার সংকল্পের প্রতীক। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে. দেয়, সাহসিকতার কোনও বয়স হয় না। মঙ্গলবার নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত বীর বাল দিবস-এর অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সাহেবজাদাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের বীরত্বগাথা শোনেন মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই বছর আমেরিকা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং গ্রীস 'বীর বাল দিবস' সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, এখন যখন আমরা নিজেদের ঐতিহ্য নিয়ে.গর্বিত, বিশ্ব আমাদের অন্যভাবে দেখতে শুরু করেছে...বর্তমান ভারতের নিজস্ব মানুষ, সম্ভাবনা এবং অনুপ্রেরণা মধ্যে আত্মবিশ্বাস রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আমাদের এক সেকেন্ডের জন্যও অপচয় অথবা থামতে হবে না। গুরুরা আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন...দেশের গৌরব ও গৌরবের জন্য আমাদের বাঁচতে হবে। দেশের উন্নতির জন্য আমাদের বাঁচতে হবে। প্রধানমন্ত্রী এদিন জোর দিয়ে বলেছেন, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়া মানে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, উন্নত শিক্ষা, আরও সুযোগ এবং আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ! এর অর্থ জীবনের মান এবং পণ্যের মানও! ২০৪৭ সালের উন্নত ভারত কেমন হবে? সেই বড় ক্যানভাসে ভরতের এই ছবি আঁকতে আমাদের যুবসমাজকেই এগিয়ে.নিয়ে যেতে হবে। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী ''বীর বাল দিবস''-এর এই অনুষ্ঠান থেকে যুবকদের মার্চ-পাস্টের সূচনা করেন।

মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ২৬ ডিসেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিরবাজ সিং চৌহানের সঙ্গে সাক্ষা করলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মঙ্গলবার সকালে তাদের দুজনের মধ্যে সৌজন্য সাক্ষা হয়। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের পর মঙ্গলবার সকালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে শিবরাজের বাসভবনে উপস্থিত হন। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এদিন শিবরাজের বাসভবন ৬, শ্যামলা পাহাড়ে গেলে শিবরাজ তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে.স্বাগত জানান।এই সাক্ষাতের পর মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে একটি সৌজন্য সাক্ষা হয৷ এই সাক্ষা-এ তাঁদের মধ্যে রাজ্যের অগ্রগতি এবং জনকল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে.একটি অর্থপূর্ণ আলোচনা হয়। মন্ত্রীদের দফতর বণ্টন ও মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে এদিনের বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অনুমান, মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিসভার বিভাগ বরাদ্দের আগে শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে এনিয়ে আলোচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।

মধ্যপ্রদেশে ট্রাকের ধাক্কায় গাড়ি উল্টে মৃত চার, আহত ২

গুনা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলায.ট্রাকের ধাক্কায় গাড়ি উল্টে একই পরিবারের চারজন সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় ওই পরিবারের একজন সদস্য-সহ দু'জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ৭ টা নাগাদ জেলা সদর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে গুনা বাইপাসে দুর্ঘটনাটি ঘটে।একটি পরিবারের ৬ জন সদস্য সারাংপুর (রাজগড় জেলার) থেকে লাহার (ভিন্দ জেলার) যাওয়ার সময.দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে। দু'জন মহিলাসহ মোট চারজনের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মঙ্গলবার সকালে কুয়াশার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

উত্তরপ্রদেশের জালাউন জেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে সব স্কুল ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ

জালাউন, ২৬ ডিসেম্বর ঃ উত্তরপ্রদেশের জালাউন জেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে সব স্কুল ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিধান্ত নেওয়া হয়েছে। ক্রমবর্ধমান শৈত্যপ্রবাহের কারণে জালাউনের প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছেন। ২৬ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সব স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যদিও শিক্ষকদের স্কুলে আসতে হবে।সোমবার গভীর রাতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক চন্দ্র প্রকাশ এসংক্রান্ত একটি চিঠি জারি করেছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, জালাউন জেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে সমস্ত মৌলিক শিক্ষা পরিষদ, প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, কম্পোজিট স্কুল, রাজ্য, সরকারী, সাহায্যপ্রাপ্ত সমস্ত বিদ্যালয়গুলি এরমধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জেলার স্বীকৃত স্কুল, বেসরকারি, সিবিএসই, আইসিএসই এবং নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অন্যান্য সমস্ত বোর্ডের স্কুলগুলিতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পড়ুয়াদের ছুটি থাকবে।

ক্রিসমাসের ডিনার করে অসুস্থ ৭০০ বিমানকর্মী

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ফ্রান্সের বিমান নির্মাতা এয়ারবাস আটলান্টিক বড়দিন উপলক্ষে বিশেষ নৈশভোজের আয়োজন করেছিল। পশ্চিম ফ্রান্সের লোয়ির-আটলান্টিক অঞ্চলের মন্টেইর-ডি-ব্রেটাগনেতে সংস্থার রেস্টুরেন্টেই নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। সেই নৈশভোজে সামিল হন ২৬০০ কর্মী। কিন্তু, নৈশভোজ খাওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন বহু কর্মী। সকলের একই উপসর্গ, বমি ও ডায়ারিয়া। ঘটনাটি গত ১৪ ডিসেম্বর ঘটলেও প্রকাশ্যে এসেছে বড়দিন-এ। সংস্থার ৭০০-র বেশি কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে খবর।ভ্তভ্তসংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, গত ১৪ ডিসেম্বর এয়ারবাস আটলান্টিকের নৈশভোজে এলাহি খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। যার মধ্যে গলদা চিংড়ি, গোমাংস থেকে আইসক্রিম, হ্যাজেলনাট-চকোলেট মাউসের মতো মিষ্টিও ছিল। এই খাবার খাওয়ার ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই শয়ে শয়ে কর্মী বমি করতে শুরু করেন এবং ডায়ারিয়ার উপসর্গ দেখা দেয়। সংস্থার তরফে আয়োজিত বড়দিনের নৈশভোজে খাবার খাওয়ার পরই এয়ারবাস আটলাঃটিকের বহু কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে স্বীকার করে নিয়েছেন সংস্থার মুখপাত্র। তবে কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়নি বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।ভ্তভ্তএয়ারবাস আটলান্টিকের একসঙ্গে ৭০০-র বেশি কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায় নড়েচড়ে বসে ফ্রান্সের স্বাস্থ্য সংস্থা, । খাবারে বিষক্রিয়া নাকি গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস ভাইরাসের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে প্রসঙ্গত, বিশ্বের বৃহত্তম বিমান নির্মাতা হল এয়ারবাস আটলান্টিক। ৫ দেশের মোট ১৫ হাজার কর্মী এই সংস্থায় নিযুক্ত রয়েছেন। সংস্থার তরফে প্রতি বছরই বড়দিন উপলক্ষে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। অন্যান্য বারের মতো এবারে সংস্থার ক্যান্টিনে খাবার তৈরি হয়েছিল।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৭ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার, ১০পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৭ডিসেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৎনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১০পৌষ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ১০পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১০পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না।
বৃষভ রাশিঃকথা বলবার আগে দুবার ভাবুন। আপনার মতামতগুলি অজান্তেই কারোর অনুভূতিকে আহত করতে পারে।
মিথুন রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপিত বিনিয়োগ স্কিমগুলিকে
কর্কট রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপিত বিনিযগে স্কিমগুলিকে নিয়ে দুইবার ভাবা উচিত।
সিংহরাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং সুখ।
কন্যারাশিঃসৃজনশীল কাজও আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য
তুলা রাশিঃমানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলুন। আপনাকে আমাদের পরামর্শ হল অ্যালকোহল এবং সিগারেটের জন্য অর্থ ব্যয়.করা এড়ানো।
বৃশ্চিক রাশিঃজীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে. কোনও মামলায.জড়িত থাকলে
ধনু রাশিঃ একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আপনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না,
মকর রাশিঃখেলাধূলা এবং বহিরাঙ্গণ কাজকর্মে অংশগ্রহণ আপনাকে শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করবে। আজও কাউকে অর্থ ঋণ
কুম্ভ রাশিঃআয়েস করার জন্য ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের সাথে কিছু সময় কাটান। যারা এখন অবধি অহেতুক তাদের অর্থ উড়িয়ে. দিয়েছিল তাদের আজকের কাজটি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত৷ **মীন রাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনার বাড়াবাড়ি জীবনযাপন এবং ব্যয়ের কারণে

বেপরোয়া গতির বলি হেলমেটহীন বাইক আরোহী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ পুলিশি নজরদারি সত্ত্বেও বিনা হেলমেটে বাইক চালিয়ে প্রাণ গেল যুবকের। রাতের শহরে এসপ্লানেডে ডোরিনা ক্রসিংয়ের রেলিংয়ে ধাক্কা মেরে মৃত্যু হয় হাওড়ার যুবকের। সোমবার রাতে কলকাতার ডোরিনা ক্রসিংয়ের গার্ড রেলে ধাক্কা মারেন এক বাইক আরোহী। হাওড়ার বাসিন্দা মৃত যুবকের নাম তপন পাল। জানা গিয়েছে, হেলমেট ছাড়াই বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি। ধাক্কা মারার পরই ঘটনাস্থলে প্রাণ যায় ওই যুবকের।

জানুয়ারি মাসে ১৬ দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ নতুন বছর শুরু হতে আর মাত্র কটা দিনের অপেক্ষা। নতুন বছরে আরবিআই ব্যাঙ্কের ছুটির তালিকা আপডেট করেছে। বছরের প্রথম মাসে, জানুয়ারিতে মোট ১৬ দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ফলে যাদের ব্যাঙ্কে যেতে হবে তারা অবশ্যই একবার ব্যাঙ্কের এই ছুটির তালিকা দেখে নিন। চেক করতে হবে। যাইহোক, ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের জন্য এটি জানা গুরুত্বপূর্ণ যে যে দিনগুলিতে ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকবে, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই এবং ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মতো ডিজিটাল পরিষেবাগুলি কোনও বাধা ছাড়াই চলতে থাকবে। জানুয়ারি মাসে সাধারণত ৪টি রবিবার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার-সহ মোট ৬টি রয়েছে। এছাড়া প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ২৬ জানুয়ারি বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্কগুলি। মকর সংক্রান্তি ১৪ জানুয়ারি ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। এগুলি জাতীয় ছুটি। এছাড়া অনেক রাজ্যে কিছু উৎসব রাষ্ট্রীয় নির্দিষ্ট। ওই দিনগুলি ওই রাজ্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। আরবিআই ব্যাঙ্ক ছুটির দিনগুলিকে তিনটি বিভাগে ভাগ করেছে। যার মধ্যে রয়েছে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের অধীনে ছুটি, রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট হলিডে এবং ব্যাঙ্ক ক্লোজিং অ্যাকাউন্ট। নতুন বছরের প্রথম মাসে এই দিন গুলিতে ছুটি থাকতে চলেছে- ১) নতুন বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি বন্ধ থাকবে

ব্যাঙ্কগুলি। ২)নববর্ষ উপলক্ষে ২ জানুয়ারিও ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ৩) ৭ জানুয়ারি রবিবার সারাদেশে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ৪) ১১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার মিজোরামে মিশনারি ডে পালিত হবে। ৫) ১৩ জানুয়ারি দ্বিতীয় শনিবার সারাদেশে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ৬) আগামী ১৪ জানুয়ারি রবিবার সারাদেশে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ৭) ১৫ জানুয়ারি, সোমবার মকর সংক্রান্তি উৎসব পোঙ্গলমাঘ বিহু উপলক্ষে বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, গ্যাংটক, গুয়াহাটি, হায়দরাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলঙ্গানায় ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকবে। ৮) তিরুভাল্লুভার দিবস উপলক্ষে ১৬ জানুয়ারি, মঙ্গলবার চেন্নাইয়ে ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকবে। ৯) উঝাভার থিরুনাল উপলক্ষে ১৭ জানুয়ারি বুধবার চেন্নাইয়ে ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকবে। ১০) ২১ জানুয়ারি রবিবার সারাদেশে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ১১) ২২ জানুয়ারি, সোমবার ইমইনু ইরাতপা উপলক্ষে ইম্ফলে ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকবে। ১২) গান এবং নাচ উপলক্ষে ২৩ জানুয়ারি, মঙ্গলবার ইম্ফলে ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকবে। ১৩) মহম্মদ হজরত আলির জন্মদিন উপলক্ষে ২৫ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার চেন্নাই, কানপুর এবং লখনউয়ে ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ থাকবে। ১৪) প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ২৬ জানুয়ারি, শুক্রবার সারাদেশে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ১৫) ২৭ জানুয়ারি দ্বিতীয় শনিবার সারাদেশে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। ১৬) ২৮ জানুয়ারি, রবিবার সারাদেশে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। উপরিউক্ত দিনগুলিতে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকলেও এটিএম পরিষেবা ও ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবা অব্যাহত থাকবে।

শহরে পরীক্ষামূলক ভাবে চালু হচ্ছে সরকারি বাইক অ্যাপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ খুব শীঘ্রই রাজ্য পরিবহণ দফতর কম খরচে সরকারি বাইক অ্যাপ পরিষেবা চালু করতে চলেছে। কয়েক মাস আগেই 'যাত্রী সাথী' অ্যাপ চালু করে সরকারি অ্যাপ ক্যাব ট্যাক্সি পরিষেবা শুরু করেছে দফতর। তার পরেই বাইক অ্যাপ চালু করার বিষয়ে উদ্যোগ শুরু হয়েছে দফতরের কর্তাদের মধ্যে। পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, তিন কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব গেলে তবেই এই অ্যাপে বাইক বুকিং করা যাবে। প্রথমে শহর কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরীক্ষামূলক ভাবে এই পরিষেবা শুরু করবে রাজ্য। তার পর ধীরে ধীরে প্রকল্পে সাফল্য এলে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও সরকারি বাইক অ্যাপ পরিষেবা চালু করা হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে এই পরিষেবা চালু হবে কলকাতা, হাওড়া, শিয়ালদহ স্টেশন এবং দমদম বিমানবন্দর এলাকায়। যে হেতু এই সমস্ত এলাকায় যাত্রীসংখ্যা বেশি থাকে, তাই পরীক্ষামূলক ভাবে অ্যাপ পরিষেবা চালু করতে এই এলাকাগুলোকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দফতরের এক কর্তার কথায়, বেসরকারি অ্যাপ ক্যাব তো বটেই, বেসরকারি বাইক অ্যাপ নিয়েও অভিযোগের অন্ত নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট ভাড়ার থেকে বেশি ভাড়া চান চালকরা। আবার বুকিং করেও বহু সময় বাইকের দেখা মেলে না। ফলে হয়রানির শিকার হতে হয় যাত্রী সাধারণকে। পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলির কাছে এই সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে কোনও সুরাহা মেলে না। এমন সব অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর নিজস্ব অ্যাপ বাইক পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত

নেয় পরিবহণ দফতর। রাজ্য সরকারের তরফে সরা করা এই উদ্যোগে অনেক কম টাকায় অ্যাপ বাইক পাবেন যাত্রীরা। সঙ্গে ঠিক করা হয়েছে, যদি কোনও বাইকের চালক পর পর তিনটি বুকিং বাতিল করেন, তা হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। এই বাইকের ন্যূনতম ভাড়া কুড়ি টাকা করার ভাবনাচিন্তা চলছে পরিবহণ দফতরে।তবে নতুন এই পরিষেবার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা দ্বিধাও রয়েছে পরিবহণ দফতরের কর্তাদের মনে। একাংশ মনে করছেন, রাজ্য পরিবহণ দফতরের তৈরি ' সাথী' অ্যাপের সঙ্গেই নতুন এই বাইক পরিষেবাকে যুক্ত করে দেওয়া হোক। তা হলে ' এক ঢিলে দুই পাখি মারা' যাবে। কারণ, বেসরকারি অ্যাপ ক্যাব সংস্থাগুলির একটি অ্যাপ দিয়েই গাড়ি এবং বাইক- দুই-ই বুকিং করার সুবিধা পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে পৃথক অ্যাপে বাইক এবং গাড়ি বুকিংয়ের ব্যবস্থা হলে, তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে যাত্রীদের মধ্যে। তাই তাঁদের মতে, নতুন কোনও অ্যাপের বদলে 'যাত্রী সাথী' অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হোক নতুন বাইক পরিষেবা। আর অন্য অংশের মতে, নতুন একটি অ্যাপ করে তাতে বাইক পরিষেবার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করা হোক। তাতে যাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তি কম থাকবে, পৃথক অ্যাপে ঢুকে তাঁরা নিজেরাই পছন্দমতো যান বুকিং করে নিতে পারবেন। পরিবহণ দফতর চাইছে নতুন বছরেই এই অ্যাপ বাইক পরিষেবা শুরু করে দিতে। কারণ, যাত্রীদের কাছে বিকল্প সুবিধা পৌঁছে দিয়ে বেসরকারি অ্যাপ বাইক সংস্থাগুলিকেও কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে চায় পরিবহণ দফতর।

গড়ভবানীপুরের ঐতিহ্যবাহী ১১ তম বর্ষের রাযবাঘিনী রাণী ভবশঙ্করী মেলার শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী অরূপ রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা, জগবল্লভপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সীতানাথ ঘোষ, জেলা পরিষদের দুই কর্মাধ্যক্ষ সুলেখা পাঁজা মানস বসু, উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক মানস কুমার মন্ডল, উদয়নারায়ণপুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভ্র চ্যাটার্জী , উদয়নারায়ণপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্যাণ গায়েন, সহ সভাপতি লক্ষীকান্ত দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববর্গরা। তথ্য ও ছবি- বাপ্পাদিত্য ঘোষাল

সামনেই তো পৌষ সংক্রান্তি, এই দিনের মাহাত্ম্য ও সঠিক দিনক্ষন জেনে নিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ পৌষের শেষ দিনটি পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তি বলা হয়। মকর সংক্রান্তি মূলত জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি ক্ষণ। 'মকরসংক্রান্তি' শব্দটির মাধ্যমে নিজ কক্ষপথ থেকে সূর্যের মকর রাশিতে প্রবেশকে বোঝানো হয়ে থাকে।

জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী 'সংক্রান্তি' একটি সংস্কৃত শব্দ, এর দ্বারা সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ করাকে বোঝানো হয়ে থাকে। ১২টি রাশি অনুযায়ী এ রকম সর্বমোট ১২টি সংক্রান্তি রয়েছে।আবার অন্য ব্যাখ্যা অনুযায়ী নতুন ফসলের উৎসব। এ ছাড়াও মকরসংক্রান্তিকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'উত্তরায়ণের সূচনা' হিসেবেও মানা হয়।

সারা দেশ জুড়ে মকর সংক্রান্তি উসব পালিত হয়। পুণ্যস্নান এই উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ। পুণ্যার্থীরা সমুদ্রে, গঙ্গায় বা অন্য কোনও নদীতে স্নান করে পুণ্য অর্জন করেন। নতুন ফসল ওঠার সুচনায় যে হেতু এই উৎসব পালিত হয়, সে হেতু ভারতের অনেক জায়গায় এই উসবের সঙ্গে লক্ষীর আরাধনা করা হয়।

ভারতের বাইরেও হিন্দুরা এই দিনটি উদযাপন করে। যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে সেখানেই মকর সংক্রান্তি পালিত হয়। বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে এই উসব আয়োজনের চল আছে। তবে দেশ ভেদে এই উৎসবকে নানা নামে ডাকা হয়। নেপালে এই দিনটি মাঘে সংক্রান্তি নামে সুপরিচিত। আবার থাইল্যান্ডে এর নাম সংক্রান এবং কম্বোডিয়ায় এর নাম মহাসংক্রান।

হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, বাংলা ১৪৩০ সনের মকর সংক্রান্তি পড়েছে আগামী ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪। বাংলা ক্যালেন্ডারে সেদিনই পৌষের শেষ দিন।মকর সংক্রান্তিতে পুণ্যসময় হল সকাল ৭.১৪ থেকে দুপুর ১২.৩৬ পর্যন্ত। পুণ্য সময় সকাল ৭.১৪ থেকে ৯.০২ পর্যন্ত। সংক্রান্তি মুহূর্ত হল ১৫ জানুয়ারি রাত ২.৪৫ মিনিটে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় ৭০ তম পুষ্প প্রদর্শনীর শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বিধায়ক অশোক দেব বিধায়ক' জুন মালিয়া' বিধানসভার আধিকারিক শ্রী অরবিন্দ পঞ্চায়েত স্বস্তিকা আচার্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ছবি সুবল সাহা।

উত্তর দমদম পুরসভার উদ্যোগে ব্যবহৃত ফুল দিয়ে তৈরী হবে ধূপ, আবির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ এত দিন দেখা যেত গৃহস্থের বাড়িতে ব্যবহৃত ফুল-মালা ফেলা হচ্ছে যত্রতত্র। কিন্তু ছবিটা বদলে গিয়েছে উত্তর দমদম পুরসভা এলাকায়। সেখানে প্রতিটি বাড়ি থেকে ফুল সংগ্রহ করা হচ্ছে। এ বার সংগৃহীত সেই ফুল থেকে ধূপকাঠি, আবির ও সার তৈরির কাজ করতে চলেছে উত্তর দমদম পুরসভা।এমন পরিকল্পনার কথা আগেই জানানো হয়েছিল। এ বার তা কার্যকর করতে চলেছেন পুর কর্তৃপক্ষ। তার জন্য জমিও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গত শুক্রবার এ বিষয়ে একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ' স্বাক্ষরিত হয়েছে পুর কর্তৃপক্ষের। পুরসভাকে সাহায্য করবে ওই সংস্থা। পুরসভা সূত্রের খবর, পুর এলাকা যতটা সম্ভব আবর্জনামুক্ত রাখতে নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ এবং কঠিন ও পচনশীল বর্জ্য পৃথকীকরণের কাজে জোর দেওয়া হয়েছিল আগেই। সেই কাজে নেমে দেখা যায়, বিভিন্ন বাড়ি থেকে প্লাস্টিকে মুড়ে যত্রতত্র ফেলে দেওয়া হচ্ছে ব্যবহৃত ফুল। বিষয়টি জানতে পেরে পুর কর্তৃপক্ষ ঠিক করেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে আলাদা ভাবে ফুল সংগ্রহ করা হবে।পরে সেই ফুল থেকে ধূপকাঠি, আবির এবং সার তৈরির চিন্তাভাবনা শুরু হয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের সেই কাজে নিয়োগের পরিকল্পনাও করা হয়, যাতে তাঁদের বাড়িতে আয়ের একটা রাস্তা খুলে যায়।প্রসঙ্গত, পুজোর ফুল অনেকেই আবর্জনার সঙ্গে ফেলতে চান না। তাই আলাদা ভাবে যেখানে-সেখানে ফেলে দেওয়া হত। পুরসভা ফুল সংগ্রহে উদ্যোগী হওয়ায় এখন সেই প্রবণতা কমেছে। কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ হয়নি।পুরসভার এক আধিকারিক জানান, রোজ গড়ে দেড় টনের মতো ফুল সংগ্রহ হচ্ছে। সেই ফুলের পাপড়ি থেকে ধূপকাঠি, আবির এবং সবুজ অংশ থেকে সার তৈরির কাজ শুরু হলে পুর আয়ও বাড়বে। পুর চেয়ারম্যান বিধান বিশ্বাস জানান, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের এই প্রকল্পের কাজে নিয়োগ করা হবে।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় এক সমাবেশে কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিঁধলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি

ঋষ্যমুখ, ২৬ ডিসেম্বর ঃ বর্তমান কংগ্রেসকে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের অবস্থান কি? এই প্রশ্ন তুলে, নাম না করে বাক্যবানে কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিঁধলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের নলুয়া বাজারে আয়োজিত হয় নলুয়া শহীদ স্মরণ সমাবেশ। বিজেপির ঋষ্যমুখ মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই স্মরণ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজীব ভট্টাচার্য প্রশ্ন তুলে বলেন ২৫ বছর কংগ্রেসকে দেখেছি সিপিএমকে পেছন দিক থেকে সহযোগিতা করতে। যখন সহযোগিতা বন্ধ হয়ে গেল এবার চলে গেল তৃণমূল । তৃণমূলে যাওয়ার পর দেখলো যে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে, আবার কংগ্রেস হয়ে গেল। কয়েকদিন কংগ্রেসের দোকানদারি করার পর আবার বিজিপিতে যোগদান। এই বিজেপি দলে এসে দেখল যে এখানে তো ব্যবসা-বাণিজ্য রোজগার পাতি সব বন্ধ হয়ে গেছে, তখন নাভিশ্বাস উঠে গেছে। আবার কংগ্রেসে। ২০২৩ সালে নিলর্জ্জের মত সিপিএমের সাথে আঁতাত করেছে বিজেপিকে রুখতে। কি স্লোগান দিয়েছিল সেইদিন। বিজেপিকে সিঙ্গেল ডিজিট বানিয়ে দেব। আরে আপনাদের বানাতে হবে না। উল্টো আপনাদের সিঙ্গেল ডিজিট বানিয়ে দিয়ে বাড়িতে বসিয়ে দিয়েছে। এখন খালি কীর্তন করে হরে কৃষ্ণ হরে রাম- রাত পোহালে ভাতের কাম। এই ভাবে একপ্রকার বাক্যবানে জর্জরিত করে ঋষ্যমুখ বিধানসভা বাসীকে সতর্ক করে দিলেন কংগ্রেস কমিউনিস্ট থেকে দূরে থাকার জন্য। এ দিনের আয়োজিত নলুয়া শহীদ স্মরণ সমাবেশে নয়জন শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বিজেপির দলের প্রদেশ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে দক্ষিণ জেলার বিজেপি নেতৃত্ব ও মন্ডলের নেতৃত্বরা। শহীদ স্মরণ সমাবেশের স্থল ছিল ছিল পরিপূর্ণ। এই দিনের শহীদ স্মরণ সমাবেশে বিজেপি প্রদেশ কমিটির সভাপতি ছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, দক্ষিণ জেলা বিজেপির সভাপতি শংকর রায়, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি অশেষ বৈদ্য , বর্তমান মন্ডল সভাপতি সুশঙ্কর ভৌমিক, বিজেপি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দ্বীপায়ন চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

২০২৩ ফিরে দেখা, ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ ২০২৩-এ ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে প্রাপ্তির ঝুলিটা নেহাত কম ভারি ছিল না। এর মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হল চারটি বিষয়কে। ১) চন্দ্রযান-৩- এ বছরও মহাকাশের বিশ্বে ভারতের সাফল্য প্রশ্নাতীত। চন্দ্রযান-৩-এর মাধ্যমে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যা করেছেন, আজ পর্যন্ত বিশ্বের কেউ করতে পারেননি। চন্দ্রযান-৩ এর মাধ্যমে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণকারী প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে ভারত। দীর্ঘদিন ধরেই চাঁদ নিয়ে গবেষণা হলেও, তার দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারেনি। ইতিহাসে প্রথম দেশ হিসাবে চাঁদের কঠিনতম অঞ্চল দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। সফলভাবে চাঁদের মাটিতে কাজ করেছে ইসরোর তৈরি ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞান। চাঁদের মাটিতে পড়েছে তেরঙ্গার ছাপ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁদ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছে ভারতের চন্দ্রযান। এই অভিযানের ফলে মহাকাশবিজ্ঞানের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়েছে ভারতের নাম। চলতি বছরে ভারতের সাফল্যের অন্যতম বড় ঘটনা ছিল চন্দ্রযান-৩-এর চাঁদের মাটি ছোঁয়া। বিক্রমের অবতরণে নতুন ইতিহাস গড়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ' এই মহাকাণ্ডে দেশের একঝাঁক প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে নেতৃত্ব দেন মহাকাশ বিজ্ঞানী এস সোমনাথ। ২) আদিত্য-এল১-এর সাফল্যের মাধ্যমে, ভারত আবারও বিশ্বকে তার শক্তি উপলব্ধি করিয়েছে। আদিত্য এল-১ এর উদ্দেশ্য হল সূর্যের চারপাশের বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা করা।আদিত্য-এল১ এক পরিকল্পিত করোনাগ্রাফি- মহাকাশযান যা সূর্যের বায়ুমণ্ডলকে পর্যবেক্ষণ করবে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) সহ বিভিন্ন ভারতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর নকশা ও নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত। একে সূর্য-পৃথিবী এল ১ বিন্দুর চারিদিকে এক বলয় কক্ষপথে স্থাপিত করা হবে। সেখানে এটি সূর্যের বায়ুমণ্ডল, সৌরঝড়, এবং পৃথিবীর পরিবেশে এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করবে। আদিত্য-এল১ সূর্য পর্যবেক্ষণের জন্য ভারতের প্রথম মহাকাশ অভিযান, এবং ২৬ আগস্ট ২০২৩-এ এই মহাকাশযানকে মেরু উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যানে (পিএসএলভি) করে উৎক্ষেপণ করা হয়। ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ জানিয়েছেন, আগামী বছর ৬ জানুয়ারি সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান-১ পয়েন্টে পৌঁছে যাবে সৌরযান আদিত্য-এল১। সূর্যের এই পয়েন্ট বা কেন্দ্রটি পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে। এই কেন্দ্র থেকে সূর্যের কক্ষপথে ঘুরবে আদিত্য। আর সেখান থেকেই সে সূর্যের উপর গবেষণা চালাবে এবং সেই তথ্য ইসরোর হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে দেবে। সূর্যের ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান-১ বা এল১ কক্ষপথ থেকে তার উপর গবেষণা চালানোর জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র প্রথম মহাকাশযান পাঠিয়েছিল। ইসরো চেয়ারম্যান বলেন, ' সৌরযানটি এল১ কক্ষপথে প্রবেশ করবে, তখন আমরা আবারও সেটির ইঞ্জিন চালু করব । যাতে আদিত্য-এল১ আর এগিয়ে যেতে না পারে । আদিত্য-এল১ নির্ধারিত কক্ষপথে পৌঁছানোর পর সূর্যকে প্রদক্ষিণ শুরু করবে। আমরা এল১ কক্ষপথেই মহাকাশযানটিকে আটকে দেব।''তিনি জানিয়েছেন, ' সৌরযানটিকে এল১ পয়েন্টে স্থাপন করার পর, আগামী ৫ বছর সেটি ওই কক্ষপথেই থাকবে। এল১ কক্ষপথে ঘুরে সূর্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। ওই তথ্য শুধু ভারত নয়, পুরো বিশ্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যগুলির মাধ্যমে আমরা সূর্যের গঠনতন্ত্র এবং আমাদের জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে জানা যাবে।'' সেই সঙ্গে গত কয়েক বছরে যে ভাবে ভারত প্রযুক্তি ও মহাকাশ বিজ্ঞানে এগিয়ে চলেছে, তার প্রশংসাও করেন ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। ৩) কোয়ান্টাম মিশন-কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

২০২৩-২৪ থেকে ২০৩০-৩১ পর্যন্ত ৬০০৩.৬৫ কোটি টাকা (৭৩০,২৯৭,০০০) খরচ সহ জাতীয় কোয়ান্টাম মিশন অনুমোদন করেছে। কোয়ান্টাম টেকনোলজির নেতৃত্বাধীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য এবং এই অঞ্চলে ভারতকে একটি নেতৃস্থানীয় জাতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে মিশনের লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন বৃদ্ধি করা।

৪) ভারতেই তৈরি হবে যুদ্ধবিমান তেজস- প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চলতি বছরে ঐতিহাসিক সাফল্য ভারতের। বহুদিন ধরেই আমেরিকা থেকে তেজস যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন তৈরির প্রযুক্তি চেয়েছিল ভারত। জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরেই স্বাক্ষরিত হয় প্রযুক্তি হস্তান্তরের চুক্তি। এতদিন পর্যন্ত ফাইটার জেট তেজসের বাকি অংশ ভারত তৈরি করলেও ইঞ্জিন তৈরি হত আমেরিকায়। কিন্তু মার্কিন সংস্থা জেনারেল ইলেকট্রিক ও হিঃদুস্তান এয়ারোনটিক্স লিমিটেডের মধ্যে চুক্তির পর থেকে ইঞ্জিন-সহ গোটা যুদ্ধবিমানই তৈরি হচ্ছে ভারতে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তেজস বিমানে চাপেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও।

পরিবেশ সচেতনতার বার্তা পরিবেশ প্রেমীদের

বাপ্পাদিত্য ঘোষাল, ২৬ ডিসেম্বর ঃ কালিকাপাতারি নৃত্যের মধ্য দিয়ে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা পরিবেশ প্রেমীদের। পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে রবিবার উলুবে।য়িা থানার মাধবপুরে মাধবপুর পরিবেশ চেতনা সমিতির উদ্যোগে পরিবেশ সচেতনতা হাটের সূচনা করা হয়। দামোদর নদের তীরে এই হাটে উপস্থিত হয়েছিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। ওঁরা কেউ শিল্পী, কেউ পরিবেশবিদ, কেউ বা নিছকই ভালোবেসে এগিয়ে এসেছেন। পরিবেশ বাঁচাতে ওরা সকলে এক সঙ্গে কাজ করছেন। উদ্দেশ্য, পরিবেশ দূষণ রুখতে মানুষকে সচেতন করা। পরিবেশ নিয়ে কাজ করাই তাঁর নেশা, তিনি অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা জয়িতা কুন্ডু । এদিন পরিবেশ নিয়ে শুধু আলোচনা নয়, নাচে, গানেও আসর জমে উঠেছিল।তরুণ প্রজন্মকে টানতেই এই অভিনব উদ্যোগ। প্লাস্টিক নয়, বরং পরিবেশবান্ধব নানা উপকরণ দিয়েই ওঁরা তৈরী করেছেন নানা জিনিস। অনুষ্ঠানে সে সব কেনাবেচার ব্যবস্থাও ছিল।পরিবেশ রক্ষার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সকলেই। বিপুল সাড়া পেয়ে খুশি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারাও।

এটিএমের সিসিটিভির ফুটেজ দেখে উত্তর প্রদেশের এক যুবককে চুঁচুড়ায় আটক করল পুলিশ

বনস্পতি দে, হুগলি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ এটিএমে ১৪ বার সন্দেহজনক লেনদেন। সিসিটিভির ফুটেজ দেখে উত্তর প্রদেশের এক যুবককে আটক করল পুলিশ। হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের দু'টি এটিএমে দু'দিনে ১৪ বার সন্দেহজনক লেনদেন হয় বলে অভিযোগ। এদিকে সোমবার পুলিশ এসে এটিএমের ভিতর সন্দেহভাজন একজনকে দেখতে পায়। তাঁকেই পাকড়াও করা হয়। চুঁচুড়া থানার তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, অভিযুক্ত সোনু কুমারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হবে বুধবার। চুঁচুড়ার চকবাজারের হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ। সোমবার তা বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার সকালে ব্যাঙ্ক খোলে। এদিকে এই ব্যাঙ্কের পাশেই রয়েছে একটি এটিএম। ব্যাঙ্ক কর্মী অলোক পাল ব্যাঙ্কের সিসিক্যামেরায় দেখেন, এক যুবক এটিএমের ভিতরে আছেন। সন্দেহজনক আচরণ তাঁর। বিষয়টি ব্যাঙ্কের অন্য কর্মীদের জানান। এরপরই নিরাপত্তারক্ষীরা এসে ওই যুবককে ধরে ফেলেন। চুঁচুড়া থানায জানানো হয়। এরপরই পুলিশ গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এক ব্যাঙ্ক কর্মীর অভিযোগ, তাঁদের এটিএম যে এজেন্সির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ, তারা জানায়, দু'দিনে ১৪ বার সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে দু'টি এটিএম থেকে। একটি চকবাজারে, আরেকটি ফুলপুকুর শাখায়। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের বক্তব্য, দু'দিনে লক্ষাধিক টাকার সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে। মঙ্গলবার একজন সন্দেহভাজনকে হাতেনাতে ধরে পুলিশে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ দেখুক রহস্য কী! অভিযুক্ত যুবক জানিয়েছেন, তাঁর নাম সোনু কুমার। তিনি জানান, চুঁচুড়ায় এসেছিলেন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বোনের কার্ড নিয়ে এদিন টাকা তুলতে গিয়েছিলেন এটিএমে। তবে সোনুর বক্তব্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি থাকায় পুলিশ তাঁকে থানায় নিয়ে যায়।

আগুনে ভস্মীভূত হয়ে হয়ে গেলো গোটা আস্ত একটি বাড়ি

মতিহার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৬ ডিসেম্বর ঃ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে হয়ে গেলো গোটা আস্ত একটি বাড়ি। ঘটনার জেরে মঙ্গলবার দুপুর থেকেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। জানা যায় উলুবেড়িয়া পৌরসভার ফতেপুরে একটি বাড়িতে মঙ্গলবার বেলা ১২ টা ১৫ নাগাদ হঠাই আগুন লাগে। প্রথমে আগুন দেখতে পায় স্থানীয়রা। স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে এবং আগুন লাগার খবর দেওয়া হয় দমকল ও উলুবেড়িয়া থানায়,খবর পেয়ে ঘটনস্থলে পৌঁছায় উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ ও দমকলের দুইটি ইঞ্জিন। দমকল বাহিনীর প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রণে আসে ওই আগুন। স্থানীয় সুত্রে জানা যায় বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। জানা যায় সমির লেবু ও তার পরিবার সেই সময় বাড়িতে ছিল না। গৃহকর্ত্রী সবিতা লেবু এবং ছেলে সমীর লেবু জানান তারা কেউই বাড়ীতে ছিলেন না, কাজে চলে গিয়েছিলেন এবং খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখেন বাড়িটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। পাশাপাশি আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সদস্য আকবর শেখ সহ অন্যান্যরা। এদিকে আগুনের জেরে সম্পূর্ন ভস্মিভূত হয়ে গেছে ওই বাড়িটি। তবে কি ভাবে এই আগুন লাগলো এখন তাই খতিয়ে দেখছে দমকল ও উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ।

বৃদ্ধার চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ২৬ ডিসেম্বর ঃ রাতের অন্ধকারে বৃদ্ধার চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টা। বৃদ্ধার চিৎকারে এলাকার মানুষ ছুটে আসলেই পালিয়ে যায় দুস্কৃতী ।এলাকার মানুষ লাঠি হাতে সংলগ্ন জায়গায় খুঁজলেও, ধরা পরেনি দুস্কৃতী। চুরি ছিনতাই সহ এই ধরনের ঘটনা রুখতে এলাকায় সিভিক ভলেন্টিয়ার পোস্টিং চান স্থানীয়রা। ঘটনাটি বসিরহাটের গোয়ালপোতা বার্মা কলোনির । সোমবার রাতে বার্মা কলোনির বাসিন্দা বৃদ্ধা সবিতা দে হঠাই বাড়ির গেটে আওয়াজ পান, আওয়াজ পেয়ে গেট খুলতেই বৃদ্ধার চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয় দুস্কৃতী।তক্ষণা ওই বৃদ্ধা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন, তার চিকারে আশেপাশের মানুষ ছুটে আসে , এরই মধ্যে অবস্থা বেগতিক দেখে দুস্কৃতী পালিয়ে যায় । এলাকার মানুষ লাঠি হাতে এলাকায় খুঁজতে বেরোলেও, খুঁজে পাওয়া যায়নি দুস্কৃতীকে। বৃদ্ধা এবং এলাকার মানুষের দাবি বিগত প্রায় দশ দিন ধরে এলাকায় চুরি ছিনতাই হচ্ছে । থানাতে অভিযোগও করেছেন এলাকার মানুষ । কিন্তু তারপরেও একই অবস্থা । যে কারণে এলাকার মানুষ একত্রিত হয়ে গভীর রাত পর্যন্ত লাঠি সোটা নিয়ে এলাকায় রাত পাহারা দেয় । কিন্তু তার মধ্যেও এরকম দুর্ঘটনা ঘটছে । এলাকার মানুষের দাবি অবিলম্বে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই এলাকায় পুলিশ না হোক অন্তত সিভিক ভলেন্টিয়ার পোস্টিং করা হোক। এবং যারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদেরকে গ্রেফতার করা হোক।

এলএসএটি-ইন্ডিয়ার রেজিস্ট্রেশন উইন্ডোর সময়সীমা ঘোষণা

২৬ ডিসেম্বর ঃ স্কুল অ্যাডমিশন কাউন্সিল (এলএসএসি) দ্বারা ডিজাইন করা এবং পিয়ারসন ভিউ দ্বারা বিতরণ করা ল স্কুল অ্যাডমিশন টেস্ট(এলএসএটি) -ইন্ডিযাঅ ২০২৪ সালে দুবার অনুষ্ঠিত হবে - একবার জানুয়ারীতে এবং আরেকবার মে মাসে। জানুয়ারীর পরীক্ষা ২০ জানুয়ারিতে একাধিক স্লটে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ১০ জানুয়ারি। পরীক্ষার্থীরা লিঙ্কে গিয়ে পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। এলএসএটি-ইন্ডিযাঅব্যবহারে গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, জিন্দাল গ্লোবাল ল স্কুল (জেজিএলএস) এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিন এবং ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির (জেজিইউ) ল অ্যাডমিশনের পরিচালক অধ্যাপক আনন্দ প্রকাশ মিশ্র বলেছেন, ২০০৯ সালে আমাদের প্রথম বর্ষ থেকেই ল স্কুলে আমরা কেবলমাত্র এলএসএটি-ইন্ডিযাঅ-এর ভিত্তিতেই ছাত্রদের ভর্তি করেছি। এলএসএটি-ইন্ডিযাঅস্কোরের উপর আমাদের বিশ্বাস বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির ভিত্তিতে এবং এটি ভর্তি প্রক্রিয়াকে সহজ এবং মসৃণ করার মাধ্যমে প্রতিটি প্রার্থীর জন্য একটি অনন্য পার্সেন্টাইল স্কোর প্রদান করে যা বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তির উপর ভিত্তি করে, রোট লার্নিংয়ের ওপর ভিত্তি করে নয়।

উলুবেড়িয়া দক্ষিণ ও পুর্ব কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো প্রতিবাদ মিছিল

দুরন্ত বার্তা,উলুবেড়িয়া, ২৬ ডিসেম্বর ঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুপ মন্তব্যের প্রতিবাদে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ ও পুর্ব কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো প্রতিবাদ মিছিল। মঙ্গলবার বিকেলে উলুবেড়িয়া স্টেশন মোড় থেকে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ও ফুটবল হাতে নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয় এবং উলুবেড়িয়া শহর পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে গিয়ে পথসভার মাধ্যমে শেষ হয়। মিছিলে হাঁটেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার

দাস, উপপৌর প্রধান সেখ ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলী, উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সেলিম মোল্লা, হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক ছাড়াও বহু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ, মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিল শেষে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন উলুবেড়িয়া পুর্ব কেন্দ্রের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু।

বাচ্চাদের সঙ্গে ক্রিসমাসের আনন্দ ভাগ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ২৬ ডিসেম্বর ঃ উৎসবের দিনে টাকী পর্যটন কেন্দ্রে ভিঁ। জমাচ্ছেন দুর দুরান্তের পর্যটকরা। টাকীতে আগত পর্যটকদের আনঃদ উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি, উৎসবের দিনে স্থানীয় কচিকাঁচারাও যাতে আনন্দ উদযাপন করতে পারে তারই উদ্যোগ নিলো টাকী টাউন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। এদিন টাকী - হাসনাবাদ ও সংলগ্ন এলাকার কচিকাঁচাদের সঙ্গে ক্রীসমাসের আনন্দ ভাগ করে নিলো টাকী টাউন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। টাকী, হাসনাবাদের বেশ কিছু ইঁট ভাঁটায় বাচ্চাদের কেক ও উপহার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি শীত নিবারনে সহযোগিতার হাত বাড়াতে বেশ কিছু মানুষ কে শীত বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৬ সংখ্যা, বুধবার, ১০ পৌষ, ১৪৩০

জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতি

সম্পাদকীয়

জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। আজকে গোটা বিশ্ব একটি সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে বইতে শুরু করে দিয়েছে। তাকে রোখ করতে হবে। তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকেপ্রাধান্য দিতে না পারলে কিন্তু আন্তর্জাতিক মৈত্রী বৃদ্ধি লাভ করবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ তখন একটি পুতুলে পরিণত হতে থাকবে। আজকে নিরাপত্তা পরিষদের মুখ্য কারিগর রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের মধ্যে শক্তিকে যাচাই করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সারা বিশ্ব একদিকে যেমন উত্তপ্ত আবার অন্য দিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু মানুষ ক্ষুধার. তাড়নায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের ইতিহাসেপ্রথম শরনার্থী দেখতে পাওয়া গেল। বহু লোকেরা আজকে খোলা আকাশের নিচে বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব সমস্যার কথা ভাবতে হবে। তার সমাধান করার পথ তৈরি করতে হবে। জি-২০ সম্মেলন ব্যর্থ হবে যদি এই সব সমস্যার সমাধান সূত্র বের করা না যায়। তাহলে এত টাকা ব্যয় করে সম্মেলন থেকে কোনও বার্তা কি উঠে আসবে না বিশ্ববাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার? মানব শক্তিকে ধ্বংস করার যজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাকে এখনই দমন করা উচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাজ হচ্ছে সব রাষ্ট্রকে পথ দেখানো। কিন্তু তারাই এখন শক্তি পরীক্ষা দিতে শুরু করেছে। রাজার অর্থনীতি ত্যাগ করে অস্ত্র নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে আজকে সারা বিশ্বে কৃত্রিম াচহিদা সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালানি, তেল এবং খদ্যের সঙ্কট দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে জি-২০ সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে পথ রচনা করতে হবে। এই বার্তা উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিনের বিদেশ মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমেরিকার বিদেশ সচিব স্টেট সেক্রেটারি. উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। সেখান থেকে কী বার্তা উঠে আসে তার দিকে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা তাকিয়ে রয়েছেন। সেখানে বলা হচ্ছে যে জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। আন্তর্জাতিকতাবাদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে বেশি করেপ্রাধান্য দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে মর্যাদা দিতে হবে। শক্তিশালী করতে হবে বিশ্বাসকে। রাজনৈতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক বিশ্বাস এবং কূটনীতিক বিশ্বাসের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। তবেই বিশ্বের বর্তমান যে ভযাবহ পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। এদিকে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করার ফলে বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধকে হাতিয়ার করে এখন অস্ত্রের উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি । এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ তৈরি করতে হবে। উস্কানি অস্ত্র বিরোধী আইনপ্রস্তুত করতে হবে। তার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে এগিয়ে আসার খুবই প্রয়োজন। রাষ্ট্রপুঞ্জকে এড়িয়ে যেভাবে শক্তিশালী দেশগুলি ইউক্রেনকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে ভারত তার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু ভারত কাউকে সরাসরি বলতে পারছে না যুদ্ধ থামান। কারণ এই সব শক্তিশালী দেশগুলি ভারতের কথায় কান দেবে না। তারা নেটোর নেতাদের কথায় কান দেবে। যারা যুদ্ধ অস্ত্র নির্মাণ করে তাদের কথায় কান দেবে। পৃথিবীতে যদি শান্তি বিরাজ করে তাহলে সব অস্ত্র কারখানাগুলি তো একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। অস্ত্র উৎপাদন তো একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তার ফলে বহু রাষ্ট্রকে ভিক্ষার থালা নিয়ে গুরে বেড়াতে হবে দ্বারে দ্বারে। শক্তি দিয়ে বিশ্ব জয় করারপ্রবণতা একন এই সব শক্তিশালী দেশগুলির মনের মধ্যে বিরাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। তিনটি শক্তিশালী দেশ যুদ্ধকে জিইয়ে রাখার চেষ্টাা করছে। সেই সব শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, চিন এবং আমেরিকা। এদেরকে থামানো সম্ভব হচ্ছে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ পরাস্ত হয়ে গিয়েছে। শক্তিশালী রাষ্ট্র নেতারা অস্ত্র সরবরাহ করার আশ্বাস দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে যুদ্ধ থমবে না।

পরমাণু শক্তির ব্যবহার কমালো জার্মান

সারা বিশ্ব যখন পরমাণু শক্তির হুমকি দিতে শুরু করে দিয়েছে এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিমাণু যুদ্ধের দিকে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে তখন জার্মান তিনটি পরমাণু চুল্লি বন্ধ করে দিল। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে তীব্র জ্বালানি সঙ্কট তৈরি হয়েছে বিশ্বে। গোটা ইউরোপ এখন জ্বালানি ব্যবহার কম করতে শুরু করে দিয়েছে। বিকল্প হিসাবে সৌর শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি করার দিকে মন দিতে শুরু করেছে ইউরোপের দেশগুলি। পিছিয়ে নেই আমেরিকাও। তার এখন সৌর শক্তির ওপরে নির্ভরর করতে শুরু করে দিয়েছে। পরমাণু শক্তিবৃদ্ধি হওয়ার ফলে সবার হাতে এখন পরমাণু অস্ত্র গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তার ফলে যে কোনও রাষ্ট্র মাথা গরম করে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করলে পৃথিবীটা একবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। পরমাণু অস্ত্র থেকে এবং পরমাণুশক্তি নির্ভরতা কামাতে জার্মান এবারে এগিয়ে এলো। তারাইপ্রথম পরমাণু তিনটে চুল্লি বন্ধ করে দিল। ২০০২ সাল থেকে পরমাণু ব্যবহার করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র জার্মান। ২০১১ সালে জাপানে ফুকুশিমা- দাইচি পরমাণ বিপর্যয়ে পরে বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব দিতে থাকে জার্মানের চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল। অবশেষে ২০২৩ সালে পরমাণু চুল্লি বন্ধ করে দেওয়া হল। ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে গ্যাসের অভাব দেখা দিতে শুরু করে। এই অবস্থায় পরমাণু চুল্লি চালিত রাখা হলে তার পেছন ব্যয় প্রচুর। সেই ব্যয় ভার গ্রহণ করা হলে দেশের উন্নয়ন একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। মানব উন্নয়ন আর করা সম্ভব হবে না। সভ্যতার বিকাশ একেবারে থমকে যাবে। এর হাত থেকে রেহাই পেতে পরমানু চুল্লি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো জার্মান। জার্মানের মানুষ খুব খুশি। তারা মনে করছে জার্মানের পথ অনুসরণ করে সবাই পরমাণুকে গুড বাই বলতে শুরু করে দেবে। এদিকে আমেরিকার বেশির ভাগ যুদ্ধ জাহাজ পরমাণু পরিচালিত। এমনকী তাদের ড্রোনগুলিও পরমাণু শক্তির দ্বারা পরিচালিত। এই অবস্থায় জার্মান পরমাণুকে একেবারে ব্যবহার করার ব্যাপারে না সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ইডক্রেনে চের্নোবিলতে পরমাণু বিপর্যয় হয়েছে।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

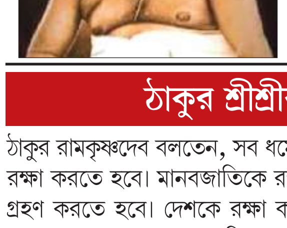

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। াপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না।

শৈশবের হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলির কথা

রবীন্দ্রকুমার শীল

শৈশবের হারিয় যাওয়া দিনগুলির কথা এখন আবার সবার মনে ফিরে আসতে শুরু করে দিয়েছে। যুগের পর যুগ ধরে শৈশবের দিনগুলি পরিবর্তন হতে থাকে। সবার শৈশবকাল একই রকম হয় না। শৈশবের কালের প্রকার ভেদ রয়েছে। বিদ্যাসাগরের শৈশব কাল আর রবীন্দ্রনাথের শৈশব কাল একই রকম ছিল না। নজরুলের শৈশব কাল আর কবি সুকান্ত ভট্টাচর্যের শৈশবকাল এক রকম হয়নি। বাংলার প্রতিটি মনীষীদের শৈশব কাল বিভিন্ন রকমের ছিল। শৈশব কালেই তঁরা যা গ্রহণ করেছিলেন তার ওপরে নির্ভর. করে. বাকি জীবনগুলিতে তারা উন্নতি সাধন করার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। শৈশবের শিক্ষা হচ্ছে মানুষের জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা। এর ওপরে ভর করে বাকি জীবনগলি কাটিয়ে দেওয়ার সম্ভব। বাংলার অধিকাংশ প্রথিতযশা ব্যক্তিরা তাঁদের জীবনস্মৃতি রচনা করে গিয়েছেন। কেউ জমিদার বাড়ির. পরিবেশের মধ্য বড় হয়েছেন। আবার কেউ দীন দারিদ্র কুটিরের মধ্যে থেকে বড় হয়েছেন। বিদ্যাসাগর শৈশব কেটেছে গ্রামাঞ্চলে। সেখান থেকে তিনি পড়াশুনা করার পাশাপাাশি খেলাধুলা শুরু করেছিলেন মেঠো শ্যাওলা ধরা মাঠে। ছোটবেলায় খুবই দুরন্ত এবং একরোখা ছিলেন। তিনি ভালো ছোটাছুটি করতে পাররতেন। আবার ভালো সাঁতার কাটতে পারতেন। তখন মেদিনীপুরের কোনও কলের জলের ব্যবস্থা ছিল না। পুকুরের গিয়ে স্নান এবং সেই পুকুরের জলে রান্না করার আয়োজন। তখন পুকুরের জলই পান করতে হতো। রান্না বা জল খাওয়ার. জন্য পুকুর নির্মিত হতো সেই পুকুরে কেউ স্নান করতো না এবং কাপড় কাচতো না। সেই জল একেবারে স্বচ্ছ কাচের মতো টলটল করতো। সেই জল দিয়ে রান্না আর পান করা বব্যস্থা করা হতো। এই রকম গ্রাম বাংলার জীবন ছিল। সন্ধ্যা হলেই ঘরে.এসে বসা এবং তখনকার সময়ে ঘরের বয়স্ক মহিলারা ছোটদের সমানে নানান ধরনের রপকথার গল্প বলে সন্ধ্যা কাবার করে দিত। বিদ্যাসাগর সেই সব গল্প কথা শুনতেন। তবে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধায়ের রোজগার ভালো ছিল না। ঈশ্বরকে বড় করতে হবে ভালো করে লেখাপড়া শেখাতে হবে এই ভবনা পিতা ঠারুদাস মাথায় চেপে গিয়েছিল। তার ফলেই বালক ঈশ্বরকে সঙ্গে করে কলকাতার দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। কলকাতায় তখন থাকার জায়গার অভাব থাকলেও জমিদার বাড়িতে থাকার বন্দোব্যস্ত করে ফেলেছিলেন ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধায়। যা রোজগার তা দিয়ে নিজের পেট চলে না। তিনি আবার অকজন বিধবা বুড়ি দোকানে বিনা পয়সায় ফলার করতেন। ঈশ্বরের জন্যও ফলার বেঁধে ঠাকুরদাসের হাতে দিতেন বিধবা দোকানের মহিলা। রোজ রোজ ঠাকুর দাস তাঁর দোকানে গিয়ে উপস্থিত হতেন না। মাঝে মধ্যে ফলার করতে ঠনঠনিয়ার সেই বিধবা মহিলাদ মুড়ি মুড়কির দোকানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। এই রকম কষ্ট করে বড় হয়েছিলেন বালক ঈশ্বর। খেলাধুলার করার ইচ্ছা থাকলে তিনি বই নিয়ে বেশি সময় কাটিয়ে দিতেন। পাঠশালার পণ্ডিতদের কাছে ঈশ্বরের খুব নামডাক ছিল। কারণ শিক্ষায় বিদ্যাসাগর সবার থেকে নিজেকে এগিয়ে রাখতেন। তাঁর মনের মধ্যে একটি মন্ত্র প্রবেশ করে গিয়েছিল তাঁকে পড়াশুনা করে বড় হতে হবে। এই বাক্যটা তাঁর শৈশবের মনকে আচ্ছাদিত করে রেখে দিয়েছিল। তার ফলে তিনি বই ছাড়া আর অন্য কোনও দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সময় বের করতে পারেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আবার ধনী ঘরের সন্তান। তিনি আবার সাহেবিয়ানার মধ্যে বড় হয়েছেন। জমিদারী মেজাজ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। রাশভারী লোক ছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই পিতার দর্শনকে তিনি গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুরা সবাই আভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা ছিলেন। তাঁর ফলে তাঁর শৈশবটা কেটেছে একেবারে ধনিক শ্রেণির পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত পাঠের. শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন বাড়িতে সংস্কৃত পণ্ডিত নিয়ে এসে। তাঁর পিতা তাঁকে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ঘরে ইংরেজি দক্ষ মাস্টার.নিয়ে এসে পড়াশুনা শুরু করে দেন। বিলাত থেকে ইংরজি বই নিয়ে এসে পড়াশুনা শুরু করেছিলেন। .দক্ষ মাস্টারের তখন খুবই অভাব ছিল। তবুও সেই সময়ে খোঁজ নিয়ে ইংরেজি মাস্টার.জোগাড়. করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ছেলের শিক্ষার জন্য। তখন ইংরেজি গ্রামার বের হয়নি। কিন্তু বিলাত থেকে ইংরেজি গ্রামারে বই নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা। সেই সব ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট তিনি হতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যা অর্জন করা জন্য প্রবল আগ্রহই তাদেরকে নিরলস ব্রবল সংগ্রামে অবতীর্ণ করে দিয়েছিল । ইংরজি ভাষা শিখতে হবে। বাংলার ভাষার চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। এই দুটি ভাষার ওপরে দখল আনার জন্য তাঁরা বাংলা ভাষার শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করতে শুরু করেছিলেন। তাবপরে.

বিদ্যাসাগর বই রচনা করলেন সবাই যাতে অতি সহজেই বাংলা ভাষা গ্রহণ করতে পারে। তার জন্য 'বর্ণপরিচয়' বই প্রকাশ করেন। তার আগে বাংলা ভাষায় শিক্ষার গ্রহণ করাটা অতি দুরূহ ছিল। সবার সৈশবকাল একইভাবে কাটেনি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজে ইংরেজি শিক্ষক সাহবদের খুবই প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি ভাষার ওপরে দখল ছিল মাইকেলের।। তিনি ইংরেজি ভাষাকে নিজের মাতৃভাষার চেয়েও বেশি মর্যাদা দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাবলে তিনি আবার বাংলার ভাষার চর্চাকে থামিয়ে দেননি। সংস্কৃত ভাষায় তিনি আবার দক্ষতা লাভ করেছিলেন। তারপরে তিনি গ্রীক, ইতালি এবং ফরাসি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন গ্রীক ভাষা চর্চা করেছিলেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য পড়ার জন্য। গ্রীক দেশের দুইটি মহাকাব্য। একটির নাম ছিল 'ইলিয়াড' এবং আর একটির নাম ছিল 'ওডিসি'। মাইকল হিন্দু কলেজে ছাত্র থাকার সময়ে তিনি 'ইলিয়াড' এবং 'ওডিসি' পড়ে ফেলেছিলেন। যদিও তখন তিনি ইংরজিতে সেই দুটি মহাকাব্য পাঠ করেছিলেন। ছোটবেলা খেলাধুলার দিকে এই সব মনীষীরা বেশি সময় দিতে পারেননি। তাঁরা বিভিন্ন শিক্ষা চর্চার মধ্যে ডুবে থাকতে ভালোবাসতেন। মাইকেল তখন ইংরেজি নাটক চর্চা করতে করেছেন। সেক্সপিয়ারের নাটক বই পড়া শুরু করে দিয়েছেন। বাংলাভাষকে অবজ্ঞা করলেও তিনি কিন্তু বাংলা ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে তিনি ইংরেজি কবিতা লেখার.প্রতি তাঁর আগ্রহ বেশি করে বৃদ্ধি লাভ করে। তারপরেই তিনি বাংলা ভাষায়া কবিতা লিখতে শুরু করলেন। একটি মনসিক আঘাত কবি মাইকেলকে বাংলার সাহিত্য জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। সৃষ্টি করলেন অমিতাক্ষর ছন্দ। তিনি ইংরজি কাব্য রচনা করার দিকে মনকে অগ্রসর আর করালেন না। মনের পরিস্থিতিটাকে একেবারে আমূল বদলে গেল। মাইকেল যখন ইংরেজিতে কবিতা লিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স সবে মাত্র ১৭ বছর।

বিদ্যাসাগরের শৈশব কালটা কটেছে সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করে। তিনি তখন সংস্কৃত শাস্ত্রে অধ্যায়ন করতে শুরু করেছেন। বেদ বেদন্ত থেকে করে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত গ্রন্থগুলিকে নিয়ে মানসিক চর্চা করতে শুরু করেছেন। তিনি যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিত হচ্ছেন তখন তাঁর বয়স বলতে গেলে একুশ বছরের বেশি হবে না। তারও কম হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটে আবার অন্য রকমভাবে। তাঁর শৈশবকাল তিনি একটি ঘরে. কাটিয়েছেন। প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মেলানোর অবাধ সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর দিন কাটাতো প্রকৃতির সঙ্গে মনের আদান প্রদান করার মধ্যে দিয়ে। তিনি প্রকৃতি প্রেমিক হয়ে ডঠতে পেরেছিলেন কবিগুরু শৈশবকাল থেকে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনার মধ্যেই তাঁর বেড়ে ওটার গল্প তৈরি হয়েছিল। সেখান থেকে সঙ্গীত শেখা থেকে শুরু করে নাটক অভিনয় করা, ছবি আঁকা সবাই তাঁকে ঘড়ি ধরে করতো হতো। জোড়াসাঁকোর চার দেওয়ালে মধ্যে থেকে। তার বাইরে পা দেওয়ার কোনও অধিকার অর্জন করেননি। তার ফলে তিনি সারা দিন ব্যস্ত থেকেছেন বিভিন্ন বিয়ের চর্চার মধ্যে। যার ফলশ্রুতিআমরা দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু হিসাবে বিশ্ব সম্মানে সম্মানিত। রবীন্দ্রনাথ আবার শৈশবকাল কেটেছে রাক্ষস খোক্ষস গল্প শুনে। রাতের বেলায় শুতে দিয়ে বাড়ির বয়স্কদের কাছ থেকে রূপকথা শোনা ছিল রবীন্দ্রনাথের বাড়তি পাওনা সময়ে এক মনে ছবি অঁকেছেন। আবার কোনও সময়ে নাচ করেছেন নিজের মন থেকেই। নাচ,গান ছবি এবং সাহিত্য রচনা এবং চর্চার মধ্যে দিয়ে তাঁর শৈশবকালটা পার হয়ে গিয়েছিল। যৌবনকাল এসে উপস্থিত হলে তিনি লিখে ফেলেন একটি অসাধরণ কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভগ্ন'। এই কবিতা রচনা মতো তিনি কতখানি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তার পরিচয় আমরা পেয়ে যাই। বিদ্যাসাগর কম ছিলেন না। তিনি শৈশবকালে বেশ কয়েকটি আসাধারণ কবিতা রচনা করেছিলেন। কবি নজরুল ছোট বেলা থেকেই গান গাইতেন পেট চালানোর তাগিদে। খুব গরীব ঘরের.ছোলে। পড়াশুনা করার মতো আর্থিক অবস্থা ছিল না। সেই কাবণে্ ছোটবেলাতেই নজরুল গানের দলে যোগ দিয়েছিলেন। তারা আবার বেশ কীর্তন সুরে গান গাইতেন গ্রামাঞ্চলে। সেখান থেকে যা রোজগার করতেন তাই দিয়ে তিনি পেট চালাতেন। বন্ধু শৈলজানন্দ ও নজরুল কলকতায় এসেছিলেন চাকবির খোঁজ করতে। কিন্তু চাকরি পেলেন না। তার ফলে তিনি ব্রিটিশ সেনা দল 'বেঙ্গল রেজিমেন্টে' যোগ দিলেন। সেনা চাকরি গ্রহণ করা সময়ে তিনি বই নিয়ে পড়াশুন শুরু করছিলেন। তিনি তখন করাচিতে সেনা শিবিরে উপস্থিত। সেখান থেকে কবিতা লিখে পাঠাতেন বাংলার বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে প্রকাশের জন্য। সেই সব কবিতা কবি মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারপরে তিনি সেনা দল থেকে ফিরে এসে মুজফফর আহমেদের বন্ধু হলেন। সেই সময়ে তিনি লিখে খেললেন 'বিদ্রোহী' কবিতা। ব্যস। আর তাকে পিছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। তিনি বাংলার কবি মহলে যথেষ্ট সম্মান লাভ করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রশংসা করে গিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ লেখাপড়া করেও ভালো চাকরি জোটাতে পারেননি। তারপরে তিনি বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিট্যান স্কুলে শিক্ষকের চাকরি পেয়েছিলেন। পরে তাঁর সেই চাকরি চলে যায়। দক্ষিণশ্বের ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ঠকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁকে বেদান্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। বাকিটা ইতিহাস। স্বামী বিবেকানন্দের নাম এখন বিশ্ব জোড়া। তিনি যে খ্যাতি লাভ করেছিলেন তা কিন্তু বাংলার কেনও ব্যক্তিরা ধর্মের দিক দিয়ে এত বিশ্বখ্যাত হতে পারেননি। এক সময়ে ভারত বলতে বিদেশিরা রবীন্দ্রনাথের দেশকে বুঝতো। তারপরে আমেরিকার নাগরিকেরা ভারতবর্ষ বলতে স্বামী বিবেকানন্দের দেশ বলে মনে করে থাকে। দুই আন্তর্জাতিক মহাপুরুষ ভারতের নামকে বিশ্বের বিভিন্ন মহলে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তঁদের শৈববকালটা কেটেছে বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে চর্চা করে। তার ফলে দেখতে পাওয়া গেল যৌবনকালে সেই সব শৈশবের চর্চাগুলি বিকাশ লাভ করে ভারতের সুনাম অর্জন করতে সহায়তা করছে। তাঁদের শৈশবের. চর্চার বিষয়গুলি পরিশালিত যৌবন কালে সবার উপযুক্ততে. পরিণ্ত হতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে সমাজ সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং ভারত সমৃদ্ধশালীতে পরিণত হচ্ছে।

ইউক্রেন বড়দিন পালন করল ২৫ ডিসেম্বর

ইউক্রেন এবারে বড়দিন পালন করলো ২৫ ডিসেম্বর। আগে ইউক্রেন বড়দিন পালন করতো ৭ জানুয়ারি। এবারে বড়দিনের দিন পাল্টে দেওয়া হল। ইউক্রেনে বাসিঃ দারা অর্থোডক্স খ্রিস্টান। রাশিয়া যখন জানুয়ারি মাসে বড়দিন পালন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তখন ইউক্রেন এবারে বড়দিন পালন করলো ২৫ ডিসেম্বর। রাশিয়ার সঙ্গে তারা হাত মিলিয়ে চলবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রাশিয়া এবং ইউক্রেন বহু কাল ধরে বড়দিন পালন করে আসছিল ৭ জানুয়ারি। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে যা রাশিয়া করে ঠিক তার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেন। তবে মারিয়াপুলেতে রাশিয়া জানুারি মাসে বড়দিন পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কারণ মারিয়াপোল এখন রাশিয়ার অধীনে রয়ে গিয়েছে। রাশিয়া মারিয়াপোল দখল করে রেখেছে। সেখান বেশ কয়েক মাস আগে রাতের বেলায়. মারিয়াপোল সফর করেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। পুতিন মারিয়াপোলকে নতুন করে সাজাতে নির্দেশ দিয়েছেন। ক্ষেপনাস্ত্রে সেখানকার যেসব বাড়ি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে সেই সব ঘরবাড়িকে নতুন করে তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়ার রাজমিস্ত্রিরা। তাদের সঙ্গে হাত লাগিয়েছে মারিয়াপোলের শ্রমিকেরা। তার ফলে মারিয়াপোল এখন আপাতত রাশিয়ার অধীনে থাকছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এদিকে কিভ ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন পালন করা জন্য সেজে উঠেছে। বড়দিনের কিভের রাস্তায় লোকজন নতুন পাশাক পরে ঘুরতে শুরু করেছিল। বিভিন্ন গির্জাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। প্রার্থনা সভায় অংশ গ্রহণ করে। ইউক্রেনের সেনারা বড়দিন পালন করেছিল ২৫ ডিসেম্বর। তারা পরিস্কার করে বলে দিয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক নয়। রাশিয়া বড়দিন যদি জানুয়ারি মাসে পালন করে তাহলে কিভ ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন পালন করবে। তার ফলে রাশিয়ার সঙ্গে ধর্মীয় সম্পর্কের ছেদ পড়লো বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এর আগে রাশিয়ার সঙ্গে যখন ইউক্রেন যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয়নি তখন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে রাশিয়া এবং ইউক্রেন জনগণ একই দিনে অর্থাৎ ৭ জানুায়রি যিশুর জন্মদিন পালন করছে। কিন্তু এবারে ইউক্রেন তাদের ক্যালেণ্ডারে. বড়দিন বলে ঘোষণা দিল ২৫ ডিসেম্বরকে। এদন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষন দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, ইউক্রেনীয়রা এক সঙ্গে রয়েছে। আমরা একসঙ্গে ক্রিসমাস পালন করবো। এক দিনে একটি বড় পরিবারের মতো, এক দেশের মতো, একতার সঙ্গে। যুদ্ধের ব্যাপারে জেলেনস্কি এদিন কেনও মন্তব্য করেননি। রাশিয়ার বিপক্ষে কোনও কথা বলেননি। তিনি বলেছেন আমরা এক সঙ্গে থেকে বড়দিন পালন করবো। আমাদের মধ্যে কোনও বিচ্ছেদ নেই। রাশিয়া ইউক্রেনের যেসব জায়গা দখল করে রেখেছে তা একদিন উদ্ধার করা হবে। সেই দিনের জন্য আমরা

অপেক্ষা করে আছি। সেদিন আবার আরও বড় করে বড়দিন পালন করা হবে। সেইদিন আবার ইউক্রেন নতুন করে স্বাধীনতা লাভ করবে। এটা হবে ইউক্রেন দ্বিতীয় স্বাধীনতা লাভ। ইউক্রেন একটি স্বাধীন দেশ হিসাবে বিশ্বের কাছে পরিচিত ছিল। আজকে ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে হনন করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। রাশিয়া শক্তিশালী দেশ হয়েও ইউক্রেনকে দখল করতে মরিয়া হয়ে ডঠেছে। ইউকেনর কার পক্ষে থাকবে না থাকবে সেটা ইউক্রেনের জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ইউক্রেনের সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সেখানে রাশিয়া মাতা গলাতে শুরু করে দিয়েছে। ইউক্রেন তো একটি স্বসংসম্পূর্ণ দেশ। সেখানে কেন রাশিয়াপ্রবেশ করে তাদের স্বাধীনতাকে হনন করবে। তার জবাব রাশিয়া দিতে পারছে না। রাশিয়া গায়ের জেরে ইউক্রেন দখল করার চেষ্টা করছে। সেটা কোনও কালে হবে না। এই যুদ্ধের অবসান নিশ্চয় হবে। দক্ষিণ ইউক্রেনের কৃষ্ণ সাগরের ঘেঁষা একটি শহর রয়েছে তার নাম ওডেসা। ওডেসার গীর্জায় গিয়ে ২৫ ডিসেম্বর বাতি জ্বালিয়েছে সাধারণ মানুষ। প্রার্থনা অংশ গ্রহণ করেছে সাধারণ মানুষ। মস্কো থেকে কিভ এখন অনেক দূরে অবস্থান করছে তা নিয়ে বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছ সারা বিশ্বে। ইউক্রেনের বাসিন্দারা বলেছেন এটাই হোক ইউক্রেনের বড়দিন। আমরা নতুন করে উৎসব পালন করবো। স্বাধীন ইউক্রেন উৎসব পালন করা হবে। সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছে। পূর্বের গির্জাগুলি জুলিয়ান ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ক্রিস্টমাস পালন করতো তা হল ৭ জানুয়ারি। পশ্চিমী দেশগুলি গ্রেগিয়ান ক্যালেণ্ডার পালন করে থাকে। তার ফলে এখন থেকে ইউক্রেন ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন পালন করা হবে। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি নতুন করে আইন নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেছেন যে ইউক্রেনবাসীরা এবার থেকে বড়দিন পালন করবে ২৫ ডিসেম্বর। এই বিবৃতি দেওয়ার ফলে উইক্রেন রুশ প্রভাব থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখলো। রাশিয়ার স্মৃতিগুলি উইক্রেনের গা থেকে মুছে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করলো ইউক্রেনের প্রশাসন। আর এতে সম্মতি দান করেছে ইউক্রেনের গির্জার পুরোহিত সম্প্রদায়। রুশ অর্থোডক্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলো ইউক্রেনের অর্থোডক্স গির্জাগুলি। ইউক্রেনের নতুন রুশ প্রভামুক্ত স্বাধীন গির্জাগুলির সদর দফতর হচ্ছে কিভের সেন্ট মাইকেল'স গোল্ডেন ডুমড মনাষ্ট্রি। ইউক্রেনের সব গির্জাগুলি কমিটির অধীনে চলে গিয়েছে। ইউক্রেন সরকার একে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। দেশবাসী সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। সোভিয়েতে জামানায় নাস্তিকতার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হতো। বড়দিনের রীতি এবং খ্রিস্টমাস ট্রি বা উপহার দেওয়ার রেওয়াজ নববর্ষের সময়ে পালন করা হতো। ৭ জানুয়ারি ক্রিসমাস পালনে ১২ ধরনের নিরামিষ রান্নার আয়োজন করা হতো। এই মধ্যে কুটিয়া নামে একটি পুডিং করা হতো। ইউক্রেন সবই হচ্ছে ততো ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন পালনের সময়ে। রাশিয়ার সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক রাখতে নারাজ ইউক্রেন। এদিকে অর্থোডক্স খ্রিস্টান সোসাইটি এই বিভেদ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। সার বিশ্বে যদি এইভাবে অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা বিভক্ত হয়ে পড়ে তাহলে একসঙ্গে অর্থোডক্স বিশ্বাসী খ্রিস্টানরা বসবাস করতে পারবে না এবং ধর্মীয় আচার পালন করতে পারবে না। তবে অর্থোডক্স খ্রিসটান কমিটি থেকে বলা হয়েছে শুধু মাত্র দিনটাকে পরিবর্তন করা হয়েছে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান একই থাকছে। সেখানে কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না।

হেরিটেজ ঃ নিউ মার্কেট-১৫০

কলকাতার নিউ মার্কেট বাজার কলকাতা পৌরসভার উদ্যোগে প্রথম বাজার। এর আগে বাজার ছিল যেমন বৈঠকখানা বাজার, মল্লিক বাজার, বড় বাজার সব ছিল। এই সব বাজার ছিল নেটিভদের অধিকারে। এদের কাছ থেকে সাহেবরা সস্তায় পণ্য ক্রয় করে বিদেশে পাঠাতো। কিন্তু সাহেবি বাজার বলতে তখন নিউ মার্কেটকে বোঝতো। সেখানে এক সময়ে সাদা চামড়ার ব্যক্তিরা ছাড়া কারোর প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে কলকাতার বনেদি পরিবার এবং আভিজাত পরিবারের সদস্যদের সেখানে যাতায়াত করা এবং কেনা কাটা করার অধিকার লাভ করেছিল। সাধারণ লোকের বা মধ্যবিত্ত বাঙালিদের প্রবেশাধিকার ছিল না। জানা যায় এই জমিটা রানি রাসমনির জমি ছিল। ১৯০৩ সালে স্যার স্টুয়ার্ট হগের নাম অনুসারে এই বাজারটি নামকরম করা হয়। তখন কলকাতা পুরসভা গঠন এবং কলকাতা পুলিশ গঠন করা ব্যাপারে হগ সাহেবের বিশাল ভূমিকা ছিল। ১৮৭৪ সালে ১ জানুয়ারি নিউ মার্কেট প্রস্তুত করা হয়েছিল। স্যার স্টুয়ার্ট হগ ছিলেন একজন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস পাশ করা একজন প্রশাসনিক কর্তা। তিনি ১৮৩৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রয়াত হন ১৯২১ সালে। স্যার জেমস হক ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোমাপনির পরিচালক এবং কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্টার। ১৮৬৫-৬৬ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি উদার চিত্তে পীড়িতদের সাহায্য করেছিলেন। ১৮৬৬ সালে কলকাতায় আসলে তাঁকে দুটি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। একদিনে তিনি ছিলেন কলকাতা করপোরেশন চেয়ারম্যান এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনার। ১৮৬৮ সালে ১ এপ্রিল আমহার্স্ট স্ট্রিটে রোজ ব্রাউন নামে একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খুন হন। সেই হত্যার কিনারা করতে রিটার্ড রিডকে সর্বত্রভাবে সাহায্য করেছিলেন পুলিশ কমিশনার হগ সাহেব। ১৮৬৮ সালে কলকাতার পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এটাই ভারতের প্রথম গোয়েন্দা দফতর। এই দফরের গোয়েন্দাদের দিয়ে ব্রিটিশরা সারা ভারত শাসন করে গিয়েছিল। এই গোয়েন্দা বিভাগকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা করা হতো। চোরবাগানে মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে রাজেন্দ্র মল্লিকের অভিভাবক ছিলেন হগ সাহেব। ১৮৭৫ সালে প্রিন্স ওয়েলস কলকাতায় আসলে তাঁকে স্যার উপাধি দেওয়া হয়। আগে সাহেবরা কলকাতার টেরেটি বাজার, লালবাজার কাশাইটোলা, ধর্মতলা থেকে বাজার করতো। সেখানে আবার নেটিভরা বাজার করতো বলে সাহেবরা এই সব বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতো না। তার ফলে ১৮৭১ সালে সাহেবদের জন্য মার্কেট তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্থপতিবিদ রিচার্ড রোস্কেল বেইনকে এই বাজার তৈরি করা নকসা করতে দেওয়া হয়েছিল। ম্যাকিনটোস কোম্পানি বাজারটি নির্মাণ করে। ২,৫৮,৭২০ টাকা মূল্যে এই বাজার নির্মাণ করার বরাত পেয়েছিল মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানি। ইংল্যাণ্ডের ভিক্টোরিয় রেল স্টেশনের আদলে তৈরি করা হয়েছিল নিউ মার্কেট বাজার। ১৯৩০ সালে নিউ মার্কের্টরে ঘড়িটি আনা হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের হাডার্সফিল্ড শহর থেকে। একেবারে 'অয়েস্ট মিনিস্টারের' আদলে ঘড়ি। ১৮৯৬ সালে এই নিউ মার্কেটের গায়ে প্রতীক বসানো হল। আবর্জনা পরিস্কার করার দিকে লক্ষ্য রেখে একটি হাড়গিলা পাখি ঠোঁটে সাপ ধরে আছে সঙ্গে রয়েছে ব্রিটিশ রাজমুকুট এই নিয়ে একটি প্রতীক চিহ্ন করা হয়েছিল নিউ মার্কেটের বাজারের জন্য। সেই প্রতীকে লেখা ছিল লাতিন ভাষায়- ' পের আরডুয়া স্টাবিলিস এস্টো'। যার বাংলা অর্থ হল -'সঙ্কটে অবিচল থাকো'। ২০২৪ সালে এই নিউ মার্কেট ১৫০ বছরে পা দিচ্ছে। তার জন্য কলকাতা পুরসভা থেকে অনুষ্ঠান আয়োজন করা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

আবর্জনার স্তূপ

দুরন্ত বার্তা, মেচেদা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ মেচেদা সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ড যেন নোংরা আবর্জনার-ভ্যাট। চারিদিকে দুর্গন্ধ, বাসস্ট্যান্ডের বাস রাখার জায়গা দখল করে নিচ্ছেন মাছ ব্যবসায়ীরা। প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। যা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে নিত্যযাত্রী থেকে স্থানীয় বাসিন্দা ও বাস চালকদের মধ্যে। মেচেদা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড এবং রেল স্টেশন পূর্ব মেদিনীপুরের প্রবেশদ্বার। এখান থেকেই প্রতিনিয়ত কয়েক লক্ষ মানুষ যাতায়াত করেন বিভিন্ন জেলায়। সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের পরিবেশ নোংরা-আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। দুর্গন্ধের কারণে যাত্রীদের নাক চাপা দিয়ে যেতে হয়। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য মহকুমা শাসক একটি কমিটি তৈরি করেন। সেই কমিটির কাজ ছিল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বাসস্ট্যান্ড চত্বর। সেই জন্যই বসানো হয়েছিল একটি টোল ট্যাক্স নেওয়ার জন্য কক্ষ। বাস ঢুকলে দিতে হবে টোল। রাতে গাড়ি পার্কিং থাকলে দিতে হবে মোটা অঙ্কের টাকা। ছোট-বড় যে গাড়ি ঢুকুক না কেন, দিতে হয় টোল ট্যাক্স। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি বলে জানাচ্ছেন বাসের চালকরা। দুর্গন্ধে নাকে চাপা দিয়ে যেতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। বাসস্ট্যান্ডের বেশ কিছুটা জায়গা দখল করেছেন মাছ ব্যবসায়ীরা। তারা সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডের বাস রাখার জায়গায় রাখছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা মাছের গাড়ির আসবাবপত্র ও মাছের পেটি। দেখভালে চরম গাফিলতির ছবি উঠে এলো আমাদের ক্যামেরায়। যদিও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি তমলুকের মহকুমা শাসক বুদ্ধদেব পান। তিনি বলেন, আমি ওই বাস স্ট্যান্ড কমিটির চেয়ারম্যান। তবে কমিটি সবকিছু সিদ্ধান্ত নেয়। আমি একা কোন সিদ্ধান্ত নিই না। কমিটির সিদ্ধান্ত হলে অবশ্যই পরিষ্কার করা হবে। আগেও হয়েছে পরেও হবে। মেচেদা সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বিজেপি দুই শিবিরই মহকুমা শাসকের কাজে অখুশি।

খাদ্য মেলায় ঢল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ শীতের হিমেল সন্ধ্যায় রকমারি রসনাতৃপ্তির সম্ভার নিয়ে শুরু হল পাঁচদিন ব্যাপী জলপাইগুড়ি খাদ্য উৎসব। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া ৮তম খাদ্য উৎসব চলে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আর বড়দিন উপলক্ষে সোমবার রাতে মানুষের ঢল নামে এই মেলায়। খাদ্য মেলায় এসে খাওয়া-দাওয়া হবে না তা কি করে হয়! তাই যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই শুধু খাও আর খাও, আর এদিন রাতে এই খাওয়া-দাওয়ার দৃশ্যই উঠে এলো আমাদের ক্যামেরায়। দারুণ খুশি মেলায় আসা ক্রেতা ও বিক্রেতারা। জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৯নং ওয়ার্ডের এই খাদ্য উৎসবের আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তার মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এই খাদ্য উৎসবটি হয় মূলত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কেন্দ্র করে। ১৯ নং ওয়ার্ডের মহিলাদের নিয়ে তৈরি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিই এই উৎসবের প্রাণ। ২০১৫ সালে এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল লোপামুদ্রা অধিকারীর উদ্যোগে শুরু হয় খাদ্য উৎসব। লোপামুদ্রাদেবী জানিয়েছেন, এর উদ্দেশ্য ছিলো স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সত্যিকারের স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখানো। এইবছর ৩০টি স্বনির্ভরগোষ্ঠী অংশ নিয়েছে উৎসবে। তাদের হরেক নামের স্টলে মিলছে হরেকরকম খাবার। কেউ বানিয়েছেন মাশরুম পকোড়া, তো কেউ রসালো রসবড়া। কোথাও ইয়া বড় বড় বেগুনি ভাজা হচ্ছে, আবার কোন স্টলে বিভিন্ন পিঠে, পুলি, পায়েসের সম্ভার। রয়েছে চিকেন পাকোড়া, লুচি, আলুর দম, কষা চিকেন, চিলি চিকেন, কেক, পেস্ট্রি সহ অফুরন্ত খাদ্য সম্ভার।

সোনার শোরুমে দুঃসাহসিক ডাকাতি
প্রতিবাদে বনধ ব্যবসায়ীদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ চাঁচলে ভরা বাজারে সোনার শোরুমে কোটি টাকার ওপরে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় থমথমে রয়েছে গোটা এলাকা। দুষ্কৃতীরা ডাকাতি করে পালাবার সময় যেভাবে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়েছিল, তাতে আশেপাশে থাকা কয়েকটি মোটর বাইকের লুকিং গ্লাস ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আর এই ঘটনার পর মঙ্গলবার চাঁচল থানার নেতাজি মার্কেটে অঘোষিত বনধ পালন করলেন ব্যবসায়ীরা। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে ব্যবসায়ী মহলে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের অভিযোগ, ডাকাতি করে দুষ্কৃতীর দল পালানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। অথচ বড়দিনের রাতে যেখানে গমগম করছে গোটা নেতাজি মার্কেট এলাকা, তার মধ্যে এত বড় ভয়াবহ ডাকাতি হলো কি করে! পুরো বিষয়টি নিয়ে চাঁচল পুলিশের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হওয়ার দাবী জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ী সমিতি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাঁচলের নেতাজি মার্কেটে রয়েছে নামিদামি একটি সংস্থার সোনার অলংকারের শোরুম। চাঁচলের এই শাখা শোরুমের মালিকের নাম কর্ণ বিশ্বাস। তিনি রায়গঞ্জের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে ৫ থেকে ৬ জনের সশস্ত্র দুষ্কৃতির দল নেতাজি মার্কেটে ওই সোনার অলংকারের শোরুমে ঢুকে ডাকাতি করে। কয়েকজন কর্মীকেও মারধর করে দুষ্কৃতীরা। এরপর বিপুল পরিমাণ সোনার অলংকার লুঠ করে নিয়ে যায় ডাকাত দলটি। মোটর বাইক করে পালাবার সময় ডাকাত দলটি এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে, যাতে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের ধরতে না পারে। ওই সোনার অলংকার শোরুমের ম্যানেজার মুক্তার আলি জানিয়েছেন, সোমবার রাত সাড়ে সাতটা বাজছিল। হঠাৎ করে পাঁচ থেকে ছয় জনের সশস্ত্র দুষ্কৃতির দল দোকানে ঢুকে পড়ে। ওদের প্রত্যেকের হাতে বন্দুক ছিল। মাথায় হেলমেট ছিল। এরপর সোনার অলংকার লুঠ করার পাশাপাশি কয়েকজন কর্মীকেও মারধর করে। পাঁচ থেকে সাত মিনিট দুষ্কৃতীর দলটি ডাকাতি করে সমস্ত কিছু লুঠ করে নিয়ে যায়। যে পরিমাণ সোনার অলংকার দুষ্কৃতীরা লুট করেছে, তার মূল্য কোটি টাকারও বেশি। ঘটনার পরে এলাকার মানুষ ধাওয়া করতে গেলে ডাকাত দলটি কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। চাঁচল ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তাদের অভিযোগ, এক মাসের ব্যবধানে চাঁচলে এবং হরিশ্চন্দ্রপুরে পরপর ডাকাতির ঘটনা ঘটলো। তাও আবার সোনার দোকানে। পুলিশের ভূমিকা ঠিক নয়। ডাকাত দল পালিয়ে যেতে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলো, এটা কেন হবে? ওই সোনার দোকান থেকে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ডাকাত দলটিকে ধরতে পারে নি। এদিন এলাকার ব্যবসায়ীরা নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করে সমস্ত দোকান বন্ধ রাখেন। অবিলম্বে দুষ্কৃতীরা ধরা না পড়লে এলাকার ব্যবসায়ীরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে ডাকাত দলটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের পাশাপাশি বিহারের দুষ্কৃতীরাও এই ডাকাতির ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। দুষ্কৃতীরা হেলমেট পরে ডাকাতি করে করেছে, ফলে অনেকের মুখ পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছে না। তবে বিভিন্ন সূত্র ধরে দুষ্কৃতীর দলটির খোঁজ চালানো হচ্ছে। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, কত টাকার অলংকার লুঠ হয়েছে তা ওই দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলার পরেই পরিষ্কার করে বলা যাবে। সিসিটিভির ফুটেজ এবং নানান সূত্র ধরে ডাকার দলটিকে ধরতে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

যজ্ঞনগর খুনের ঘটনায় গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৬ ডিসেম্বর ঃ মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পরিবার। অভিযুক্ত প্রেমিক গাজু সেখ গ্রেফতার। স্বামীকে হারিয়ে অথৈ জলে পড়েছেন স্ত্রী। মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়েও দুশ্চিন্তায় পরিবার। অভিমানে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন নতুন জামাই। প্রেমিকের সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক মানেনি পরিবার। বিয়ে দিয়েছিল অন্য ছেলের সঙ্গে। তবে পুরনো প্রেমিককে ভুলতে পারেনি মহিলা। পালিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দেয় বাবা, প্রেমে বাধা দেওয়ার অভিযোগে বাবাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মারার অভিযোগ মেয়ে ও মেয়ের প্রেমিকের বিরুদ্ধে। মৃতের নাম শেখ কুদ্দুস। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের বোলপুর থানার যজ্ঞনগর গ্রামে। ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমে সোমবার রাতেই বীরভূম-বর্ধমান বর্ডারের নতুনহাট ব্রিজ থেকে প্রেমিক গাজু শেখ ও কুতুবা খাতুনকে উদ্ধার করে বোলপুর থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ পেয়েই জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে বোলপুর ও নানুর থানার পুলিশ একটি স্পেশাল টিম গঠন করে। ঐ এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়ার সমস্ত রাস্তায় চেকপোস্ট বসিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন চলতে থাকে, ভোররাতে নতুনহাট ব্রিজ পেরিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ দু'জনকে আটক করে। অভিযুক্ত প্রেমিক গাজু শেখকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে এদিন বোলপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি কুতুবা খাতুনকে উদ্ধার করে সিউড়ি হোমে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুন ও অপহরণের মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জানান, রাতেই দু'জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ছেলেটিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালেই মেয়ের মা সামিমা বিবিকে ফোন করে মেয়ে উদ্ধারের খবর দেয় পুলিশ। অন্যদিকে, মেয়ে উদ্ধার হলেও তার ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তায় মা। সদ্য স্বামী হারিয়েছে। বাড়িতে নাবালক ছেলে। এই অবস্থায় মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে মেনে নেবে কিনা! তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় মা। কারণ মঙ্গলবার সকাল হতেই নতুন জামাই একরাশ অভিমান নিয়ে নিজের বাড়ি ফিরে গেছেন। সোমবার রাতে শ্বশুরবাড়িতে থেকে শ্বশুরের কবরে মাটি দিয়েছেন নতুন জামাই। পরিবারের লোকের কথায়, জামাই অভিমান করে বলে গেলো, এত কিছু যখন বিয়ে দিলেন কেন? আমার সঙ্গে কেন এমন হল! এদিকে যে প্রেমিকের কথায় বিয়ের পরে বাড়ি ছেড়েছে মেয়ে, সেই গাজু শেখের দৈনন্দিন জীবন যাপন অসংলগ্ন। তাই তার কাছে মেয়েকে রাখতে চান না মা সামিমা বিবি। তার কথায়, মেয়ের ভবিষ্যৎটা ভেসে গেল। স্বামী চলে গেলে। শ্বশুরবাড়িতে ওকে মেনে নেবে কিনা জানি না। গ্রামের ছেলে গাজুর প্রতি কোন ভরসা নেই। ও গহনা বিক্রি করে নেশা করে নেবে। মেয়েটার কী হবে জানি না! কাকার ছেলে সরিফুল শেখ বলেন, নেশাখোর ছেলের হাতে কোন অভিভাবক নিজের মেয়েকে তুলে দেবে। বন্দুক দেখিয়ে আমার বোনকে গহনা সহ তুলে নিয়ে গেছে গাড়িতে করে।

নেত্রীর ঘরে আগুন

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ ডিসেম্বর ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী রেখা গিরির বাড়িতে আগুন। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের মারিশদা থানার পশ্চিম কামারদা গ্রামে। অভিযোগের তির বিজেপির বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সোমবার রাতে রেখা গিরির বাড়ির পিছন দিকের দরজার শিকল তুলে কে বা কারা ঢুকে লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পরিবারের লোকজনেরা। এর পর কোনও রকমে পরিবারের বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসে বাড়ির লোকেরা। তবে আগুনে পুড়ে ছাই হয় গোটা বাড়ি সহ আসবাবপত্র। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, হিংসার বসে কে বা কারা এই আগুন লাগিয়েছে। কাঁথি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পীযুস পণ্ডা বলেন, এই পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল। যে কোনও বড় ধরনের ক্ষতি হতেই পারত। দরজা ভেঙে বের করতে হয়েছে ওদের। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চাইছি। কাঁথি জেলা বিজেপি নেতৃত্ব অসীম মিশ্র বলেছেন, এটা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের জন্য হয়েছে। তৃণমূলের নেতারাই নিজেদের কর্মীর আক্রমণ করছেন। ঘটনার অভিযোগ পেয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে মারিশদা থানার পুলিশ।

কোচবিহারে পালিত হল বীর বাল দিবস

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর ঃ কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে' র তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হলো 'বীর বাল' দিবস। কোচবিহার রেলস্টেশন সংলগ্ন জামাই বাজার এলাকায় অবস্থিত গুরুদ্বারায় এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কথিত আছে মোঘলদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন শিখ সম্প্রদায় যুদ্ধ ঘোষণা করে সেই সময় গুরু গোবিন্দ সিং-এর দুই পুত্র শিখ ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম ধর্ম অবলম্বনে অস্বীকার করায় তাদের জীবন্ত কবর দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই দিন থেকে শুরু করে প্রতিবছর এই বীর বাল দিবস পালন করা হয়।

SHRIRAM Finance

শ্রীরাম ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে পরিচিত শ্রীরাম ট্রান্সপোর্ট ফাইনান্স কোম্পানি লিমিটেড হিসাবে)

জনস্বার্থে সূচনা

এতদ্বারা আমাদের সমস্ত গ্রাহক এবং জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে আমাদের **তারকেশ্বর শাখা** বর্তমানে প্রাথম ফ্লোর, প্রিয় ভবন, ইরিগেশন অফিস বিপরীতে, গ্রাম চাঁপাডাঙা, থানা তারকেশ্বর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৪০১ অবস্থিত, স্থানান্তরিত হচ্ছে ৫১/বি, প্রথম ফ্লোর, চাউলপট্টি, পোস্ট অফিস এবং থানা-তারকেশ্বর, তারকেশ্বর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৪১০ ঠিকানায় আগামী ২৯ মার্চ, ২০২৪ থেকে।

সমস্ত গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন অফিসের ঠিকানায় নিজেদের প্রয়োজনে যোগাযোগ করার জন্য।

আঞ্চলিক বানিজ্যিক প্রধান

শিলিগুড়ি থেকে রাঁচি রুটে বাস চালুর
সিদ্ধান্ত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ ডিসেম্বর ঃ নতুন বছরে বেশ কিছু নতুন রুটে বাস চালাতে চলছে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। দীর্ঘ বহু বছর ধরে বন্ধ থাকা শিলিগুড়ি-রাঁচি রুটে পুণরায় বাস পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। এছাড়াও কোচবিহার থেকে দার্জিলিং রুটে প্রথম উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার বাস সার্ভিস চালু হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতাগামী বারোটি পুরনো বাস পরিবর্তন করে সেই রুটগুলিতে নতুন বাস দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার। আজ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার পরিবহন ভবনে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এমনটাই জানালেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। এছাড়াও কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলা বইমেলাকে সামনে রেখে জাতি স্বাচ্ছন্দ্য এবং

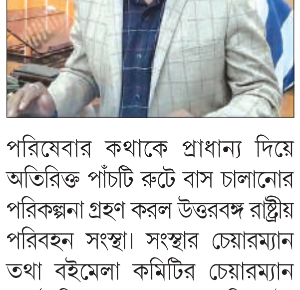

পরিষেবার কথাকে প্রাধান্য দিয়ে অতিরিক্ত পাঁচটি রুটে বাস চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। সংস্থার চেয়ারম্যান তথা বইমেলা কমিটির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানান, দিনহাটা তুফানগঞ্জ আলিপুরদুয়ার মাথাভাঙ্গা এবং ফালাকাটা রুটে রাতের বেলা সাড়ে ন'টার পর অতিরিক্ত একটি করে বাস চালানো হবে। যাতে কোন অবস্থাতেই সাধারণ মানুষ যারা মেলায় অংশগ্রহণ করতে আসবেন বা যারা বই কিনবেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তাদের কোনরকম অসুবিধা না হয়, তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে। প্রয়োজনে এই শেষ বাস আরও ১৫ মিনিট অপেক্ষা করবে যাত্রীদের জন্য। কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার বইমেলা যাতে সফলভাবে সম্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা করা। পার্থপ্রতিম রায় বলেন, সম্প্রতি আধুনিকতা এবং ইন্টারনেটের যুগে এখনও মানুষের মধ্যে বইয়ের প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। প্রথম দিনের কোচবিহার জেলা বইমেলা মাঠে ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি তার উদাহরণ। যতটুকু তথ্যসূত্র রয়েছে তাতে প্রথম দিন বইমেলাতেই দিনহাটা, তুফানগঞ্জ থেকে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী এসেছিলেন। মূলত তাদের কথা মাথায় রেখে এই অতিরিক্ত যাত্রী পরিষেবা প্রদান করতে চলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা।

পূর্ব বর্ধমানে ভ্রাম্যমাণ ইভিএম ভ্যানের উদ্বোধন করলেন জেলাশাসক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৬ ডিসেম্বর ঃ সামনেই লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে প্রশাসনিক প্রস্তুতি। ২০২৪ লোকসভাকে কেন্দ্র করে ইভিএম মেশিনের প্রদর্শন ও ভ্রাম্যমাণ ট্যাবেলোর শুভ উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। এদিন জেলাশাসক কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানে ফ্ল্যাগ নাড়িয়ে ট্যাবলোর উদ্বোধন করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক পুর্নেন্দু মাঝি। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অমিয় কুমার দাস সহ জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ইভিএম প্রদর্শনের এই ভ্রাম্যমাণ ভ্যানটি জেলার প্রতিটি ব্লকের বুথে বুথে পৌঁছাবে এবং ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে এই ইভিএম-এর পুরো বিষয়টি ভোটারদের কাছে তুলে ধরা হবে প্রদর্শনীর মাধ্যেমে। জেলাশাসক পুর্নেন্দু মাঝি বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে জেলার বিভিন্ন বুথে বুথে এই ভ্রাম্যমান ভ্যান পাঠানো হচ্ছে ইভিএমের বিষয়ে সচেতন করা হবে। এর মাধ্যেমে সাধারণ ভোটারকে বোঝানো হবে ইভিএম কি। কি ভাবে ভোট দিতে হবে, ভোটদানের পর তা সম্পূর্ণ হয়েছে কি না এবং যে চিহ্নে ভোটার ভোট দিয়েছে ঠিকভাবে হয়েছে কি না তা ভিভিপ্যাডের মাধ্যেমে বোঝানো হচ্ছে। এছাড়া জেলাশাসক ও মহকুমাশাসক কার্যালয়ে ইভিএম ও ভিভিপ্যাড মেশিন রাখা থাকছে অফিসে আগত সাধারণ মানুষের জন্য। ইভিএমের মাধ্যেমে দেওয়া ভোট সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত থাকে তা সাধারণ ভোটারকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান জেলাশাসক। তিনি আরও বলেন, এই ভ্রাম্যমাণ ভ্যান প্রথম পর্যায়ে ২০দিন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছাবে। এছাড়া এই প্রচার লোকসভা ভোটের আগে পর্যন্ত চলবে।

প্রতিবাদ তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি শহর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকেলে জলপাইগুড়ি শহরে এক ধিক্কার মিছিল শহর পরিক্রমা করে। জলপাইগুড়ি শহরের নেতাজিপাড়া বাস স্ট্যান্ড হয়ে বেগুনটারি হয়ে শহর পরিক্রমা করেন শহর ব্লক যুব তৃণমূলের কর্মীরা।

বদরপুরে স্থাপন এবং যোগান

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. মেক-এলএমজি-ইটি-১৬-২০২৩-২৪ তারিখঃ ২১-১২-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** বদরপুরেঃ বয়লারে জল যোগানের জন্যে বদরপুরে ৫০০০০ লিটারের ওয়াটার ষ্টরেজ ট্যাঙ্ক সহিত ৮০ কিলো লিটারের ডিসচার্জ ক্ষমতাসম্পন্ন ০১ টি লণ্ড্রী ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) এবং কুইক ওয়াটারিং সিস্টেম দ্বারা পুনর ব্যবহার করার জন্যে ডিসচার্জ ওয়াটার ষ্টোরেজের হেতু ৫০০০০ লিটার ওয়াটার ষ্টোরেজ ট্যাংকের স্থাপন এবং যোগান। । **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫১,৯১,৩৩০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,০৩,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ১৫-০১-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় । বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম

পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্য ই-নিলাম, বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-পার্কিং-এনজেপি-আর, **এসইকিউ নং ঃ** এএ/১, **লট নং./ক্যাটাগরি ঃ** পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএক্স-১০৫-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড), **বিবরণ ঃ** (কাটিহার ডিভিশনে) কিষানগঞ্জ/পিআরএস সাইডে দুই চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল। **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬, **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় ঃ** ০৪-০১-২০২৪, ১১.০০.০০, **নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ০৪-০১-২০২৪, ১১.৩০.০০। **এসইকিউ নং ঃ** এএ/২, **লট নং./ক্যাটাগরি ঃ** পার্কিং-কেআইআর-এসজিইউজে-এমএক্স-১০২-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড), **বিবরণ ঃ** (কাটিহার ডিভিশনে) শিলিগুড়ি জংশনে আরপিএফ অফিসের সামনে দুই চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল। **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬, **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় ঃ** ০৪-০১-২০২৪, ১১.০০.০০, **নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ০৪-০১-২০২৪, ১১.৪০.০০। **এসইকিউ নং ঃ** এএ/৩, **লট নং./ক্যাটাগরি ঃ** পার্কিং-কেআইআর-এসআরআই-এমএক্স-১০৬-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড), **বিবরণ ঃ** (কাটিহার ডিভিশনে) শালমারি স্টেশনে দুই চাকা, তিন চাকা ও চার চাকার জন্য পার্কিং লট, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল। **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬, **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় ঃ** ০৪-০১-২০২৪, ১১.০০.০০, **নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ০৪-০১-২০২৪, ১১.৫০.০০। **এসইকিউ নং ঃ** এবি/১, **লট নং./ক্যাটাগরি ঃ** পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি-১০৪-২৩-২ (পার্কিং-যাত্রী বহনকারী বাণিজ্যিক বাহন), **বিবরণ ঃ** নিউ জলপাইগুড়ি গুডস সেডে পার্কিং, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল। **ট্রিপ/দিন ঃ** ১০৯৬, **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় ঃ** ০৪-০১-২০২৪, ১১.০০.০০, **নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ০৪-০১-২০২৪, ১২.০০.০০। এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথি ইতিমধ্যে ২০-১২-২০২৩ তারিখে **www.ireps.gov.in** (ই-নিলাম) ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বৈদ্যুতিক সম্পদের ক্ষুদ্র মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-ডিওয়াই. সিইইপিএস-এমএল-০২/২৩-২৪/আরটি, তারিখ ঃ ২১-১২-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ঃ** ইএল-ডিওয়াইসিইইপিএস-এমএলজি-০২-২৩-২৪আরটি; **কাজের নাম ঃ** মালিগাঁও -এ: এক বছরের সময়সীমার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সদর দপ্তর কমপ্লেক্স, রেলওয়ে স্টেডিয়াম, রং ভবন ইত্যাদি সহ এসএসই/আইসি/পি/মালিগাঁও -এর অধীনে বৈদ্যুতিক সম্পদের ক্ষুদ্র মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৫১,১৩,২৩২.৭০ টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,০২,৩০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৫-০১-২০২৪** তারিখে **১৫:৩০** ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডেপুটি সিইই/পিএস/এমএলজি/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কম্পিউটার আধারিত বৃহৎ ডিসপ্লে সিস্টেমের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/৩০ তারিখঃ ২১-১২-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ ই-টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-৩০-২০২৩-২৪। **কাজের নামঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে কম্পিউটার আধারিত বৃহৎ ফরমেটের ডিসপ্লে সিস্টেমের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬৩,৮১,৬০৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,২৭,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময় ১৫-০১-২০২৪** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫-০১-২০২৪** তারিখে ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জল সরবরাহের জন্য ভাল্ভ-এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১৬৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ২১-১২-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ ৫৪-**এপি-II-**২০২৩। কাজের নাম ঃ** "আলিপুরদুয়ার জংশনে - ২৪ মাসের জন্য এসএসই (ডব্লিউ)I_আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে এসএসই /ডব্লিউ/।/আলিপুরদুয়ার জং., এসএসই (ডব্লিউ)II_আলিপুরদুয়ার জং. অধিক্ষেত্রের অধীনে আলিপুরদুয়ার স্টেশন ও কলোনি, এসএসই/ডব্লিউ/কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে কোচবিহার, দিনহাটা ও বামনহাট স্টেশন এবং কলোনিতে জল সরবরাহের জন্য ভাল্ভ-এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা এবং ইলেক ট্রো ক্লোরিনেটর্স-এর রক্ষণাবেক্ষণ।" টেন্ডার মূল্যঃ ১,৭৬,৯২,০৯৮.৭৯ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৩৮,৫০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৭-০১-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১৭-০১-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e- TENDER NOTICE

D.W.O., B.C.W. & T.D., Purba Medinipur invites e-tender vide NIT No. WB/BCWTD/NIT-02(e)/ 2023-24 & Tender ID: 2023_DMPM_628514_1, 2023_DMPM_628595_1, 2023_DMPM_628631_1, 2023_DMPM_628649_1, 2023_DMPM_628646_1, Online Bid submission end date on 05/01/2024 upto 4:00 P.M. Details may be seen on website http://wbtenders.gov.in

Sd/- D.W.O., B.C.W. & T.D.
Purba Medinipur

e-Tender Notice

e-tenders are invited by Prodhan, Lowa-Ramgopalpur Gram Panchayat under Galsi-1 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential from 15th CFC fund vide **TENDER ID- 2023_ZPHD_628134_1 to 2 and 2023_ZPHD_628175_1 to 3 and 2023_ZPHD_628221_1 to 2 and 2023_ZPHD_628256_1 and 2023_ZPHD_628402_1 to 2 .** Date of closing of Submission of Technical bid & Financial Bid on **04/01/2023 up to 14.00 IST.** For details visit the website: **http://wbtenders.gov.in**

E-Tender Notice No-27/ JAM-1/15th FC, 28/JAM-1/ 5th SFC, dt-22.12.2023

E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Jamalpur-1 G.P. from bonafide contractors to participate in the e-tender **from 23.12.2023 to 06.01.2024.** Date of opening **10.01.2024 at 11.00 AM** for further details. Visit the website **https:// wbtender.gov.in** or G.P. Office.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-1 Gram Panchayat
Jamalpur, Purba Bardhaman

E-Tender Notice No-29/JAM-1/ 5th SFC, dt-26.12.2023

E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Jamalpur-1 G.P. from bonafide contractors to participate in the e-tender **from 27.12.2023 to 12.01.2024.** Date of opening **15.01.2024 at 9.00 AM** for further details. Visit the website **https:// wbtender.gov.in** or G.P. Office.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-1 Gram Panchayat
Jamalpur, Purba Bardhaman

HIJALNA GRAM PANCHAYAT
BADGACHA :: PURBA BURDWAN
(Under Raina-I Panchayat Samity)

e-tender are invited by the Prodhan, Hijalna Gram Panchayat from bonafied and experience contractors for const. of Road and Culvert under HIJALNA G.P. from 5TH SFC Untied Fund 1st installment-2023-2024. **Vide NIT Memo No-518/HGP/2023-24 Date-23/12/2023,** For further details please visit **http://wbtendar.gov.in** portal.

Sd/-Prodhan
HIJALNA Gram Panchayat

সর্বশিক্ষা মিশন

Notice Inviting E-Tender
under SSM, Jalpaiguri
for details please visit : wbtenders.gov.in
E-tender has been floated by the undersigned for the following work
SSA-JAL/T-39/23-24 To
SSA-JAL/T-44/23-24
Dated- 22/12/2023

For details please visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
District Education Officer
SSA, Jalpaiguri

Office of The
Block Development Officer
Joypur Development Block
Purulia
NOTICE INVITING TENDER:
NIeT-06/BDO/JDB/2023-24

E-Tenders are invited by the undersigned from eligible bonafied contractors having requisite credential and other valid documents **up to 5.00 PM of 04/01/2024** for 15 Nos. of work. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtendersd.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Block Development Officer
Joypur Development Block

সংশোধনী

গত ১৭.১২.২০২৩ তারিখে 'দুরন্ত বার্তা'য় ৭ নং পাতায় প্রকাশিত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর দখলের বিজ্ঞপ্তিতে ক্রম নং. ২-এর ঋণগ্রহীতার নাম রামকৃষ্ণ ইট-এর পরিবর্তে হবে রামকৃষ্ণ ব্রিকস। বাকি অপরিবর্তিত থাকবে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

Office of the Banupur-1 Gram Panchayat
Under Sankrail Dev. Block Sankrail, Howrah
Notice Inviting E-Tender No. 01 to 08 of 2023-24

On behalf of Banupur-1 GP under Sankrail Dev. Block, Howrah invites e-Tenders from bonafide and experienced contractors having credential for total 8(Eight)Nos different works. Document download starting from(online) **23/12/2023 up to 12/01/2024.** Last date of submission of bid(online) **03/01/2024.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Banupur-1 Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender
Dahala Gram Panchayat
Kankradara - Bankura

NIeT No – 23(Sl. No 1 to 3) of 2023-24 (Tender ID: 2023_ZPHD_631090_1 to 3), under 5th SFC. Fund of different construction schemes e-Tender are hereby invited by Pradhan Dahala GP, Kankradara, Bankura. For further details please visit website **www.wbtenders.gov.in** and contact GP office.

Sd/- Pradhan
Dahala Gram Panchayat

OFFICE OF THE GB SONATALA GRAM PANCHAYAT
P.O-Chitrasenpur, Howrah-711412
Notice Inviting e-tender no-NIT(e)/GBSGP-04/2023-24

E-Tender is invited by the Prodhan, GB Sonatala Gram Panchayat, for 4(FOUR) nos different work. Document downloading (online) starts from **28.12.2023 at 11:30 am up to 03.01.2024 2:00 pm.** Bid submission (online) from **28.12.2023 11.30 am. Up to 03.01.2024 at 2.00 pm.** Bid opening date (online) on **06.01.24 at 11.30 am.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
GB Sonatala Gram Panchayat

Hirbandh Gram Panchayat
Vill : Tilaboni P.O.- Bauridiha P.S.- Hirbandh, Dist.- Bankura
Memo No : 526 / HirGP / 2023 Dated: 26 / 12 / 2023
NIT No-05/HirGP/2023-24(3rd Call)
NIT No-10/HirGP/2023-24(2nd Call)
NIT No-11/HirGP/2023-24

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of few Construction works in Hirbandh GP area details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO – Bauridiha, Dist. – Bankura.

Sd/-Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/AMR/NIT10/12e/ 23. Memo No-:4666/Eng/PB Dated : 26.12.2023

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for different civil works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2023_MAD_631071_1-10.** Closing date of Bid submission is **22.01.2024 up to 15.00 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-**https:// wbtenders.gov.in.**

Sd/-Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

Office of the
KANTBARI GRAM PANCHAYAT
Vill: Purusottampur, P.O: Agarda
Onda :: Bankura

Kantabari Gram Panchayat has invited Two (02) Nos of NIeT on 26/12/2023 Vide NIeT No:-15/2023-24, & NIeT No: 16/2023-24 Vide Memo no 383/15th FC-Tied/KGP & 384/15 th FC-Untied/KGP Dated 26/12/2023 scheduled to be open on **12/01/2024 (at 01.00 PM)** and last date of submission is on **10/01/2024 (up to 12:30 PM)** For more details please visit on:- **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Kantabari Gram Panchayat

E - TENDER NOTICE
1. NIT NO : WB MURSHIDABAD/149/BCW&TD/2023-24,Dated:- 26/12/2023

Name of the Work: Drinking water System with Solar powered standalone community Iron cum Arsenic advanced FRP pressure vessels & Media based (with NSF 372 & 61 & CSIR/BARC Certified) drinking water Purification system (with Auto Back wash Facility & IS:304/ food grade Stainless Steel (SS) water tank for product water, quality output as per IS-10500-2012) with 5 years Iron/Arsenic Media Replacement Warranty (for 2000 To 2500 LPH capacity)with First year Free Warranty Service And Annual Maintenance charges for 2nd year included-(i) near the house of Sarbeswar Hembram at Mukundabagh Gp under Murshidabad Jiaganj Development Block (ii) near the house of Chanda Sardar, Village- Satlaxmi at Mukundabagh GP under Murshidabad Jiaganj Development Block (iii) near the house of Supal Murari, Village. Dhamua at Dahapara GP under Murshidabad Jiaganj Development Block (iv) at Pasai village, Mouza-Bahapara in Mirzapur G.P. under Ragunathganj-I Dev. Block (v) at house of Amal Murmu village-Gankar in Mirzapur G.P. under Ragunathganj-I Dev. Block, Dist-Murshidabad. 2. Amount put to tender: (i) Rs. 12,34,564/- (ii) Rs. 12,34,564/- (iii) Rs. 12,34,564/- (iv) Rs. 12,34,564/- (v) Rs.12,34,564/- 3. Earnest Money: (i) Rs.24,692/- (ii) Rs.24,692/- (iii) Rs. 24,692/- (iv) Rs. 24,692/- (v) Rs.24,692/- - 4. Date of download/sell closed date (online): **09/01/2024 Up to 5:00 p.m.** More information may be had in the office of the P.O-cum-D.W.O, Murshidabad.

Sd/- P.O-cum-D.W.O.
Backward Classes Welfare & Tribal Development
Murshidabad

ফর্ম জি
আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান করা হচ্ছে
মে. কারনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর জন্য
কলকাতা
উৎপাদনের সাথে যুক্ত
লৌহঘটিত এবং অ-লৌহঘটিত সামগ্রী
(অধীন সাব-রেগুলেশান (১) রেগুলেশান ৩৬এ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ইনসলভেন্সি রিসলিউশান প্রোসেস ফর কর্পোরেট পার্সন্স) রেগুলেশান্স, ২০১৬)

ক্র.	অনুসারী বিবরণী	
১.	বানিজ্যিক ঋণীর নাম সঙ্গে প্যান সিন / এলএলপি নং.	কারনেশান ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড PAN : AABCC0379E L27209WB1983PLC035920
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৯/সি কুমার পাড়া রোড, ২য় ফ্লোর, লিলুয়া হাওড়া-৭১১২০৪।
৩.	ইউআরএল ওয়েবসাইট	https://carnationindustries.com/
৪.	যেখানে বেশিরভাগ স্থায়ী সম্পদ রয়েছে তার স্থান	২২২, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০১৭
৫.	মূল সামগ্রী / পরিষেবার ক্ষমতা	বর্তমানে সেখানে কোন উৎপাদন ইউনিট পরিচালিত নেই
৬.	পরিমান এবং মূল্য মূল সামগ্রী / পরিষেবার যা বিক্রয় হয়েছে শেষ আর্থিক বছরে	আ.ব. ঃ ২০২২-২৩ মোট আয় ঃ ৩.২২ লক্ষ পরিচালিত রাজস্ব ঃ শূন্য
৭.	কর্মী / শ্রমিকের সংখ্যা	২
৮.	পরবর্তী বিস্তারিত সঙ্গে সর্বশেষ জ্ঞাত আর্থিক বিবরণী (সারণী সহকারে) দুই বছরের, তালিকা ঋণদাতাদের যা পাওয়া যাবে ইউআরএল-এ ঃ	যোগাযোগ করার ইমেল ঃ ca.a.gangoly@gmail.com carnationinsolvency@gmail.com
৯.	সমাধান আবেদনের যোগ্যতা অধীন সেকশান ২৫(২) (এইচ) কোড প্রাপ্তির ইউআরএল ঃ	যোগাযোগ করার ইমেল ঃ ca.a.gangoly@gmail.com carnationinsolvency@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশের আবেদনের শেষ তারিখ	১১ জানুয়ারি, ২০২৪
১১.	আগ্রহী সমাধান আবেদনের অস্থায়ী তালিকা প্রকাশের তারিখ	২২ জানুয়ারি, ২০২৪
১২.	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ	২৭ জানুয়ারি, ২০২৪
১৩.	আগ্রহী সমাধান আবেদনের চূড়ান্ত তালিকা জারির তারিখ	৭ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
১৪.	মেমোরাণ্ডাম, মূল্যমান মূল্যায়ন এবং সমাধান পরিকল্পনার অনুরোধ আগ্রহী সমাধান আবেদনের জারি করার তারিখ	১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
১৫.	সমাধান পরিকল্পনা জমার শেষ তারিখ	১৩মার্চ, ২০২৪
১৬.	আগ্রহ জমা করার ইমেল আইডি	ca.a.gangoly@gmail.com carnationinsolvency@gmail.com

স্বা /-
অনুব্রত গাঙ্গুলি
অন্তবর্তী সমাধান আধিকারিক
IBBI : IPA-001/IP-P-02662/202223/14072
AFA: AA1/14072/02/180624/105827 vaild upto 18.06.2024
১৬/২, টেম্পেল গার্ডেন্স, পোস্ট ও থানাঃ নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩

তারিখ ঃ ২৭.১২.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

দুরন্ত ভ্রমণ

দার্জিলিং তো অনেক হল!এবার চলুন এই অফবিটে, পাশে পাবেন নেপালকেও

বছর শেষ হতে আর মাত্র কয়েক দিন, আর বর্ষ শেষের রাত মানেই বাঙালির একদল ভিড় করবে পার্ক স্ট্রিটে। আর একদল যাবে দার্জিলিং। গত কয়েক বছরের ছবি বলছে, বর্ষবরণের রাতে দার্জিলিংয়ের ম্যাল যে পরিমাণ পর্যটকদের ভিড় হয়, তা হার মানাতে পারে পার্ক স্ট্রিটকেও। এ বছরও যে তার ব্যতিক্রম হবে না, তা আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনের টিকিট সব বুকট! দার্জিলিং-র ছোট থেকে বড় কোনো হোটেল বা হোমস্টে ও ফাঁকা নেই। কী ভাবছেন! বর্ষ বরন বাড়িতেই কাটাতে হবে? বর্ষ বরন যদি শৈল শহরে করার ইচ্ছে রাখেন তবে ঢু মেরে দেখতে পারেন দার্জিলিংয়ের খুব কাছের একটি ছোট্ট গ্রাম লেবং। শৈলশহর থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার নীচে অবস্থিত লেবং। দার্জিলিং থেকে লেবংয়ের উচ্চতার পার্থক্য খুব বেশি ফারাকও নেই। লেবংকে পাহাড়ি গ্রাম বললে ভুল হবে। এটা দার্জিলিংয়ের কোলে লুকিয়ে থাকা একটা ছোট্ট উপত্যকা। ১৮৫০- এর দশকে দার্জিলিং পাহাড়ের কোলে এই লেবং চা চাষ শুরু হয়। বিখ্যাত গোর্খা স্টেডিয়াম এই লেবংয়েই অবস্থিত। ঘুম পেরিয়ে লেবং। চা বাগানের পাশ দিয়ে পৌঁছাতে হয় সেখানে। লেবংয়ের চা বাগানের উপরেই হোম- স্টে। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় বিস্তীর্ণ সবুজ চা বাগান। দেখা যায় বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা রেঞ্জও। আর দেখা যায় নেপালের পাহাড়। দার্জিলিং থেকে লেবং পৌঁছাতে গেলে আপনাকে নেপাল সীমান্তের পাশ দিয়েই যেতে হবে। লেবংয়ের কোলে বসে দেখা যায় কালিম্পং, নামচি, সিকিমও। দার্জিলিংয়ের ভিড়ভাট্টা এড়াতে চাইলে বেছে নিতে পারেন লেবংকে। লেবংয়ে একটি রেস কোর্সও রয়েছে। ৫ মিনিটের হাঁটা পথে ঘুরে নিতে পারেন সেটাও। এছাড়া গ্রাম থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে রংডং খোলা নদী। গ্রামের পাহাড়ি পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে আসতে পারেন নদী থেকে। লেবং থেকে ঘুরে নেওয়া যায় আরও একটি দেশ- নেপাল। সুখিয়াপোখরি পেরিয়ে চলে যেতে পারেন ভারত-নেপাল সীমান্তে। সেখানে রয়েছে পশুপতিনগর। সস্তায় জ্যাকেট, ছাতা, প্রসাধনী বা কোনও বৈদ্যুতিন যন্ত্র কিনতে পারেন এখানে। তবে, পশুপতি মার্কেট থেকে বুঝেশুনে জিনিস কেনাই ভালো। পশুপতি মার্কেট ঘুরে আবার ফিরে আসতে পারেন লেবংয়ে। কিংবা যেতে পারেন ঘুমে। লেবং যাওয়ার সুবিধা হল, আপনি দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনে চেপেও পৌঁছাতে পারেন এই গ্রামে। এছাড়া দার্জিলিং বা নিউ জলপাইগুড়ি যে কোনও জায়গা থেকেই লেবং যাওয়ার গাড়ি পেয়ে যাবেন। ডিসেম্বরের ছুটিতে কোথায় যাবেন, এখনও প্ল্যান না করে থাকলে লেবংয়ের কথা ভাবতে পারেন।

বুকিং নেই, ফিরতে হল বহু পর্যটককে

ভিনরাজ্যের মানুষের কাছে সুন্দরবন হল একটি অন্যতম ট্রাভেল ডেস্টিনেশন। প্রতিবছর সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গলের চাক্ষুষ করতে, প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করতে কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত হন এই হেরিটেজ জঙ্গলে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বড়দিনের ছুটিতে বহু মানুষ পা

রাখলেন সুন্দরবনে। অবস্থা এমনই যে, প্রায় সমস্ত হোটেলেই ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই অবস্থা। ফলে, একটা বড় সংখ্যক পর্যটককে সুন্দরবনে এসেও খানিক ঘুরেই ফিরে যেতে হল বুকিং না করায় হোটেলের রুম না পেয়ে। রয়াল বেঙ্গল টাইগার, চিতল হরিণ আর শীতের দিনে বালির চরে রোদ পোহানো কুমির দেখতেই মূলতঃ মানুষের উৎসাহ থাকে বছরের এই কয়েকটা দিন। তবে এখন ইলিশ উৎসবকে কেন্দ্র করেই শীতের মতো বর্ষাকালেও ভিড় উপচে পড়ে সুন্দরবনে। নভেম্বর মাস থেকে শুরু হওয়া পর্যটকদের ঢেউ এখন শুধুই সুন্দরবনমুখী। উপচে পড়া ভিড়ে এখন হোটেলগুলিতে তিলধারণের জায়গা নেই। লঞ্চ, হোটেলগুলিও ভিড়ে পরিপূর্ণ। ২৩ ডিসেম্বর থেকে তিনদিনে অন্তত ৬৯-৭০ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছে সুন্দরবনে। তবে বনদপ্তরের তরফ থেকে প্রতিনিয়ত পর্যটকদের জন্য নেওয়া হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, জঙ্গলের মধ্যে পর্যটকদের মদ্যপান রুখতে বিভিন্ন এলাকায় নজরদারির ব্যবস্থা করিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে নজর মিনারগুলিতে ভিড় বেড়েছে প্রায় সারাদিন ধরে। সুন্দরবনের সজনেখালি, সুধন্যখালি, দোবাঁকি, বুড়ির ডাবরি, ঝিঙাখালি কলস, বনি ক্যাম্প এই সমস্ত জায়গাতেই মূলত পর্যটকদের আনাগোনা সব থেকে বেশি। ঝড়খালিতে ও ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে এবং চিড়িয়াখানাতে ভ্রাম্যমাণ প্রচুর মানুষ একদিনের ছুটি কাটাতে চলে যাচ্ছেন সেখানে। ভাইজাগ থেকে আগত প্রিয়াঙ্কা সিং বলেন, 'বছর কাজের চাপে সেই ভাবে বেরোনো হয় না। এখন ছুটি পেলাম তাই একদিনের জন্য ঝড়খালি চলে এলাম। কোথাও হোটেল, বোট সেইভাবে পাওয়া গেল না। তা হলে আরও দু- একদিন ছুটি কাটিয়ে ফেলা যেত। আমাদের কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না সুন্দরবন সম্পর্কে। আগে থেকে বুক করে এলে তিন দিন এখানেই কাটিয়ে যেতাম।'' হোটেল ও বোটগুলিতে ভালো ভিড় হওয়ায় খুশি পর্যটক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য ট্যুর অপারেটররাও। পাখিরালয়, দয়াপুর, বালি আইল্যান্ড- সহ বিভিন্ন দিকে যে সমস্ত হোটেল বা হোম স্টে আছে সেগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিড় হয়েছে শনিবার থেকে। দাম বেড়েছে হোটেলের রুমেরও। দেড় হাজার টাকার রুম বিক্রি হচ্ছে ৩ হাজার টাকায়। তারপরও মিলছে না ঘর। এই বিষয়ে সুন্দরবন টুরিস্ট বোট ইউনিয়নের পক্ষে আমিনুর মিদ্দে বলেন, এবং লঞ্চ পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও হোটেলের রুম না পাওয়ার কারণেই বহু মানুষকে ফিরে যেতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বহু মানুষ বুকিং না করে আসার কারণেই সমস্যা আরও বেড়েছে।''

খুলে গেল ওয়াসেফ মঞ্জিলের দরজা!

মুর্শিদাবাদকে কলে নবাবের শহর বলেই সকলে চেনেন। এই শহরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে না না ঐতিহাসিক নিদর্শন। এবার সেই মুর্শিদাবাদের পর্যটন মানচিত্রেই যুক্ত হল আরও এক নতুন পালক। দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে খুলে গেল ওয়াসেফ মঞ্জিল। নতুন বছরে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল মুর্শিদাবাদের ওয়াসেফ মঞ্জিল বা নিউ প্যালেস। পর্যটনের মরসুমে আইন বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দফতরের যৌথ প্রচেষ্টায় নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে নিউ প্যালেস। শুধুমাত্র ঘণ্টা নয়, নবাব আমলের বহু দলিল-দস্তাবেজ সহ ঐতিহাসিক সামগ্রী সংরক্ষণ করা রয়েছে এই প্যালেসে।নিউ প্যালেসের এস্টেট ম্যানেজার জানিয়েছেন, রবিবার থেকেই ওয়াসেফ মঞ্জিল সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে হাজারদুয়ারির পাশাপাশি এই মিউজিয়ামও ঘুরে দেখতে পারবেন পর্যটকেরা। জানা যায়, নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে ওই প্যালেসে বাজানো হত এক বিশাল আকৃতির এক ঘণ্টা। তাতেই বোঝা যেত সময়। প্রায় ১৬ বছরের বেশি সময় ধরে সেই ঘণ্টা বাজেনি। পুরসভার উদ্যোগে সেই ঘণ্টা আবার বাজানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

নৌবাহিনীতে আইএনএস ইম্ফল

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বর ঃ আরও শক্তি বাড়ল ভারতের, এবার ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হল রণতরী আইএনএস ইম্ফল। মঙ্গলবার মুম্বইয়ের নৌ ডকইয়ার্ডে ভারতীয় নৌবাহিনীর কমিশন অফ স্টিলথ গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার 'ইম্ফল'-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরিকুমার ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে।

বড়দিনে মেট্রো ৫.২১ লাখেরও বেশি যাত্রী বহন করেছে

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ বড়দিনে অর্থাৎ ২৫.১২.২০২৩ তারিখে মেট্রো রেলওয়ে ৫,২১,৯৮০ জন যাত্রী বহন করেছে। মেট্রো ব্লু লাইনে ৪,৯৬,৭৬২ যাত্রী বহন করেছে যা গত বছরের গণনার চেয়ে ২৪,২০০ বেশি। ২৫ ডিসেম্বর দমদমে সর্বাধিক যাত্রী সংখ্যা ৫২,৭৫১ রেকর্ড করা হয়েছে। এসপ্ল্যানেড এবং রবীন্দ্র সদনে যথাক্রমে ৪২,২৮৭ এবং ৩৩,১১২ যাত্রী সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছে। গত বছর ক্রিসমাসে, এই দুটি স্টেশনে যথাক্রমে ৪১,৯৩৭ এবং ৩১,৯০০ যাত্রী সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছিল। পার্ক স্ট্রিট ৩৭,০৫৮ যাত্রী সংখ্যা রেকর্ড করেছে। গত বছরের বড়দিনে এই সংখ্যা ছিল ১৮,৯৯০। ১৯৪ টি পরিষেবা ব্লু লাইনে বড়দিনের ভিড় পরিচালনা করার জন্য চালানো হয়েছিল। আরও ভাল পরিষেবা প্রদান এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত আরপিএফ অফিসার এবং কর্মী মোতায়েন করে তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মহিলা আরপিএফ কর্মীদেরও মোতায়েন করা হয়েছিল। স্টেশন কর্মীরা মেট্রো ব্যবহারকারীদের সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদানের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, এসপ্ল্যানেড এবং রবীঃদ্র সদন স্টেশনে অতিরিক্ত বুকিং কাউন্টার খোলা হয়েছে। যাত্রীদের সঠিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। গ্রিন লাইনে ২৪,৭৪৩ জন যাত্রী এবং পার্পল লাইনে ৪৭৫ জন যাত্রীকে ব।দিনে বহন করা হয়েছিল। ব।দিনে মেট্রো রেলওয়ে দ্বারা প্রদত্ত শীর্ষ-শ্রেণীর পরিষেবাগুলিতে মেট্রো যাত্রীরা তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। মেট্রো কর্তৃপক্ষের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং ত্রুটিহীন ব্যবস্থা মসৃণ, ঝামেলামুক্ত, নিরাপদ ও সুরক্ষিত মেট্রো পরিষেবা প্রদান করতে সাহায্য করেছে।

ভারতে সক্রিয় রোগী বেড়ে ৪,১৭০ করোনায় আক্রান্ত ১১৬ জন, মৃত ৩ জন

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমলেও, ভারতে নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে করোনাভাইরাসের নতুন উপরূপ। ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের করোনার নতুন উপরূপে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৯ জন। আর বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ১১৬ জন। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা- রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৪,১৭০- তে পৌঁছেছে এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩৩,৩৩৭। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৭২,১৫৩ জন করোনা- রোগী, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৯৩ জন। মোট টিকাকরণের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭৯,০৮১-তে পৌঁছেছে।

সোমানি সেরামিকস 'সোমানি ম্যাক্স' ব্র্যান্ডের 'Coverstone ১৫' লঞ্চ করেছে

কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ সেরামিক টাইলস ও অ্যালায়েড প্রোডাক্টের গ্লোবাল লিডার, SOMANY সেরামিকস লিমিটেড, অত্যন্ত গর্বের সাথে, সংস্থার নতুন ব্র্যান্ড ভার্টিকাল 'সোমানি ম্যাক্স'-এর অধীনে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত ১৫ মিলিমিটারের লাক্সারি স্ল্যাবের কালেকশন, 'Coverstone ১৫'-এর আবরণ উন্মোচন করেছে। মুম্বইতে এই লঞ্চ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান বিশাল ব্যাপ্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমানির FSC (ফ্রিটেজ কম্প্যাক্ট স্ল্যাব) টেকনোলজি দ্বারা 'Coverstone ১৫' পরিচালিত হয় যা অত্যন্ত বেশি তাপমাত্রায় নিখুঁত ও সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতুলনীয় সারফেসের গুণাগুণ অর্জন করতে সাহায্য করে। এর ফলস্বরূপ, একটি ঘন, শক্ত এবং কোনও ধরনের ছিদ্র না থাকা টেকসই সারফেস তৈরি করা সম্ভব হয় যা খুব বেশি মাত্রায় আগুন, রাসায়নিক, কোনও দাগ ও আঁচড়-প্রতিরোধক হয়। সোমানি সংস্থা, গুজরাটের মোরবিতে ২৭ একর জুড়ে বিস্তৃত একটি সুসংহত প্লান্ট স্থাপন করেছে যেখানে লেটেস্ট CONTINUA টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। এই নতুন কারখানার অ্যাক্টিভিটির সাথে অপ্টিমাইজ করা প্রোডাকশন প্রক্রিয়া সংযুক্ত করা হয়েছে যেখানে উপাদনের জন্য ব্যবহৃত চুল্লিতে হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহারের জন্যও প্লান্টকে উপযুক্ত করে তোলা হয়েছে। সোমানি সেরামিকস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও, মিঃ অভিষেক সোমানি বলেন, নতুন নতুন উদ্ভাবনের প্রতি আমাদের অপ্রতিরোধ্য দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসাবে, আমরা FSC টেকনোলজি সহ অত্যাধুনিক 'Coverstone ১৫' রেঞ্জ চালু করেছি, যেখানে ভারতে প্রথমবারের জন্য অনেক বড় সাইজ ও অসাধারণ ফিনিশিংয়ের প্রোডাক্ট গ্রাহকের জন্য চালু করা হচ্ছে। এই ধরনের স্ল্যাবের মাধ্যমে, কিচেন টপ, কাউন্টারটপ, সিঁড়ির ধাপ, ফ্লোরিং, ওয়াল ক্ল্যাডিং, বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচার এলিমেন্ট, উইন্ডো ও লিফ্‌ট সিলিং ইত্যাদির জন্য সঙ্গতিপূর্ণ সৌন্দর্যায়ন, গ্রাউট লাইনকে সমান করা এবং নতুন স্টাইল ও আকার প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। কোনও পালিশ করা মার্বেলের ঝকঝকে লুক, কাঠের সারফেসের আকর্ষণীয়তা ও আমেজ অথবা ন্যাচরাল স্টোনের খসখসে সারফেস, যেকোনও ধরনের সৃজনশীল লুকের অসীম সম্ভাবনা 'সোমানি ম্যাক্স'-এর মাধ্যমে আপনি পেতে পারেন, যা আপনাকে সৃজনশীলতার আরও গভীরে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে।

চুক্তিভিত্তিক কাজের দিন শেষ, রাজ্যের ৪ লাখ শিক্ষককে স্থায়ী করতে চলেছে বিহার সরকার

পাটনা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ গোটা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাটাই চলে কনট্রাক্টে। সেই পরিস্থিতি বদল করা চেষ্টা করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। গত ৫ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নীতীশ। তার মধ্যে একটি হল রাজ্যের ৪ লাখ চুক্তিভিত্তিক শিক্ষককে তিনি স্থায়ী করছেন। মোট ২৯টি কর্মসূচিতে সবুজ সংকেত দিয়েছে নীতীশ কুমার ক্যাবিনেট। এর মধ্যে রয়েছে কিছু নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও। রাজ্যের ৪ লাখ চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের স্থায়ী করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে শুরু করে দিয়েছে সরকার। তবে এর মধ্যে শর্ত রয়েছে। স্থায়ী হতে গেলে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের একটি পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। ওই পরীক্ষাটি নেবে বিহার স্কুল একজামিনেশন বোর্ড। তবে যারা ইতিমধ্যেই বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত টিচার্স রিক্রুটমেন্ট একজাম পাশ করেছেন তাদের আর নতুন করে পরীক্ষা দিতে হবে না। উল্লেখ্য, গত ৩ নভেম্বর রাজ্যের ১.২০ লাখ শিক্ষককে নিয়োগপত্র দিয়েছে বিহার সরকার। এদিন পাটনার গান্ধী ময়দানে এক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে ২৫ হাজার নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। যে ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে ৭০,৫৪৫ জন প্রাথমিক শিক্ষক ও ২৬,০৮৯ জন সেকেন্ডারি ও ২৩,৭০২ জন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক। মোট শিক্ষকদের ৪৮ শতাংশ মহিলা। ওই দিন নীতীশ কুমার ঘোষণা করেন, রাজ্যে মোট ১০ লাখ চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিল সরকার। আগামী ১৮ মাসের মধ্যে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার ১০ লাখ চাকরি দেওয়ার পাশাপাশি আরও দশ লাখ চাকরির সুযোগ তৈরির কথা বলেছিল। সেই প্রতিশ্রুতি আগামী দেড় বছরে করবে সরকার।

পণবন্দিদের পরিবারের বিক্ষোভ, পার্লামেন্টে ভাষণের মাঝ পথে থামলেন নেতানিয়াহু

জেরুজালেম, ২৬ ডিসেম্বর ঃ এখনও হামাসের হাতে পণবন্দি শতাধিক ইজরায়েলি । এই পণবন্দিদের পরিজনদের ক্ষোভের মুখে পড়লেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু । পার্লামেন্টে বক্তৃতা রাখার সময় সকলের প্রশ্ন বাণে বিদ্ধ হলেন নেতানিয়াহু। মাঝপথেই তাঁকে ভাষণ থামাতে হয়। যদিও ফের বক্তৃতা শুরু করে তিনি আশ্বাস দেন, বন্দিদের ফিরিয়ে আনতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব। সোমবার পার্লামেন্টে বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। সেই সময়ই ক্ষোভ উগড়ে দেন পণবন্দিদের পরিজনরা। প্রিয়জনদের নাম লেখা পোস্টার, ছবি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করেন সকলে। নেতানিয়াহু সকলকে আশ্বস্ত করে বলেন, সেনার অভিযান শেষ করতে আরও সময় দরকার। এরপরই সুর চড়ান সকলে। নেতানিয়াহুর কথার বিরোধিতা করে সকলে চিৎকার করে বলেন, আর কোনও সময় নেই। যা করতে হবে এখনই করতে হবে। এখন মানে এখনই। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে পরিজনরা বলেন, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনি সকলকে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু এই ৮০ দিন অনেক সময়। এখন প্রতিটা দিন আমাদের নরকের মতো কাটছে। সরকারের সমস্ত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে নেতানিয়াহু বলেন, আমরা প্রত্যেকটা কোণা খুঁজে দেখছি। আমাদের প্রয়াসে কোনও ত্রুটি নেই। অপহৃত সকলকে আমরা ফিরিয়ে আনবই। তাঁরা প্রত্যেকেই আমাদের কাছে সমান মূল্যবান। যেদিন থেকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে আমি পণবন্দিদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলছি। দেখা করছি। সকলের কথা শুনছি। গাজায় সৈন্যরা প্রাণ হারিয়েছেন। আমাদের সন্তানদের বলিদান আমরা বৃথা যেতে দেব না। যারা আমাদের মৃত্যু কামনা করছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা জয় নিশ্চিত করবই। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। ওই আক্রমণে মৃত্যু হয় ১২০০ জন ইজরায়েলির। জেহাদিদের হাতে পণবন্দি হন ২৫০ জন। গত নভেম্বর মাসে সাময়িক যুদ্ধ বিরতিতে মুক্ত হয়েছিলেন ১০৫ জন। কিন্তু এখনও বন্দি রয়েছেন শতাধিক। গাজা ভূখণ্ডে এপর্যন্ত প্রায় ১৫০ জন ইজরায়েলি সৈনিকের মৃত্যু হয়েছে।

অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধনের আমন্ত্রণপত্রে কী আছে? জেনে নিন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৬ ডিসেম্বর ঃ রামমন্দির উদ্বোধন ঘিরে সাজ সাজ রব! আগামী বছরের ২২ শে জানুয়ারি উদ্বোধন হবে রাম মন্দিরের। ইতিমধ্যেই অতিথিদের কাছে আমন্ত্রণপত্র পাঠাতে শুরু করে দিয়েছে রামজন্মভূমি ট্রাস্ট। রামমন্দিরের অন্দরমহল দেখার আগে সেই আমন্ত্রণপত্রের অন্দরমহল দেখল । যা দেখে বোঝা যাচ্ছে, নিছক আমন্ত্রণপত্র নয়, আমন্ত্রিতদের কাছে সেটি পাঠানো হচ্ছে সংরক্ষণযোগ্য এক 'ঐতিহাসিক দলিল' হিসেবেও। আমন্ত্রণপত্রটি রয়েছে একটি গেরুয়া রঙের ব্যাগের ভিতর। ব্যাগের উপরে লেখা 'রামমন্দির অযোধ্যা'। ব্যাগটি খুললে ভিতরে একটি কাঠের বাক্স। মাঝে রয়েছে রামের প্রতীক, হাতে ধরা তির-ধনুক। সঙ্গে সূর্য প্রতীক। আমন্ত্রণপত্রের বাক্সের উপরেও রয়েছে একই কথা লেখা ও প্রতীক আঁকা। পাশাপাশি রামমন্দিরের স্কেচ। আমন্ত্রণপত্রের বাক্সটি খুলতে হচ্ছে ছোট্ট একটি ছিটকিনি ঘুরিয়ে। যার মধ্যে আবার আঁকা হনুমানের গদা। জমকালো আমন্ত্রণপত্রের প্রথম পাতায় সিংহাসনে বসা রাম-সীতার ছবি। পাশে রামের ভ্রাতা এবং পদতলে রামভক্ত হনুমান। সেই ছবির পরের পাতায় বাঁ দিকের অংশে রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ। ডান দিকের পাতায় রয়েছে অযোধ্যার মাটির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য ও রামচরিত মানসের আংশিক উল্লেখ। ওই পাতা উল্টোলেই দেখা যাবে একটি কাঠের বোর্ডে রামের বাণী এবং নীচের দিকে দু'টি অংশ। একটি অংশে রয়েছে কাঁচের ছোট্ট একটি শিশি। কাঠের ঢাকনা দেওয়া সেই শিশির ভিতরে রয়েছে অযোধ্যার মাটি। যার মুখ লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। অন্য খোপে রয়েছে একটি তামার মুদ্রা। লেখা আছে, সেটির ওজন ১০ গ্রাম। মুদ্রার এক পিঠে রয়েছে খোদাই করা রামের মুখাবয়ব। অন্য পিঠে খোদাই করা রামমন্দিরের কাঠামো। গোটা আমন্ত্রণপত্রেই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি দেবনাগরী হরফেও রয়েছে প্রাচীনত্বের ছোঁয়া। তামার মুদ্রা এবং শিশিতে অযোধ্যার মাটির মধ্যেও রয়েছে 'হিন্দু সংস্কৃতি'। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের কাছে আমন্ত্রণ পাঠাতে শুরু করেছে রামজন্মভূমি ট্রাস্ট। তবে বিরোধী শিবিরের অনেকেই সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে তাঁদের অপারগতার কথা জানিয়ে দিচ্ছেন। ২০১৯ সালে অযোধ্যা মামলার রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ। ঐতিহাসিক সেই মামলার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যার 'বিতর্কিত' জমিতে রামমন্দির নির্মাণের অনুমতি দেয়। ২০২০ সালের ৫ আগস্ট রামমন্দিরের ভূমিপূজন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সময়েই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই রামমন্দিরের উদ্বোধন হবে। আগামী ২২ জানুয়ারি তা হতে চলেছে। তার আমন্ত্রণপত্রে পৌরাণিক ছোঁয়া রাখলেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

Name Change
I SOVA NAHA , W/O NITAI NAHA, R/O 23/74, OLD NIMTA ROAD, RABINDRA KANAN, KAMARHATI-700056, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOVA RANI NAHA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. SOVA NAHA AND SOVA RANI NAHA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I NAHA PARNITA NITAI, D/O NITAI NAHA, RESIDING AT 23/74 OLD NIMTA ROAD,RABINDRA KANAN, KAMARHATI, NORTH 24 PARGANAS - 700056, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARAMITA NAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. THAT NAHA PARNITA NITAI AND PARAMITA NAHA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I ANUP KUMAR BISWAS, SON OF NEPAL BISWAS, RESIDING AT ANANDANAGAR, SHASTI TALA, ARANGHATA, TAHERPUR,NADIA-741501, WEST BENGAL. SHAL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANUP BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT RANAGHAT,WEST BENGAL ON 21/12/2023. THAT ANUP KUMAR BISWAS AND ANUP BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUJAUR ISLAM, RESIDING AT TALSA, ASHOK NAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 743234, WEST BENGAL.THAT MY FATHER MD SUKUR ALI MONDAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUKUR ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023.THAT MD SUKUR ALI MONDAL AND SUKUR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I PROHALAD DHALI, S/O RAMDHAN DHALI, R/O BIRA, ARANGHATA, DHANTALA, PO ARANGHATA , SUB DISTRICT RANAGHAT -II, PIN-741501, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAHLAD DHALI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. PRAHLAD DHALI AND PROHALAD DHALI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUNIL BHUTORIA, S/O BAHADUR SINGH BHUTORIA, R/O 19B, BISWAS PARA LANE, FLAT NO 2AB, HABITAT BUILDING, TOLLYGUNGE, KOLKATA - 700033, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNIL KUMAR BHUTORIA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. SUNIL BHUTORIA AND SUNIL KUMAR BHUTORIA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SONAM TIWARI, W/O VIJAYENDRA OJHA, R/O 115, G.T. ROAD, SALKIA, PS GOLABARI, HOWRAH -711106, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SONAM OJHA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. SONAM TIWARI AND SONAM OJHA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Rathin Ray (পুরাতন নাম) পিতা Tarun Roy, ঠিকানা - Chak Ramnagar, P.O.- R.C Thakurani, P.S.- Haridevpur, Kolkata- 700104, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ২৬.১২.২০২৩ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rathin Kumar Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rathin Kumar Roy (নতুন নাম) এবং Rathin Ray (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Vinay Mishra (পুরাতন নাম) পিতা Deo Narayan Mishra, ঠিকানা - 41, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata-700020, P.S.- Bhawanipore, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ২৬।১২।২০২৩ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Vinay Kumar Mishra (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Vinay Kumar Mishra (নতুন নাম) এবং Vinay Mishra (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Deb Narayan Mishra (পুরাতন নাম) পিতা Dukha Mishra, ঠিকানা - 41, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata-700020, P.S.- Bhawanipore, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ২৬।১২।২০২৩ এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Deo Narayan Mishra (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Deo Narayan Mishra (নতুন নাম) এবং Deb Narayan Mishra (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I JOHN GAHATRAJ,S/O EGNESIYAS, RESIDING AT SINGTAM ROAD NEAR POWER HOUSE DARJEELING 734101,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAROJ JOHN GHATRAJ VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023.THAT JOHN GAHATRAJ AND SAROJ JOHN GHATRAJ ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I BISWAJIT BISWAS, S/O BIKASH CHANDRA BISWAS, R/O RATANPUR, PO KUSHDANGA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743126, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISHWAJIT BISWAS, VDIE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. BISWAJIT BISWAS AND BISHWAJIT BISWAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SK SAIYAF ALI, S/O SK RAFIK ALI, R/O BHOAGACHI POLBA, HOOGHLY -712148, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SOYEB ALI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. SK SAIYAF ALI AND SK SOYEB ALI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHAMIM ARA, W/O NOOR HOSSAIN, R/O DAKSHIN NAYABAZ SK PARA, G.I.P. COLONY, PS DOMJUR, HOWRAH -711112, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMIM ARA BEGUM, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. SHAMIM ARA AND SHAMIM ARA BEGUM SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I RAJNISH JAIN, S/O KASHMIRI LAL JAIN, R/O 77, HAZRA ROAD, SIDHARTH APARTMENT, FLAT NO 48, 4TH FLOOR, KOLKATA - 700029, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJNISH KUMAR JAIN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. RAJNISH JAIN AND RAJNISH KUMAR JAIN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I AKBAR ALI SHAIKH, S/O SAHEBJAN SHAIKH, R/O VILL MIRJAPUR, PO KULINGRAM, PS JAMALPUR, PURBA BARDHAMAN, PIN-713166, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKBAR ALI SEKH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. AKBAR ALI SHAIKH AND AKBAR ALI SEKH SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I DHANANJAY DAS, S/O PANNALAL DAS, RESIDING AT BANBAKHAL GOHALBERIA HOWRAH - 711315, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DHANANJOY DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023.THAT DHANANJAY DAS AND DHANANJOY DAS ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I ROSHANI SHAW, D/O RAJU KUMAR SHAW, RESIDING AT 14/9 THAKUR DAS GHOSH STREET BELUR MATH HOWRAH - 711202, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROSHNI SHAW VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023.THAT ROSHANI SHAW AND ROSHNI SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I GOURI, W/O PREMANAND BANERJEE, R/O SHIMULTALA , BONGAON (M), NORTH 24 PARGANAS, PIN-743235, WEST BENGAL , SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOURI PREMANAND BANERJEE, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. GOURI AND GOURI PREMANAND BANERJEE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MITA ZINATH, W/O RAJA ZINATH, R/O DAKSHIN BANSRA, PO BANSRA, PS JIBANTALA, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743363, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MITA MUNSI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. MITA MUNSI AND MITA ZINATH SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MD BABAR, R/O P-119, KHANSAMA PARA, PO & PS-GARDEN REACH KOLKATA, PIN-700024, WEST BENGAL, THAT MY MINOR CHILD MANTASHA SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANTASHA KHATOON , VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 22/07/2021. MANTASHA AND MANTASHA KHATOON SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MALIT JAISWAL,WIFE OF RAJENDRA PRASAD JAISWAL, RESIDING AT 44 CHINAR PARK,KAIKHALI,HATIARA, NORTH 24 PARGANAS - 700157, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALATI DEVI JAISWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023.THAT MALIT JAISWAL AND MALATI DEVI JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I BIJAY DAS, S/O TIPNA DAS, R/O TENTULTALA NANAYANPUR, GOPAL NAGAR,PS NARAYANPUR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-7001036, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJOY DAS, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/12/2023. BIJAY DAS AND BIJOY DAS SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MADAR BOKS,S/O LATE MOTI MOLLA, RESIDING AT CHHOTOGANTI, GANTI PO-GANGANAGAR NORTH 24 PGS - 700132,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADAR BOKS MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023.THAT MADAR BOKS AND MADAR BOKS MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOHAMMED AMAN FIROZ & MD FEROZ AMAN S/O MAHAMMED FIROZ, R/O 108A, MADAN MOHAN BURMAN STREET, KOLKATA -700007, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD AMAN FEROZ, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/12/2023. MOHAMMED AMAN FIROZ & MD FEROZ AMAN, AND MD AMAN FEROZ SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOHAMMAD UMAR FARUQUE, RESIDING AT VILL- MELERDANGA NORTH, MARGRAM, BIRBHUM - 731202, WEST BENGAL.THAT MY FATHER JAMIRUDDIN SAIKH SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAMIRUDDIN SEKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023.THAT JAMIRUDDIN SAIKH AND JAMIRUDDIN SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I RAHUL JAYASVAL,SON OF PRADEEP JAISWAL, RESIDING AT MANIKPUR, GHOLAPARA, DUM DUM, NORTH 24 PARGANAS- 700079, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAHUL JAYSWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 22/12/2023.THAT RAHUL JAYASVAL AND RAHUL JAYSWAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOHD AZIZUL LASKAR, SON OF ATIBAR RAHAMAN LASKAR, RESIDING AT VILL & PO-BHANDARDHA, HOWRAH-711411, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJIJEL RAHAMAN LASKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023.THAT MOHD AZIZUL LASKAR AND AJIJEL RAHAMAN LASKAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SK AKBAR ALI MONDAL,SON OF ANOYAR ALI MONDAL, RESIDING AT HOUSE NO - 27,SHIPTAI MATHURAPUR, JAMALPUR, PURBA BARDHAMAN - 712308, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKBAR ALI MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. THAT SK AKBAR ALI MONDAL AND AKBAR ALI MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I ADITI CHAKRABORTY, D/O SAIBAL CHAKRABORTY, R/O DA-26, SECTOR -1, SALT LAKE CITY , NORTH 24 PARGANAS, PIN-700064, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ADITI CHAKRABARTI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 19/12/2023. ADITI CHAKRABARTI AND ADITI CHAKRABORTY SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I AFROZI FIROZ, W/O MAHAMMED FIROZ, R/O 108A, MADAN MOHAN BURMAN STREET, KOLKATA -700007, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AFROZI BEGUM, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/12/2023. AFROZI FIROZ AND AFROZI BEGUM SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I JAISWAL SIDDHESH SURESH, S/O LATE SURESH RAM CHANDRA JAISWAL, R/O 1B, 1ST FLOOR, SITARAM ENCLAVE, 8, GUHA ROAD, BELUR, HOWRAH -711107, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SIDDHESH SURESH JAISWAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. JAISWAL SIDDHESH SURESH AND SIDDHESH SURESH JAISWAL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I TANIA HOSSAIN & TANIA HOSSAIN MOLLA MANDAL, W/O MOLLA AKTAR HOSSAIN, R/O MIRCHHOBA-2, SOUTH PURBA BARDHAMAN, PIN-713103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TANIA MANDAL, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. TANIA HOSSAIN & TANIA HOSSAIN MOLLA MANDAL AND TANIA MANDAL SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I LABONI CHANDA, W/O PRABIR KUMAR CHANDA, R/O US HUMPUR, RAJ CHANDRA BHATAK ROAD, AGARPARA, BARRACKPORE -700109, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LABANI CHANDA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. LABONI CHANDA AND LABANI CHANDA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SNEHA JAISWAL, W/O SANDIP JAISWAL, R/O 1B, 1ST FLOOR, SITARAM ENCLAVE, 8, GUHA ROAD, BELUR, HOWRAH - 711107, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SNEHA SHAW, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/12/2023. SNEHA JAISWAL AND SNEHA SHAW SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

চাকরিহারা প্রায় ১৭০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা জেলাশাসককে স্মারকলিপি তুলে দেন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৬ ডিসেম্বর ঃ করোনা কাল থেকে বন্ধ উত্তর দিনাজপুর জেলার শিশু শ্রমিকদের পঠন- পাঠনের স্কুল, আর জেরে বিপাকে পড়েছেন শিশু শ্রমিক স্কুলের শিক্ষক - শিক্ষিকারা। উত্তর দিনাজপুর জেলায় মোট ৩৯ টি স্কুল রয়েছে প্রত্যেকটি স্কুলে চারজন শিক্ষক শিক্ষিকা ও একজন ভোকেশনাল ট্রেনার মোট পাঁচজনের বিদ্যালয় চলত বিভিন্ন এলাকায় ব্রি শ্রমিক চা শ্রমিক ধাবা হোটেল শ্রমিকদের গঠন-পাঠন করানো হতো ন্যাশনাল স্পেশাল চিল্ড্রেন প্রজেক্ট এর মাধ্যমে, করোনা আবহে লকডাউনের সময় থেকেই এই স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যায় বারবার জেলাশাসককে জানানোর পরেও যে শাসক কোন উদ্যোগ নেযনি স্কুল গুলি চালু করার। আর আজ চাকরিহারা প্রায় ১৭০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন জেলা শাসকের দপ্তরের উপর তলায় একটি মিটিং এর মাধ্যমে জেলাশাসককে স্মারকলিপি তুলে দেন ।

পাম্প আছে কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, রবি শস্য চাষের মরসুমে বিপাকে চাষীরা

দুরন্ত বার্তা, কাঁকসা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ রবি মরসুমে জলের অভাবে সমস্যায় পড়েছেন কাঁকসার বিদবিহার পঞ্চায়েতের নবগ্রামের চাষীরা। এই গ্রামের চাষীদের অভিযোগ বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় চালু করা যাচ্ছে না দু'টি সাবমার্সিবল পাম্প, ফলে রবি শস্যের মরসুমে জলের অভাবে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির তরফে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৭-য় বীরভূমের জয়দেব থেকে কাঁকসার শিবপুর পর্যন্ত অজয় নদের উপরে একটি পাকা সেতু নির্মাণের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজও শুরু হয়। সেতুটি নির্মাণ করতে গিয়ে নবগ্রামের বেশ কিছু জমি অধিগ্রহণ করা হয়। বাসিন্দাদের দাবি, এর ফলে, এলাকার বেশ কয়েকটি সাবমার্সিবল পাম্প নষ্ট হয়ে যায়। সে সময়ে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে এলাকায় আরও কয়েকটি সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর কথা বলা হয়। নবগ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গ্রামের প্রায় প্রত্যেকেই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। ধান ছাড়াও সারা বছর নানা ধরনের আনাজ চাষ করেন অনেকে। চাষের কাজের সুবিধার জন্য অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে সাবমার্সিবল পাম্প বসিয়েছিলেন। সেতু তৈরির জন্য সে সব নষ্ট হয়ে যায়। এর পরেই এলাকায় নতুন সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর দাবি ওঠে। স্থানীয়দের দাবি, পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির তরফে এলাকায় প্রায় সাতটি সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর কথা ঘোষণা করা হয়। প্রায় ন'মাস আগে মাত্র দু'টি পাম্পের কাজ হয়েছে। প্রায় তিন লক্ষ টাকায় পাম্পঘর তৈরি হয়ে গেলেও, সেগুলি থেকে এখনও জল মিলছে না। উল্লেখ্য, এখানে সাবমার্সিবল বা স্যালো ছাড়া জলের অন্য কোনও উৎস নেই। আর বিদ্যুতের অভাবে চাষীদের বিপদে পড়তে হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ বছর জলের অভাবে আমন ধানের চাষ মার খেয়েছে। রবি মরসুমেও জলের অভাবে আনাজের বাড় কম হচ্ছে। স্থানীয় চাষীদের দাবি বার বার প্রশাসনের নানা মহলে জানিয়েও কাজ হয়নি। এ প্রসঙ্গে, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য্য বলেন, সমস্যার কথা শুনেছি। ওই দু'টি সাবমার্সিবল পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

'বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে সুকান্তের মন্তব্য ইস্যুতে হাওড়া সদরেও প্রতি ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৬ ডিসেম্বর ঃ 'বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে সুকান্তের মন্তব্য ইস্যুতে হাওড়া সদরেও প্রতি ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল হলো তৃণমূল

যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে। গত ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ান রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। গীতাপাঠের থেকে ফুটবল খেলা বেশি ভালো যাঁরা বলেন তাঁরা বামপন্থী প্রোডাক্ট বলে কটাক্ষ করেন সুকান্ত। আর এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে রাজ্য জুড়ে মঙ্গলবার পথে নামে তৃণমূল। এদিন হাওড়া সদরেও প্রতি ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রতিবাদ মিছিল কর্মসূচি নেওয়া হয়। এদিন বিকেলে হাওড়ার লিলুয়া বড়ো গেট থেকে বেলুড় মঠ পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল হয়। ওই মিছিলের আয়োজন করে হাওড়া সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেস এবং বালি কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেস। এর পাশাপাশি এদিন মধ্য হাওড়াতেও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে সন্ধ্যায় হাওড়ার ঋষি বঙ্কিম পার্ক থেকে মিছিল হয়। হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেল সংলগ্ন স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত ওই মিছিল যায়।

চাংসারি ও আগিয়াঠুরি স্টেশনের মধ্যে ডাবল লাইন চালু

মালিগাঁও, ২৬ ডিসেম্বর ঃ ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে চাংসারি ও আগিয়াঠুরি স্টেশনের মধ্যে নতুনভাবে স্থাপন করা ডাবল লাইনের বিধিবদ্ধ পরিদর্শন করলেন রেলওয়ে সেফটি কমিশনার (সিআরএস) / এনএফ সার্কল শ্রী শুভময় মিত্র। এই সেকশনে সমস্ত রেলওয়ে পরিকাঠামোর নিরাপত্তা ও

দক্ষতা নিশ্চিত করাই ছিল এই পরিদর্শনের প্রধান লক্ষ্য। নতুন করে স্থাপিত এই দ্বিতীয় লাইনটি পণ্য সামগ্রী ও যাত্রী ট্রাফিকের জন্য ব্যবহার করা হবে। রঙিয়া হয়ে নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ১৪২.৯৭ কিমি ডাবলিং প্রকল্পের একটি অংশ হিসেবে চাংসারি-আগিয়াঠুরি সেকশনের কাজ চলছে। এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৭৫ টি মেজর ব্রিজ, ৩৮ টি মাইনোর ব্রিজ ও ১৯টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ অন্তর্ভূক্ত আছে। চাংসারি থেকে আগিয়াঠুরি পর্যন্ত প্রশস্ততা হলো ৭.৪৮ কিমি। সেকশনটিতে ১১ টি মাইনোর ব্রিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস) / এনএফ সার্কেলের কমিশনারে এই সেকশনটির ব্রিজ, রেলওয়ে ট্র্যাক ফিটিং, পি-ওয়ে সম্পত্তি, ইলেকট্রনিক ইন্টার-লকিং, রিলে রুম, কেবিন, লেভেল ক্রসিং ও স্টেশনগুলি পরিদর্শন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই ডাবল লাইন পরিকাঠামো স্থাপনের ফলে স্টেশনগুলিতে স্টপ-ওভার ক্রসিং ছাড়াই উভয় দিক থেকে ট্রেন চলাচল করতে পারবে, যার ফলে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধি পাবে। যানজট হ্রাস হওয়ায় বর্ধিত গতিতে অধিক ট্রেন চলাচল করতে পারবে। রঙিয়া হয়ে নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ডাবলিং প্রকল্পের মোট ১৪২.৯৭ কিমির মধ্যে ৭০.৯১ কিমি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। এর পূর্বে ৩০ আগস্ট, ২০২২, ২৪ মে এবং ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে যথাক্রমে নিউ বঙাইগাঁও থেকে বিজনি পর্যন্ত ১৭.৫৩ কিমি, পাঠশালা থেকে নলবাড়ি পর্যন্ত ২৬.৯১ কিমি এবং বিজনি থেকে সরেভাগ পর্যন্ত ১৮.৯৯ কিমি চালু করা হয়েছিল। এছাড়াও, চাংসারি থেকে আগিয়াঠুরি পর্যন্ত ৭.৪৮ কিমি আজ চালু হয়। এই সমগ্র সেকশনটি সম্পূর্ণ হলে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, যাত্রীদের সুবিধার্থে চাংসারি ও আগিয়াঠুরি উভয় স্টেশনে ৩ মিটার প্রশস্ত নতুন ফুট ওভার ব্রিজ এবং নতুন প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম শেডও চালু করা হয়েছে।

বিভিন্ন জেলার ডোকরার পসরা পৌষমেলায়

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৬ ডিসেম্বর ঃ প্রান্তিক থেকে গুসকরা ও বাঁকুড়ার ডোকরার পসরা বসেছে শান্তিনিকেতন পৌষমেলায়। দৈহিক সৌন্দর্য থেকে হরেক জিনিস ঘর সাজাবার এই জিনিসে মন কেড়েছে মানুষের। রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি এবং বস্ত্রশিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা শান্তিনিকেতন পৌষমেলার বৈঠকেই এই ক্ষুদ্র কারু শিল্পের উপর জোর দেন। সরকারের তরফে শান্তিনিকেতন পৌষমেলায় জায়গা করে দেওয়াই সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন স্থানীয় ও বাইরের জেলার শিল্পীরা। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা-বিকনা, খাতড়ার লক্ষীসাগর, লাদনা, ছাতনা, শববেড়িয়া। বর্ধমান-গুসকরার দরিয়াপুর ও পুরুলিয়ার নাডিহায় ডোকরা শিল্পের বাড়বাড়ন্ত। গুসকরার বিভাস দাস পৌষমেলায় বিক্রি করছেন ডোকরার হরেকরকম জিনিসপত্র। কোনোটার দাম সাড়ে আটশো, কোনোটার চারশো। পিতলের ঘোড়া চারশো টাকা। গরুর গাড়ির টোপরের মধ্যে মা দুর্গার দাম ষাট হাজার টাকা। সপরিবারে মা দুর্গার মূর্তি ত্রিশ হাজার টাকা। দেখছেন সবাই। তবে সবাই যে কিনছেন তা নয়। বিভাস দাস বলেন, এই মেলা করার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ। এই পৌষমেলায় বাইরের অনেকে আসেন। একশ্রণির ক্রেতা এই শিল্পের কদর করেন। তাই এই মেলায় ডোকরার বাজার ধরা হয়। প্রান্তিকের সোমনাথ দত্ত পসরা নিয়ে বসেছেন বাউল মঞ্চ ছাড়িয়ে মাটিতে। সরকার কোনো ভাড়া নেয় নি। শুধু প্যাণ্ডেল ও লাইটের খরচ লেগেছে। মাঝে মধ্যে পুলিশ ও মেলা কমিটির লোক এসে হস্তশিল্পীদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা দেখে যাচ্ছে। তাদের সামনে থেকে খাবারের ঠেলা গাড়ি সরিয়ে দিচ্ছেন। সোমনাথ জানান, প্রান্তিকে তাদের কারখানা আছে। আট দশজন শ্রমিক কাজ করে। মেলা ছাড়াও অন লাইনে তারা ডোকরা দ্রব্য সরবরাহ করে। বাড়িতে মা, বাবা ও ভাই আছে। ভাই রণি দেবনাথ সেকেন্ড ইয়ারে কলেজে পড়ে। এর থেকেই সংসার ভালোভাবে চলে। তার দোকানে দেখা গেল দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের এক তরুণীকে ডোকরার জিনিস দেখতে। জানা গেল, ডোকরা হল হারানো মোম ঢালাই পদ্ধতিতে তৈরি একটি শিল্প কর্ম। শিল্প পদ্ধতি একটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ, সূক্ষ শিল্প কর্ম। এক একটি মূর্তি গড়তে সাতদিন লেগে যায়। প্রথমে শিল্পীরা পুকুর থেকে লাল বা সাদা মাটি সংগ্রহ করে ও মাটির মণ্ড তৈরি করে এর পর মাটি দিয়ে হাতে করে একটি অবয়ব তৈরি করে। অবয়বটির উপর মোম, তেল এর প্রলেপ দেওয়া হয় । শেষে নরম মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। এই কাস্টিং করে এটিকে পোড়ানো হয়। ফলে মোম গলে একটি ছিদ্র দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এরপর ওই ছিদ্র দিয়ে গলানো পিতল ঢালা হয় এবং শক্ত হলে মূর্তিটি সংগ্রহ করা হয়। মূর্তিটি এর পর শিরিষ কাগজ দ্বারা ঘষে উজ্জ্বল করা হয়। এই শিল্পের ইতিহাস প্রায় ৪০০০ হাজার বছরের পুরানো। সিন্ধু সভ্যতার শহর মহেঞ্জোদোরতে প্রাপ্ত ড্যান্সিং গার্ল বা নৃত্যরত নারী মূর্তি হল ডোকরা শিল্পের নিদর্শন।

ভক্তিমূলক, লোক গীতি, গান গেয়ে সকলপর মনজয় অভিনেত্রী শ্রীতমা ভট্টাচার্য্যের

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৬ ডিসেম্বর ঃ গত ২৪ ডিসেম্বর নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী নাদনঘাট থানার বড় কোবলা এলাকায় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে সূচনা হয়েছিল ২৩ তম খালবিল চুনো মাছ পিঠেপুলি ও প্রাণীপালন উৎসবের। প্রতিবছরই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন কিছু প্রকল্প ও নতুনভাবে ওই এলাকায় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার নানা পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে, এবছরও তার ব্যতিক্রমী হয়নি। এছাড়াও এই অনুষ্ঠান ঘিরে বিভিন্ন দিনে আয়োজিত হয় লোক সংগীতের অনুষ্ঠান, পাশাপাশি আয়োজিত হয়ে থাকে যাত্রা পালা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক মূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। এছাড়াও এই মেলায় থাকে ছোটদের বিনোদনের ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন খাবারের স্টল ও হস্তশিল্পের দোকানও। আর এই অনুষ্ঠানে সোমবার সন্ধ্যায় হাজির হয় অভিনেত্রী শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য। আর কাছের অভিনেত্রীকে দেখতে ও তার কথা শুনতে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। অভিনেত্রীও গাড়ি থেকে নেমে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ এর সাথে পায়ে হেঁটে মঞ্চে আসেন, রাস্তায় ফুচকার দোকান দেখে আর পাঁচ জনের সাথে ফুচকাও খেতে দেখা গেল শ্রীতমা ভট্টাচার্য্যকে। মঞ্চে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ অভিনেত্রী পরিচয় বলতে গিয়ে বলেন, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য শুধু অভিনেত্রী নন, তিনি কামারহাটি পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, পাশাপাশি তিনি আরও জানান শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য নিজের কাজ সেরে নিয়মিত নিজের অফিসে বসে ও সকলের সাথে কথা বলে, মানুষের কাজ করে, পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজেও যুক্ত থাকেন। এর পরই অভিনেত্রী মাইক ধরে বর্তমান সিরিয়ালের চরিত্রে গলা করে দর্শকদের সাথে কথা বলেন, পাশাপাশি বর্তমান সিরিয়ালে তার অভিনয় কেমন লাগছে তা নিয়েও দর্শকদের সাথে কথা বলেন, স্তএর পরই অভিনেত্রী লোকগীতি ও ভক্তিমূলক দুটি গান করে সকলের মন জয় করেন, প্রিয় অভিনেত্রীকে কাছে পেয়ে অনেকেই ছবি তোলার আবদার করে। শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান, এর আগেও এখানে এসেছি, বরাবর আমার ভাল লাগে, তিনি আরও জানান আমার গ্রাম, গ্রাম্য পরিবেশ বরাবর ভাল লাগে। তিনি আরও বলেন কলকাতায় আমরা ফুচকা খেলেও এখানকার ফুচকার স্বাদ আলাদাই, তাই লোভ সামলাতে পারিনি, এছাড়াও এই মেলায় পিঠে ও চুনো মাছ দেখেছি দুটোই প্রিয়, সেটার স্বাদও নেব, পাশাপাশি তিনি আগামী ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছাও জানান সকলের উদ্দেশ্যে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে লোকসভার প্রাক্কালে প্রকাশ্যে তৃণমূলের কোন্দল, সাফাই জেলা সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ এবার তৃণমূলের ব্লক কনভেনশনে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে জেলা সভাপতি এবং মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই বিস্ফোরক মন্তব্য অঞ্চল সভাপতির।নাম না করে তোপ দাগলেন জেলা নেতৃত্বকে। একটি ব্লককে সাংগঠনিক ভাবে দুই ভাগে ভাগ করার তীব্র বিরোধিতা করলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে খারাপ ফলাফল নিয়েও দায়ী করলেন দলীয় কোন্দলকেই। যা নিয়ে প্রকাশ্যে শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। লোকসভার আগে আরো প্রকট হলো এলাকায় তৃণমূলের হতশ্রী চেহারা। সাফাই দেওয়ার চেষ্টা জেলা সভাপতির। সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই কটাক্ষের তীর ছুঁড়ে দিয়েছে বিজেপি। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। সোমবার মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১(এ) নম্বর ব্লক তৃণমূলের ব্লক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বকশী, স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলা পরিষদ সদস্য মর্জিনা খাতুন ও রবিউল আলম, জেলার সাধারণ সম্পাদক জম্মু রহমান সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সেই সম্মেলনেই মঞ্চ থেকে দলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তা। প্রকাশ্য মঞ্চে বক্তব্য দিতে গিয়ে সঞ্জীববাবু অভিযোগ করেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক কে জেলা নেতৃত্ব সাংগঠনিক ভাবে দুই ভাগে ভাগ করেছে। যার ফলে দলের মধ্যে প্রকট হয়েছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দুইজনের ব্লক নেতৃত্বের মধ্যে সবসময় মতান্তর থাকছে। যার জন্য পঞ্চায়েত ভোটে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকে তৃণমূলের খারাপ ফলাফল হযেছে। এখনো পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চাতে সমিতিতে বিরোধী দলনেতা ঠিক করতে পারেনি তৃণমূল। সঞ্জীববাবুর দাবি ১ নম্বর ব্লকের দুইটি জনকে এক না করা হলে এরপর তিনি আর কোন তৃণমূলের কর্মসূচিতে আসবেন না। আর তার এই বক্তব্যের সময় মঞ্চতেই উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি এবং স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী। সঞ্জীববাবুর মতে তৃণমূলের জন্যই তৃণমূলের খারাপ ফলাফল হয়েছে। না তো বিরোধিদের ক্ষমতা ছিল না তৃণমূলকে হারানোর। স্বাভাবিক ভাবে এই মন্তব্যের ফলে অস্বস্তিতে পড়তে হয় উপস্থিত নেতৃত্বকে। যদিও সংবাদ মাধ্যমের সামনে জেলা সভাপতি এই বিষয় মকে আত্মসমালোচনা বলে সাফাই দেন। তৃণমূলের শেষের শুরু হয়ে গেছে। সমগ্র ঘটনায় এই ভাষাতেই কটাক্ষের তীর ছুঁড়ে দিয়েছে বিজেপি। হরিশ্চন্দ্রপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জীব গুপ্তা তার বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন, আমি যা বলেছি ঠিক বলেছি। এই ব্লগকে দুটি জোনে ভাগ করতে গিয়ে দলের সর্বনাশ হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির হাতছাড়া হয়েছে। জেলা পরিষদের আসনে হেরেছি। একটি ব্লকে একজন ব্লক সভাপতি না রাখলে দলের হাল ফিরবে না। জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানান, দলের কনভেনশন মানে সেখানে ভালো-মন্দ সবকিছু নিয়ে আলোচনা হবে। আমরা সেটা নির্দেশ দিয়েছি দলীয় নেতাদের। এটা আত্মসমালোচনা। এত বড় করে দেখার কোন বিষয় নেই। উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি উজ্জ্বল দত্তর কটাক্ষ, তৃণমূল নিজেরাও বুঝতে পারছে লোকসভায় তাদের শেষ সময়। সেই শেষের শুরু হয়ে গেছে। তাই নিজেদের মধ্যে কাঁদা ছোড়াছুড়ি করছে। প্রসঙ্গত বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা জুড়ে তৃণমূলের ফলাফল ভালো হলেও হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকে শক্ত ঘাঁটি থাকা সত্ত্বেও পর্যদুস্ত হয়েছে তৃণমূল। পঞ্চায়েত সমিতি থেকে শুরু করে একাধিক পঞ্চায়েত হাতছাড়া হয়েছে। জেলা পরিষদের হেরে গেছেন মন্ত্রীর ভাই। তারপর থেকেই বারবার দলীয় কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে।

লরিতে পৃষ্ট হয়ে গেল চার বছরের শিশু কন্যা, রাস্তা অবরোধ করে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ ডিসেম্বর ঃ মালদার চাঁচলের পর এবার হরিশ্চন্দ্রপুরে গতির বলি এক। আজ সাত সকালে বাড়ির সামনে ১৬ চাকা লরিতে পৃষ্ট হয়ে গেল এক চার বছরের শিশু কন্যা। রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর। ঘটনাটি ঘটেছে তুলসীহাটা-কুশিদা রাজ্য সড়কে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের মারাডাঙ্গী গ্রামে। মৃত ওই শিশুর নাম মরিয়ম নেশা (৪)। সকালে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরেই গ্রামবাসী ক্ষুদ্ধ হয়ে রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে অবরোধ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ছুটে আসলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এই রাজ্য সড়কে ঝাড়খণ্ড ও বিহার থেকে আসা লরির বেপরোয়া গতিকে দায়ী করছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ সকাল ন'টার সময় মারাডাঙ্গি গ্রামে রাজ্য সড়কের ধারে বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়েছিল মরিয়ম নেশা। এমন সময় কুশিদার দিক থেকে একটি লরি বেপরোয়া গতিতে এসে রাস্তার ভুল দিকে চলে যায়। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মরিয়মকে ধাক্কা মেরে পিসে দেয় ওই ঘাতক লরি। ঘটনার পরেই পলাতক ওই লরির চালক। এরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা ওই লরিটিকে আটকে রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে অবরোধ শুরু করেন। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ পৌঁছালে তাদেরকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিকে মর্মান্তিক ঘটনায় বাড়ির ছোট সন্তানকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন দিনমজুর বাবা-মা। বাবা শাহেনশাহ আলী জানান বেপরোয়া লরির দাপটে আজকে আমি মেয়েকে হারালাম। পুলিশ প্রশাসন এই রাস্তার উপর লরির দাপট নিয়ন্ত্রণে না আনলে আরো কত প্রাণ অকালে চলে যাবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ওই ঘাতক লরিটি ঝাড়খণ্ডের। লরিটিকে আটক করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

অবৈধ দোকান সরিয়ে নিতে নির্দেশ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ২৬ ডিসেম্বর ঃ ইসলামপুর হাসপাতালে অবৈধ দোকান সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিল ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তার পাশাপাশি উপস্থিত ছিল ইসলামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিন হাসপাতাল চত্বরে থাকা অবৈধভাবে সরিয়ে নিতে বলেন পাশাপাশি বিশেষ অভিযানে নামেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তবে দোকানদাররা জানিয়েছেন তারা জায়গা খালি করে দেবেন ইসলামপুর মহকুমার অতিরিক্ত সুপার রনজিত বিশ্বাস জানিয়েছেন কিছু দোকানদারকে আজকেই সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে জবর দখল মুক্ত করতে বলা হয়েছে অপরদিকে কিছু দোকানদারকে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এবং তিনি বলেন, এর আগেও এই উচ্ছেদ অভিযানে নামা হয়েছিল তবে তারা আবার বসেছেন তিনি আরো বলেন আমরা সব সময় চাই যেন জবর দখল না হয়।

আগামী ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ১৮ তম ডুয়ার্স উৎসব

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬

ডিসেম্বর ঃ আগামী ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ১৮ তম বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসব । মঙ্গলবার ডুয়ার্স উৎসবের ওয়েবসাইট আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করা হল । উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলাশাসক আর বিমলা, ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। ওয়েবসাইটে বিগত ডুয়ার্স উৎসবের এবং এবছরের ডুয়ার্স উৎসবের বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী জানান এবছর এন বি এস টি সি পক্ষ থেকে বিভিন্ন রুটে বাস চালানো হবে রাত ১০টা অবধি ডুয়ার্স উৎসব চলাকালীন। এছাড়া ডুয়ার্সের কৃতিদের সম্মানিত ও করা হবে।

ক্রিসমাস কার্নিভাল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ ডিসেম্বর ঃ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ক্রিসমাস কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হল। আর এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার বিকেলে শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার বেশ কয়েকটি চার্চের সদস্যদের নিয়ে বড়দিন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য ক্রিসমাস কার্নিভাল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হল। শহরের আই এম এ ময়দান থেকে এই র‍্যালি শুরু হয়। এরপর শহর প্রদক্ষিন করে ফ্রেন্ডস ব্যাপটিস্ট চার্চে এসে র‍্যালিটি শেষ হয়। র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শামা পারভিন, বিধায়ক খগেশ্বর রায় এবং ডাক্তার প্রদীপ কুমার বর্মা, সদর মহকুমাশাসক তমজিত চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান পাপিয়া পাল, ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চ্যাটার্জী সহ অন্যান্যরা।

গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ ডিসেম্বর ঃ গোপন খবরের ভিত্তিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করলো। জানা গেছে, ধৃত ওই যুবকের নাম দীপক রায় (২১), বাবা দিলীপ রায়, বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পৌরসভার অন্তর্গত ১৬ নং ওয়ার্ডের গলাকাটা কলোনিতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ওই যুবক দীপক রায় দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকাবাসীদের ভয় দেখাতো ও হুমকি দিতো। এরপর সোমবার দুপুরে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে ওই যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকাবাসীদের ভয় দেখাচ্ছে। পুলিশ ওই যুবকের বাড়িতে গিয়ে তাকে আটক করে। প্রথমে সে অস্বীকার করলে পরে পুলিশী জেরায় ও জিজ্ঞাসাবাদের পর সে স্বীকার করে তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্রটি রয়েছে। এরপরই গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ধৃত যুবকের বাড়ির পাশে পুকুরের পাড় থেকে গুলিবিহীন ওয়ান শাটার আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করে। ধৃত যুবককে গঙ্গারামপুর থানায় নিয়ে এসে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দিয়ে মঙ্গলবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্টোর্স ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং. এস/৩৪/২০২৩-২৪ তারিখঃ ২২-১২-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছে:

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৩/০৫২০এ/ওটি/২৫৭/২০২৩-২৪
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৫-০১-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ২২এনএলবি কেসনাব বোগীসমূহের জন্যে ব্রেক বীম সার্পট। ড্রয়িং নংঃ ডব্লিউডি-৮৭০৭৮-এস-১, আইটেম-১ এবং ২ এএলটি-৩, স্পেসিফিকেশনঃ আইএসঃ ২০৬২ঃ২০১১, সংশোধনী -০১, জিআর. ই ২৫০ কোয়ালিটি এ। (১) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৬৫ টি। (২) পরিমাণঃ পাণ্ডু/জিএসডি এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৫০ টি। (৩) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০৬৮ টি। (৪) নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৩৩৬ টি। পি.এল. সংখ্যা. ৩৮১৪১৬৬৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৩/০৮৭৮/ওটি/২৫৮/২০২৩-২৪
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৭-০১-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বিসিএনএ ওয়াগনের জন্যে ফ্ল্যাপ ডোর কমপ্লিট। ডিআরজি. নং. আরডিএসও ডিআরজি. নংঃ ডব্লিউডি-৯০০৩০-এস-৬৬, আইটেম -৩, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬ এএলটি-১০। (১) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৯৮ টি। (২) নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২৪ টি। পি.এল. সংখ্যা. ৩৮৪৫০৭৫৬।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেণ্ডার সংখ্যা. ৪০/২৩/০৬৪১এ/ওটি/২৫৯/২০২৩-২৪
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৫-০১-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিজেল লোকো স্টার্টার ব্যাটারি, ৮ ভোল্ট, ইন্টার কানেকশন লীডস সহিত ড্রাই আনচার্জড কণ্ডিশনে আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. এমপি. ০.২৪.০০.৬৫ (আরইভি ০) ডিসেম্বর ২০০৯ অনুসারে এফআরপি আউটার কন্টেইনারে থাকা পিপিসিপি সেল এসেম্বলী সহিত ৪৫০ এএইচ (এলএম), স্পেসিফিকেশনঃ ডিজেল লোকো স্টার্টার ব্যাটারি, ৮ ভোল্ট, ৪৫০ এএইচ। (১) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭০ টি। পি.এল. সংখ্যা. ৪৫১৭৮২০৩।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেণ্ডার সংখ্যা. ৪০/২৩/০৬৩৪বি/ওটি/২৬০/২০২৩-২৪
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৫-০১-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং.-টিআই/এসপিসি/ওএইচই/এসএনএস/০০০০ অথবা অন্তিম অনুসারে পিটিএফই টাইপ নিউট্রেল সেকশন (ফেজ ব্রেক)। (১) পরিমাণঃ পাণ্ডু জিএসডি এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬ সেট। পি.এল. সংখ্যা. ৪৬১২০১৭৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৩/০৫৩৪এ/ওটি/২৬১/২০২৩-২৪
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২২-০১-২০২৪
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ফীড পাইপ কমপ্লিটের জন্যে এয়ার ব্রেক হস কাপলিং, আরডিএসও ডিআরজি. নংঃ ডব্লিউডি-৮১০২৭-এস-০১, এএলটি১৪ অথবা অন্তিম, এমএটি স্পেসিফিকেশনঃ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর সংশোধনী ০৪ সহিত আরডিএসও. ০২-এবিআর-০২। (১) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮৫৪ টি। (২) পরিমাণঃ পাণ্ডু/জিএসডি এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬৯২ টি। (৩) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২০৭৬ টি। (৪) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২৮৯ টি। (৫) পরিমাণঃ কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ২৮৯ টি। পি.এল. সংখ্যা. ৩১৩৫৭১০৬।

বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **OSD & E.O D.G (Water Supply), KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):
1. NIT No. : KMC/WS/C/SEC-I/64/01/2023-24
Name of work : **Development of filter water supply by laying 100MM dia service main from 5, Balu Hakkak Lane to 29/A, Beck Bagan Row in Ward No.-64**. Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,74,479.35**. Earnest Money: **Rs. 7,500.00**. Time of Completion : **15 Days**.
2. NIT No. : KMC/WS/C/SEC-I/64/03/2023-24
Name of work : **Development of filter water supply by laying 100MM dia service main from 48B, Syed Amir Ali Avenue to 29B, Beck Bagan Row in Ward No.-64**. Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,722.77**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Time of Completion : **15 Days**. Last date and time of online submission of tender: **11.01.2024** at **1 p.m.** (for sl.no. 1 & 2). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (for sl.no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Water Supply)/N, KMC** invites tender online in two bid systems for following works:
1. NIT No. : KMC/WS/N/23-24/23/93
Name of the work : **Maintenance of unfiltered water supply at different places in Ward No. 23**. Estimated Cost : **Rs. 1,99,919.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Time of Completion : **15 Days**.
2. NIT No. : KMC/WS/N/23-24/23/92
Name of the work : **Renovation of filter water supply at different places in Ward No. 23**. Estimated Cost : **Rs. 1,99,933.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Time of Completion : **14 Days**. Last date and time of submission of bid: **10.01.2024** at **9 a.m.** (for sl.no. 1 & 2). The tender will be opened on: **13.01.2024** at **9 a.m.** (for sl.no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **29.12.2023** after **2 p.m.** (for sl.no. 1 & 2). The website: **https://wbetenders.gov.in** (for sl.no. 1 & 2).

The **Executive Engineer, WS / (ARSM SQ. BPS), KMC** invites tender on-line in two - bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/WS/ARSM/36/2023-24
Name of the work : **Operation of LT installations and accessories at Auckland Sq. BPS**. Estimated Amount : **Rs. 2,75,040.00**. Earnest Money: **Rs. 5,550.00**. Period of Completion : **180 Days**.
2. NIT No. : KMC/WS/ARSM/29/2023-24
Name of the work : **Revival of cylinder for capacity building for combating with fire out break at Kasba BPS**. Estimated Amount : **Rs. 1,79,546.00**. Earnest Money: **Rs. 3,600.00**. Period of Completion : **20 Days**.
3. NIT No. : KMC/WS/ARSM/27/2023-24
Name of the work : **Supply and fitting fixing of heavy duty worm gear box for 600mm butterfly valve at Auckland Sq. BPS**. Estimated Amount : **Rs. 2,44,872.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion : **25 Days**.
4. NIT No. : KMC/WS/ARSM/30/2023-24
Name of the work : **Revival of cylinder for capacity building for combating with fire out break at Park Circus BPS**. Estimated Amount : **Rs. 1,55,172.00**. Earnest Money: **Rs. 3,200.00**. Period of Completion : **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **11.01.2024** up to **3 p.m.** (for sl. no. 1 to 4).
5. NIT No. : KMC/WS/ARSM/37/2023-24
Name of the work : **Maintenance of daily operating 6000 V equipments at RSM Sq BPS**. Estimated Amount : **Rs. 2,75,040.00**. Earnest Money: **Rs. 5,550.00**. Period of Completion : **180 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.01.2024** up to **2 p.m.** For detailed information please visit website: **https://wbtenders.gov.in** (for sl.no. 1 to 5).

The **Executive Engineer (WS)/Br-XI, KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):
1. NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/71/2023-24 Date : 23.12.2023
Name of work : **Development of W/S networks by laying of 100MM dia D.I pipe line at Swami Bibekanando Niketan etc in WD No.-114, Br-XI**. Estimate Amount(including GST and Cess) : **Rs. 2,96,387.63**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion : **30 Days**.
2. NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/70/2023-24 Date : 23.12.2023
Name of work : **Development of W/S networks by laying of 100MM dia D.I pipe line at Purbo Putiyary H/O 82/1, Guru Charan Naskar Road to Maa Kali Center in WD No.-114, Br-XI**. Estimate Amount(including GST and Cess) : **Rs. 2,90,215.39**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion : **28 Days**.
3. NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/72/2023-24 Date : 23.12.2023
Name of work : **Implement of 150 MM dia W/S service line by replacing 150MM dia damage pipe at Jayasree Club to Bansdroni Place (Gold Star) in WD No.-113, Br-XI**. Estimate Amount(including GST and Cess) : **Rs. 2,97,832.25**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Time of Completion : **21 Days**. Last date and time of online submission of tender: **09.01.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). Technical bid open date and time(online): **13.01.2024** at **1 p.m**. (for sl. no. 1 to 3). For full and further details, please visit the website **http://www.etender.wb.nic.in** (for sl.no. 1 to 3). Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason (for sl.no. 1 to 3).

1172/23-24

পাকিস্তানে খেলতে যেতে চাননি সুমিত নাগাল

‘শাস্তি’ দিল ভারতীয় টেনিস সংস্থা!

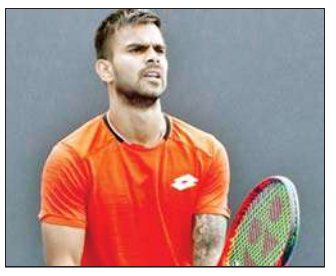

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বরঃ ডেভিস কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে রাজি নন ভারতের টেনিস তারকা সুমিত নাগাল। সেই ঘটনা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছিল ভারতীয় টেনিস দুনিয়ায়। কিন্তু এর জেরে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলার সুযোগ তাঁর থেকে কেড়ে নেওয়া হবে তা ভাবতেই পারেননি ভারতীয় এই টেনিস তারকা। সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৪ সালে অস্ট্রেলিয়া ওপেনে সুমিত নাগালকে পাঠানো হবে না। পরের বছর অস্ট্রেলিয়া ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নেওয়ার সুযোগ ছিল সুমিতের কাছে। সেই খবর আগেই মিলেছিল। প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন সুমিত। কিন্তু আচমকাই তাঁর কাছে ফোন আসে সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থার তরফে। জানানো হয় অস্ট্রেলিয়া ওপেন খেলবেন না তিনি! এই খবর পেয়ে দুঃখই পেয়েছেন সুমিত। তাঁর কথায়, ‘‘আমি ডেভিস কাপে খেলব না বলে আমাকে অস্ট্রেলিয়া ওপেনে পাঠানো হবে না। ফোন করে আমাকে এই খবর জানানো হয়েছে। আমি খবর শুনে খুবই মর্মাহত। আশা করছি, এমন অবস্থার উন্নতি হবে। যদি না হয় দ্রুত শেষ হয়ে যাবে ভারতীয় টেনিস।’’ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ইসলামাবাদে ডেভিস কাপ হবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে খেলতে রাজি নন সুমিত। এই সিদ্ধান্ত ভালভাবে নেয়নি ভারতীয় টেনিস সংস্থা। এই সংস্থার সচিব জানান, ‘‘দেশের হয়ে না খেলার সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। টেনিস সংস্থার পক্ষ থেকে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।’’ তারপরই অস্ট্রেলিয়া ওপেনে সুমিতকে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় টেনিস সংস্থা। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ওয়াইল্ড কার্ড খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন সুমিত। ২০২৪ সালে সেই সুযোগ হল না। ইসলামাবাদে খেলতে কেন যেতে চান না সুমিত, তার যুক্তিও দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘‘আমি ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপ থেকে নাম তুলে নিয়েছি কারণ আমি ঘাসের কোর্টে খেলতে চাই না। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই।’’

‘ব্রাজিলের অবস্থা দেখে বাবা বড় দুঃখ পেতেন’

সাও পাওলো ২৬ ডিসেম্বরঃ পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, প্রতিটি বিশ্বকাপে খেলা একমাত্র দল ব্রাজিল। কিন্তু ২০২৬ বিশ্বকাপে তাঁরা খেলতে পারবে কিনা, এখন সেই নিয়েই বড় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ আগামী বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ধারণ ম্যাচগুলির পয়েন্ট তালিকায় বেশ নীচের দিকেই রয়েছে সাম্বা বাহিনী। এবার সেই ব্রাজিল দল নিয়ে আক্ষেপ শোনা গেল সেদেশের ফুটবল কিংবদন্তি পেলের ছেলের গলায়। আগামী ২৯ ডিসেম্বর, শুক্রবার পেলের মৃত্যুর একবছর পূর্ণ হবে। তার আগে ব্রাজিল দল নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন ব্রাজিল তারকার ছেলে এডিনহো। তিনি বলছেন, ‘‘আমাদের দেশে রাস্তা থেকে ফুটবলার তৈরি হয়। এখানে মানুষ পেটে খিদে নিয়ে ফুটবল খেলে। কিন্তু দিনদিন যেভাবে আমরা ফুটবলে পিছিয়ে পড়ছি, তাতে সন্দেহ নেই যে আমরা ক্রমশ বিশ্ব ফুটবলে নিজেদের জায়গা হারিয়ে ফেলছি। ভালমানের খেলোয়াড় জন্ম দেওয়ার যে অন্তহীন প্রবাহ ব্রাজিলের ছিল, তা আগের মতো নেই। আমার মনে হয়, বাবা এসব দেখলে বড় দুঃখ পেতেন।’’ পয়েন্ট তালিকায় চোখ রাখলে দেখা যাবে, কনমেবল অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে খেলায় ৬ ম্যাচ ৭ পয়েন্ট নিয়ে এইমুহূর্তে ৬ নম্বরে রয়েছে ব্রাজিল।

আইপিএলে তিন আফগান তারকার খেলা অনিশ্চিত!

২ কোটি কি জলে গেল কেকেআরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ আইপিএলের মিনি নিলামের শেষ ল্যাপে ২ কোটি টাকা দিয়ে আফগানিস্তান তারকা মুজিব উর রহমানকে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু সেই মুজিবের এবারের আইপিএলে খেলা অনিশ্চিত হয়ে গেল। শুধু মুজিব একা নন, ফজলহক ফারুকি ও নবীন উল হকের মতো তারকাদেরও ২০২৪ সালের আইপিএলে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই! জানা গেছে, এই তিন আফগান তারকার ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তাদের যুক্তি, মুজিবরা দেশীয় ক্রিকেটে সময় না দিয়ে অনেক বেশি বিদেশি টুর্নামেন্ট খেলছে। ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে এই ক্রিকেটারদের যে কেন্দ্রীয় চুক্তি হয়েছে তা মানছেন না তাঁরা। তাই বিদেশি লিগে খেলতে যাওয়ার ছাড়পত্র প্রত্যাহার করা হচ্ছে। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, এই তিন ক্রিকেটার কেন্দ্রীয় চুক্তি না মেনে প্রচুর বিদেশি টুর্নামেন্ট খেলছেন। দেশের হয়ে না খেলে বিদেশি লিগকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের এমন ব্যবহারে খুশি নয় ক্রিকেট বোর্ড। তাই তিন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের পদক্ষেপ করা হবে। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড স্পষ্ট জানিয়েছে, দেশের প্রতিটি ক্রিকেটারকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। আগামী ২ বছর এই তিন আফগান ক্রিকেটার কোনও বিদেশি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলতে পারবেন না। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে এই নিয়ম বলবৎ হবে। মুজিবকে না পাওয়ায় চাপে পড়তে পারে কেকেআর। সুনীল নারিন, বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে স্পিন বিভাগে শক্তি বাড়ানোর জন্যই এই আফগান তারকাকে দলে নিয়েছিল কলকাতা। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের হয়ে ভাল খেলেন মুজিব। তাই এবার নিলামে তাঁকে দলে নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়েছিল কেকেআর। অন্যদিকে, নবীন উল হক ও ফজলহক ফারুকিকে ধরে রেখেছে লখনউ সুপার জায়ান্টস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। আফগান ক্রিকেট বোর্ডের এই সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়লেন তারাও।

বিশ্বকাপে হতাশার ফল?

সেঞ্চুরিয়নে চরম ব্যর্থ বিরাট-রোহিত

সেঞ্চুরিয়ন, ২৬ ডিসেম্বরঃ প্রোটিয়াদের দুর্গ বলে পরিচিত সেঞ্চুরিয়ন। সেখানে সেঞ্চুরি তো দূর, হাফসেঞ্চুরিও এল না টিম ইন্ডিয়ার রো-কো জুটির। ওডিআই

বিশ্বকাপ ফাইনালের পর ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি কয়েক দিনের ছুটি নিয়েছিলেন। দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপের পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এবং তারপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাদা বলের ক্রিকেটে খেলেননি তাঁরা। তেইশে রোহিত এবং বিরাট দেশের জার্সিতে একটিও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেননি। ক্রিকেট মহলে অনেকেই বলা শুরু করেছেন, বিরাট ও রোহিত সাদা বলের ক্রিকেটে আর গ্রহণযোগ্য নন। অনেকে আবার চব্বিশের কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে বিরাট-রোহিতকে দেখছেন না। আরও ভালো করে বললে টি-২০ বিশ্বকাপ থেকেই বিকল্প খুঁজে নেওয়া দরকার ভারতীয় টিমের, বলা হচ্ছে এমনটাই। এই পরিস্থিতিতে বিরাট-রোহিতের মতো সিনিয়র ক্রিকেটাররা সেঞ্চুরিয়নে আটকে গেলেন কাগিসো রাবাডার সামনে। যার ফলে এই আলোচনাও শুরু হয়েছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এই সিরিজে রোহিত-বিরাট রান না পেলে তাঁদের বিকল্প কারা হবেন, ওই ভাবনাও শুরু হয়ে যাবে। বিশ্বকাপের পর সাদা বলের ক্রিকেট থেকে যেহেতু বিরতি নিয়েছিলেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা, তাই এই পরিস্থিতিতে প্রোটিয়াদের মাটিতে তাঁদের দিকে বিশেষ নজর ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বাউন্সি, ফাস্ট উইকেটে যেখানে ‘চিন মিউজিক’ শোনা যাচ্ছে সেখানে বিরাট-রোহিতের মতো সিনিয়র ক্রিকেটারদের ব্যাট জ্বলে উঠল না। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বরাবরই টিম ইন্ডিয়ার জন্য বন্ধ্যভূমি। নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে এখনও অবধি একটিও টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি ভারত। গতবারের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বিরাট কোহলি ১৫৩ রান করেছিলেন এই সেঞ্চুরিয়নে। আর এ বার সেখানে ৩৮ রান করেই প্যাভিলিয়নে ফিরলেন কোহলি। রোহিত গতবারের প্রোটিয়া সফরে ছিলেন না। এ বার মাত্র ৫ রানেই মাঠ ছাড়লেন ক্যাপ্টেন রোহিত। কাগিসো রাবাডার বলে পুল শট খেলা থেকে নিজেকে আটকাতে পারেননি রোহিত শর্মা। ব্যস তাতেই ডেকে আনেন বিপদ।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞর শরণাপন্ন শ্রেয়স আইয়ার! কী এমন হয়েছিল?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মানসিক স্বাস্থ্য। এখন অনেক বেশি আলোচনায় আসে। সমস্যাটা প্রথম নয়। বিশেষ করে ক্রীড়াবিদদের জীবনে। নিজের প্রত্যাশা, সঙ্গে লাখো মানুষের। ফর্মের সঙ্গে লড়াই। যতক্ষণ ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, সব ভালো। ফর্ম খারাপ হলেই পথ হারায়। সেটা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, সারা টেলর, নাওমি ওসাকা, বেন স্টোকস হোন বা আমাদের শ্রেয়স আইয়ার। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে লড়াই করতে হয় সকলকেই। বিরাট কোহলি সরাসরি এই কারণে ব্রেক না নিলেও বারবার তাঁর মুখেও মানসিক স্বাস্থ্যর কথা উঠে এসেছে। প্রায় তিন বছর সেঞ্চুরি না পাওয়ায় যে ভাবে সমালোচনা চলছিল, তাতে খেলার ইচ্ছেটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন কিং কোহলি। শ্রেয়স আইয়ারের ঠিক কী হয়েছিল? সে যদিও অনেক আগের কথা। শ্রেয়সের বয়স তখন সবে ১৬। একজন উঠতি ক্রিকেটারের কাছে ভবিষ্যতের ভাবনা আরও অনেক বেশি। দীর্ঘ দিন পারফর্ম করতে না পারায় মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন শ্রেয়স। সেই ঘটনা প্রকাশ্যে এনেছেন শ্রেয়স আইয়ারের বাবা সন্তোষ আইয়ার। ২০১০-২০১১ মরসুম। জুনিয়র ক্রিকেটে খেলছিলেন শ্রেয়স। কিন্তু রান আসছিল না। মানসিক ভাবে প্রচণ্ড ভেঙে পড়েছিলেন বর্তমানে ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপেও দারুণ পারফর্ম করেছেন।

শ্রেয়সের বাবা তুলে ধরেছেন সেই সময়কার কথা। যার জেরে শ্রেয়সকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞর কাছে কাউন্সেলিংয়ের জন্য নিয়ে যেতে হয়েছিল। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের একটি শোয়ে সন্তোষ আইয়ার বলেছেন, ‘‘একজন কোচ আমাকে জানায়, শ্রেয়স ফোকাস হারাচ্ছে। প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও কোনও একটা সমস্যায় নিজেকে মেলে ধরতে পারছে না। হতে পারে ও কোনও সম্পর্কে জড়িয়েছে কিংবা এমন কোনও সঙ্গতে জড়িয়ে পড়েছে, যার জন্য নিজের লক্ষ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।’’ কোনও কোচের কাছ থেকে ছেলের সম্পর্কে এমন কথা শুনলে বেশির ভাগ বাবা হয়তো ছেলে বকাঝকা কিংবা মারধর করতেন। সন্তোষ আইয়ার সেই পথে হাঁটেননি। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক এবং বাবা হিসেবে ছেলেকে নিয়ে ক্রীড়া মনোবিদের কাছে। ছেলে যাতে মানসিক ভাবে কোনও সমস্যায় জড়িয়ে থাকে, সেখান থেকে বেরনোর উপায় খোঁজার চেষ্টা করেন সন্তোষ আইয়ার। শ্রেয়স যেন হারানো ফোকাস ফিরে পান। কারণও খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যাট হাতে বড় ইনিংস খেলতে না পারায় মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন শ্রেয়স। মনোবিদও কাউন্সেলিংয়ের পর সেটাই জানিয়েছিলেন শ্রেয়সের বাবাকে। ক্রীড়া মনোবিদের কাছে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দারুণ ভাবে কাজে লেগেছিল। দ্রুতই খারাপ ফর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন শ্রেয়স। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আজ থেকে শুরু হল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা বক্সিং ডে টেস্ট। নজর থাকবে শ্রেয়সের ওপরও।

ছেলের খোঁজে ধোনির কোচ চঞ্চল, ‘পাত্তাই’ দেননি রবিনের মা!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের মিনি অকশনে নানা চমক দেখা গিয়েছে। আইপিএলের নিলামে রেকর্ডও হয়েছে। মিচেল স্টার্ককে ২৪.৭৫ কোটি টাকায় নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। অস্ট্রেলিয়ার আর এক পেসার তথা অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও ২০ কোটির ওপর দর পেয়েছেন। তেমনই নজর ছিল একেবারেই অচেনা মুখের দিকেও। এমনই একজন রবিন মিঞ্জ। প্রথম আদিবাসী ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে রবিন। যদিও এই জায়গায় আসাই হত না তাঁর! রবিনের মা শুনিয়েছেন সেই গল্পই। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক মরসুমেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গুজরাট টাইটান্স। গত আইপিএলে রানার্স। সেই গুজরাট টাইটান্সে খেলতে দেখা যাবে ঝাড়খণ্ডের রবিন মিঞ্জকে। তাঁকে ৩.৬ কোটিতে নিয়েছে টাইটান্স। ‘ঝাড়খণ্ডের ক্রিস গেইল’ হিসেবে পরিচিত রবিন। তাঁকে নিতে ঝাঁপিয়েছিল চার ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বই

ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস, গুজরাট টাইটান্স এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। শেষ অবধি তাঁকে নেয় টাইটান্স। রবিন মিঞ্জের উত্থানে বড় ভূমিকা রয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনির কোচ চঞ্চল ভট্টাচার্যরও। আর এখানেই রয়েছে এক অনন্য কাহিনি। ক্রিকেট ওয়েব সাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে রবিন মিঞ্জের মা বলেছেন, ‘‘আমাদের ছেলে এত বড় সাফল্য পাবে, কোনওদিন প্রত্যাশাও করিনি। ওর সাফল্যে আমরা দারুণ খুশি। তবে একটা ঘটনা বলি। বেশ কয়েক বছর আগের কথা। রবিন তখন খুন্তিতে (ঝাড়খণ্ডের জেলা) খেলতে গিয়েছে। ভালো পারফর্ম করায় বাড়িতে অনেক সাংবাদিক এসেছিলেন। পরদিন কাগজে আমারও ছবি বেরিয়েছিল। ওর বাবাকে মজা করে বলেছিলাম, দেখো কাগজে আমার ছবি বেরিয়েছে, তোমার নয়।’’ এর সঙ্গেই আরও একটি ঘটনা তুলে ধরেন রবিনের মা এলিস। ধোনির কোচের সেই ঘটনা নিয়ে বলেন, ‘‘চঞ্চল স্যার আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। আমার কোনও ধারনাই ছিল না উনি কে। প্রতিবেশিরা আমাকে ওনার সম্পর্কে জানায়। চঞ্চল স্যার তখনই বলেছিলেন-রবিনকে নিয়ে চিন্তা করবেন না, খুব তাড়াতাড়িই ওকে টিভিতেও দেখাবে।’’ রবিনকে পরবর্তী ধোনি হিসেবে দেখছেন মহেন্দ্র সিং ধোনির কোচ চঞ্চল ভট্টাচার্য। রবিনের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দেখেই এমনটা মনে করেন ধোনির কোচ।

৭৭ দিনে ৭টি টেস্ট! টি-২০ বিশ্বকাপের আগে চাপ বাড়ছে রোহিতদের উপর

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বরঃ বছরের শুরু থেকে টাইট সিডিউল রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের। নতুন বছরের মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ জুনে টি-২০ বিশ্বকাপ। অন্যদিকে মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চলবে আইপিএল। এর মধ্যে ৭৭ দিনে মোট ৭টি টেস্ট খেলবে টিম ইন্ডিয়া। হ্যাঁ ঠিকই পড়েছেন। চলতি আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের ঠাসা ক্রীড়াসূচি সামনে এসেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বক্সিং ডে টেস্ট থেকে মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ চলা পর্যন্ত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের সূচি এখনও পর্যন্ত সামনে এসেছে। এর ফলে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের উপর চাপ বাড়বে সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হারের ক্ষত এখনও ভুলতে পারেনি ভারতীয় দল। এরই মধ্যে এমন ঠাসা ক্রীড়াসূচি। ৭৭ দিনে ৭টি টেস্ট খেলতে হলে, ম্যাচের আগে ও পরে এক ভেন্যু থেকে অন্য ভেন্যুতে যাতায়াত এবং অনুশীলনের জন্য আরও ১৫-২০ দিন সময় ব্যয় করতে হবে। এর সঙ্গে থাকবে ক্রিকেটারদের চোট-আঘাত এবং ফর্ম হারানোর ইস্যু।

ব্যাপারটা বেশ কঠিন। সেটা হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় বেশ বুঝতে পেরেছেন। এবং মেনে নিয়েছেন, যে আগামী কয়েক মাসে তাঁর দলের ক্রিকেটারদের কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে নামার আগে ‘দ্য ওয়াল’ বলেন, ‘‘বিশ্বকাপের ফাইনালে হারের ক্ষত ভুলে যাওয়া এত সহজ নয়। তবে আমাদের এগিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। আগামী কয়েক মাসে একাধিক টেস্ট খেলতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ড খুবই কঠিন প্রতিপক্ষ। যদিও ছেলেরা দুটি টেস্ট সিরিজে ভাল পারফরম্যান্স করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। তাই আমরা শুধু খেলায় মন দিতে চাই। বাইরের জগতে কী ঘটছে সেটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই।’’ নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট। সেই সিরিজ শেষ হতেই রশিদ খানের আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলতে নামবে ‘মেন ইন ব্লু’ ব্রিগেড। ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সেই সিরিজ। চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। এর পর ২৫ জানুয়ারি থেকে ফের লাল বলের ক্রিকেটে নেমে পড়বে ভারতীয় দল। পাঁচ ম্যাচের সেই টেস্ট সিরিজ চলবে ১১ মার্চ পর্যন্ত। ফলে তারকাখচিত টিম ইন্ডিয়াকে যে ব্যাপক চাপের মুখে পড়তে হবে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইডেনে আজ ক্রিকেট ডার্বি, প্লেয়ারদের নজরে বাংলা রঞ্জি দল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ ডিসেম্বরঃ খেলা যাই হোক, ডার্বি সবসময়ই আলাদা মাত্রা রাখে। কলকাতা ডার্বির মাহাত্ম্য এখানেই। ফুটবলে এ মরসুমে ডুরান্ড কাপে দুটি ডার্বি হয়েছে। একটি করে জিতেছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। এখন নজর ক্রিকেটের ডার্বিতে। কাল, বুধবার শুরু হচ্ছে প্রথম ডিভিশন লিগের ডার্বি। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ক্রিকেটারদের কাছে সম্মানের ম্যাচও। সঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু লক্ষ্যও থাকবে। ইডেন গার্ডেন্সে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ম্যাচে দুই কোচের মস্তিষ্কের লড়াইও। ইস্টবেঙ্গলের কোচ আব্দুল মোনায়েম। যিনি ভবানীপুরকে সাফল্য দিয়েছেন। এ মরসুমেই ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিয়েছেন। অন্য দিকে, মোহনবাগানের কোচ প্রণব নন্দী। ময়দানে যিনি টুলটুলদা নামেই পরিচিত। বাংলা ক্রিকেট কোচিংয়ে বটবৃক্ষ। দীর্ঘ সময় ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্বে ছিলেন প্রণব নন্দী। গত মরসুমে মোহনবাগান ক্রিকেটে সাফল্য না পাওয়ায় এ বার প্রণব নন্দীকে কোচ করা হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান দু-দলের ক্রিকেটারদের কাছে ব্যক্তিগত একটা লক্ষ্যও রয়েছে। সামনেই রঞ্জি ট্রফির দল নির্বাচন। মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ সিং, অভিমন্যু ঈশ্বরণের মতো প্লেয়াররা জাতীয় দলের ভাবনায় রয়েছেন। ওয়ান ডে স্কোয়াডে ছিলেন আকাশ দীপ। মুকেশ কুমার ও অভিমন্যু ঈশ্বরণ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট স্কোয়াডে রয়েছেন। রঞ্জি ট্রফির অনেকটা অংশেই তাঁদের পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এটা যেমন বাংলার জন্য অস্বস্তির, তেমনই তরুণ ক্রিকেটারদের কাছে সুযোগও। ডার্বির মতো ম্যাচে ভালো পারফর্ম করে বাংলার নির্বাচকদের নজরে আশাই লক্ষ্য থাকবে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ক্রিকেটারদের। মোহনবাগানে রয়েছেন পেসার ঈশান পোড়েল। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নিলামে দল পাননি। ক্লাব ক্রিকেট এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে নজর থাকবে তাঁর। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের কাছে এই ম্যাচ আরও বেশি লড়াইয়ের জায়গা কারণ, দু-দলই কঠিন একটা ম্যাচ খেলে এই ম্যাচে নামছে। লিগ সবে শুরুর পর্যায়ে। ফলে লড়াইটা সমানে সমানেই হবে। প্রণব নন্দীর মতো কোচ এবং মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামার আগে ইস্টবেঙ্গল কোচ আব্দুল মোনায়েম বলছেন, ‘‘ডার্বি সব সময়ই আলাদা মাত্রা রাখে। ভালো খেলাই লক্ষ্য। ভালো টিম হতে গেলে ধারাবাহিক হতে হবে। আমাদের নজর সেটাই। প্রণব নন্দীকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি। ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। আমার খুব পছন্দের একজন। তবে মাঠে নামলে আমার চেষ্টাই থাকবে যাতে ওদের হারাতে পারি।’’

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501